CMYK

স্বর্ণ সম্ভার
৯ থেকে ২২ অক্টোবর
(প্রতিদিন দোকান খোলা)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

সিস্টার
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 29 September, 2020 ■ আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২০ ইং ■ ১২ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কৃষি বিলের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের রাজভবন অভিযান, রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর।। কৃষি বিলের বিরুদ্ধাচরণ করে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের রাজভবন ঘেরাও অভিযানে পরিস্থিতি এতটাই অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল যে পুলিশকে জলকামান ছুঁড়তে হয়েছে। ব্যারিকেড ভেঙে প্রদেশ কংগ্রেস এবং যুব কংগ্রেস কর্মীদের আটকাতে গিয়ে পুলিশের হিমশিম খেতে হয়েছে। তবে দীর্ঘ সময় প্রতিরোধ গড়ে তুলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। শেষে প্রদেশ কংগ্রেসের পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল রাজভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে লেখা এক স্মারকলিপি রাজ্যপালের হাতে তুলে দিয়েছেন। তাৎপর্যের বিষয়, দীর্ঘদিন পর প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমীররঞ্জন বর্মণ কোনও আন্দোলনে পা মিলিয়েছেন। রাজ্যপালকে স্মারকলিপি দিতে রাজভবনেও গেছেন তিনি।

আজ সোমবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আইনজীবী পীযূষকান্তি বিশ্বাস বলেন, কৃষকদের অধিকার খর্ব করার লক্ষ্যেই তিনটি বিল পাশ হয়েছে। তাতে রাষ্ট্রপতিও অনুমোদন দিয়েছেন। তাঁর দাবি, ওই বিল কৃষকদের সর্বনাশ করবে। তাঁর কথায়, কয়েক হাজার কৃষক ইতিমধ্যে আত্মহত্যা করেছেন। ওই বিল আরও কৃষককে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে।

তাঁর দাবি, কংগ্রেস কৃষকদের আন্দোলন কেন্দ্রে সরকার পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত জারি থাকবে।

এদিন সার্কিট হাউসে প্রদেশ কংগ্রেস এবং যুব কংগ্রেস কর্মীদের ব্যারিকেড দিয়ে আটকানোর চেষ্টা করে পুলিশ। তাদের মোকাবিলায় সেখানে পুলিশ, টিএসআর এবং কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। কিন্তু পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে কংগ্রেস কর্মীরা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ জলকামান ছুঁড়তে থাকে। দীর্ঘক্ষণ কংগ্রেস কর্মীরা নিরাপত্তা বাহিনীকে ঠেলে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী তাঁদের পিছু হটতে বাধ্য করেছে। শেষে কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল প্রদেশ সভাপতি পীযূষকান্তি বিশ্বাসের নেতৃত্বে রাজভবনে রাজ্যপালের সাথে দেখা করতে যান।

ওই প্রতিনিধি দলে পীযূষকান্তি বিশ্বাস ছাড়াও ছিলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমীররঞ্জন বর্মণ, রাজেশ্বর দেববর্মা প্রমুখ। এই আইন বাতিলের দাবিতে রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে লেখা রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে কংগ্রেস। এদিকে সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শাশ্বত কুমার জানিয়েছেন, পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণাধীন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সন্ত্রাসবাদীদের পালনকর্তা হচ্ছে পাকিস্তান, রাষ্ট্রসংঘে দাঁড়িয়ে দাবি ভারতের

নিউইয়র্ক, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.)।। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে পাকিস্তান। ক্রমাগত সে দেশে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন চলছে। বিরুদ্ধ মতবাদকে অবদমিত করা হচ্ছে। এমনকি পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের জনবিন্যাস পাল্টানোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের দাঁড়িয়ে এই ভাষাতেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরব হল ভারত।

সোমবার রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার পরিষদে রাইট টু রিপ্লাইয়ের নিয়ম প্রয়োগ করে রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের স্থায়ী মিশনের প্রথম সচিব পবন বধে জানিয়েছেন, সন্ত্রাসবাদীদের পালনকর্তা হচ্ছে পাকিস্তান। চার হাজার জঙ্গির নাম সন্ত্রাসবাদি তালিকা থেকে সরিয়ে দিয়েছে পাকিস্তান। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরকে জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ শিবিরে পরিণত করা হয়েছে। জঙ্গিদের লঞ্চপ্যাড হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরকে। পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের দুরবস্থা গোটা বিশ্ব জানে। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চ উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল।

ধর্মীয় স্বাধীনতার নাম করে সংখ্যালঘুদের নিরন্তন হত্যা করা হচ্ছে। এমনকি আহমেদিয়া ও খ্রিস্টানদের উত্যক্ত করা হচ্ছে সে দেশে। ভিন্নমত পোষণ করা ব্যক্তিত্বদের অবদমিত এবং গুম করে দেওয়ার রেওয়াজ আছে পাকিস্থানে। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের জনগণের থেকে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ভুল অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের ফলে সেখানকার মানুষদের অবস্থা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের জনবিন্যাস পাল্টানোর চেষ্টা হচ্ছে। সেখানকার মানুষ ক্রমাগত দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করে চলেছে।

করোনা ঃ রাজ্যে কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞ দলের পরামর্শ মেনে গৃহীত পদক্ষেপের বিস্তারিত চাইল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর।। করোনা পরিস্থিতি নিয়ে ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞ দলের পরামর্শ অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থাদি সবিস্তারে জানাতে বলেছে ত্রিপুরা হাইকোর্ট। এছাড়া আরও কয়েকটি বিষয়ে রাজ্য সরকারের কাছে জবাব চেয়েছে আদালত। করোনা পরিস্থিতি নিয়ে সুয়োমোটো মামলায় আগামী সোমবার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আকিল কুরেশি এবং বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্রের ডিভিশন বেঞ্চ।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় করোনা-র প্রকোপ হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। হু হু করে আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি মৃত্যুর মিছিল শুরু হয়েছিল। প্রচুর অভিযোগ স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে উঠতে শুরু করেছিল। তাতে ত্রিপুরা হাইকোর্ট সুয়োমোটো মামলা নিয়ে রাজ্য সরকারকে নোটিশ জারি করে। কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞ দল ত্রিপুরা সফর করেছে, বিষয়টি নিয়ে হাইকোর্ট ওই দলের রিপোর্টও তলব করেছিল।

আজ সোমবার ওই মামলায় শুনানি হয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে ভিডিও কনফারেন্সিঙের মাধ্যমে শুনানি পর্বে সকলে অংশ নিয়েছেন। অ্যাডভোকেট জেনারেল অরুণকান্তি ভৌমিক বলেন, ত্রিপুরায় করোনা পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞ দলের রিপোর্টের ভিত্তিতে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে আদালত জানতে চেয়েছে। তাছাড়া বেসরকারি হাসপাতাল আইএলএস-এ করোনা চিকিৎসা খরচ অন্যত্রের তুলনায় কম না-বেশি তা-ও জানতে চেয়েছে আদালত। তিনি বলেন, বিমানবন্দর এবং রেল স্টেশনে করোনা-র নমুনা পরীক্ষা বন্ধ করেছে ত্রিপুরা সরকার। কারণ সেখানে আক্রান্তের হার খুবই সামান্য। তাই ত্রিপুরা হাইকোর্ট ওই পরীক্ষার সুযোগ অন্য স্থানে ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে।

অ্যাডভোকেট জেনারেল বলেন, জিবি হাসপাতালে করোনা চিকিৎসায় সিনিয়র ডাক্তারকে সামগ্রিক বিষয় নজরদারি রাখার জন্য ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। পাশাপাশি, মাস্ক এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিরও নির্দেশ দিয়েছে ত্রিপুরা হাইকোর্ট।

রাজ্যের বিকাশে ৮৫ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড বোর্ডের দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে সোমবার। মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের পৌরোহিত্যে এই বৈঠকে ৮৫ কোটি টাকার প্রকল্পে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আজকের বৈঠকে কৃষি, পরিবহণ, পূর্ত, স্বাস্থ্য, নগরোন্নয়ন সহ বিভিন্ন দফতরের অধীনে মোট ২০টি প্রকল্পে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এক নজরে অনুমোদিত প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। আপগ্রেডমেন্ট অব সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট অব ফার্টিলাইজার অ্যান্ড সিডস জিরানিয়া এনআইটির কাছে ইনস্টিটিউট অব ড্রাইভিং ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ গড়ে তোলা, সিপাহিজলার চড়িলাম মোটর স্ট্যান্ডের উন্নয়ন, ইইএসএল, রাজ্য সরকার ও ডিডব্লিউএস-এর ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী এমইইপি কর্মসূচির অংশ হিসেবে পাবলিক ওয়াটার ওয়ার্কস ও নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন, কুঞ্জবনে আসাম রাইফেলস-এর দফতরে পাইপ লাইন সংস্কারের কাজ, ক্যাপিটাল কমপ্লেক্সে ইন্টারনাল সিসি রোড নির্মাণ, লিচুবাগান থেকে মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দর পর্যন্ত ভিআইপি রোডের সংস্কার, হাওড়া নদীর ভাঙন রোধে পরিকাঠামো উন্নয়ন, হাওড়া নদীর পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে কনসালটেন্সি সার্ভিস চালু করা, বর্ষার জল ধারণের জন্য ৯৮ নম্বর রিজার্ভয়ারের জন্য ডিপিআর প্রস্তুত করা, আগরতলার কলেজটিলা আদর্শপল্লি এলাকায় পিভিসি আস্তরিত তার বসানো, ক্যাপিটাল কমপ্লেক্সে বিচারপতিদের বাংলো নির্মাণ, মহারাজগঞ্জ বাজারে অন্তর্বর্তী রাস্তা ও নিকাশি নালার সংস্কার, আদর্শপল্লি থেকে প্রতাপগড় আরসিসি ব্রিজ পর্যন্ত হাওড়া নদীর বাঁধের বর্ধিত অংশ নির্মাণ, আগরতলার নজরুল কলাক্ষেত্রের সংস্কার, আইজিএম হাসপাতালের ভিতরকার রাস্তা নির্মাণ, জিবি হাসপাতালের সিটিভিএস ইউনিটের জন্য প্লাজমা সংগ্রহ, আইজিএম হাসপাতালে নতুন লিফট বসানো, আইজিএম হাসপাতালের বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে ট্রান্সফরমার নির্মাণ এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের পরিকাঠামো উন্নয়ন। এই ২০টি প্রকল্প আজ অনুমোদিত হয়েছে।

ত্রিপুরার সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজে অগ্রাধিকার দিয়েছে রাজ্য সরকার। ৮৫ কোটি টাকার এই প্রকল্পগুলি ত্রিপুরার বিকাশের কাজকে আরও তরান্বিত করবে বলে সোমবারের বৈঠকে আশাপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

লেনদেনকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে আহত ছয়জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর।। আর্থিক লেনদেনকে কেন্দ্র করে উত্তর ত্রিপুরা জেলার বাগন গ্রাম পঞ্চায়েতে সংঘর্ষে ৬ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে এক যুবতীর হাত দেহ থেকে আলাদা হয়ে গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। এ ব্যাপারে থানায় সুনিদৃষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে কাঠালতলী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে অভিযুক্তদের নাম ধাম উল্লেখ করে মামলা গ্রহণ করা হলেও এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার এর সংবাদ নেই। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্তরা পলাতক বলে জানা গেছে।ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় জনগণ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে আর্থিক লেনদেন কে কেন্দ্র করে ঘটনার সূত্রপাত।

সোনামুড়ায় ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৮ সেপ্টেম্বর।। সোনামুড়া থানা এলাকার পাহাড়পুরে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। এক যুবক স্কুটি নিয়ে যাওয়ার সময় পাহাড়পুর এলাকায় দুস্কৃতিকারীরা তাকে আটক করে।তাকে মারধর করে নগদ ৫ হাজার টাকা, দুইটি মোবাইল ফোন এবং স্কুটি ছিনতাই করে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে সোনামোড়া থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে অভিযুক্তদের টিকির নাগাল পায়নি পুলিশ। ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়া স্কুটি এবং মোবাইল ফোন উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসন ঃ হাইকোর্টে প্রদ্যুতের মামলা আপাতত হস্তক্ষেপ করবে না আদালত, পরবর্তী শুনানি ৭ ডিসেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর।। লক্ষ্য মনে হচ্ছে রাজনীতি। তাই হয়তো ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসনে বিলম্বের অভিযোগ এনে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন ত্রিপুরার রাজপরিবারের সদস্য প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ। অবশ্য আদালত ওই আবেদনের ভিত্তিতে এখনই হস্তক্ষেপে সম্মত হয়নি। এমন-কি কোনও নোটিশও জারি করেনি ত্রিপুরা হাইকোর্ট। তবে ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসনে নজর রাখবে আদালত। তাই আগামী ৭ ডিসেম্বর পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আকিল কুরেশি এবং বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্রের ডিভিশন বেঞ্চ।

দুই দশকের অধিক সময় ধরে ব্রু শরণার্থী সমস্যা জিইয়ে রয়েছে। উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর এবং পানিসাগর মহকুমায় প্রায় ৪০ হাজার ব্রু শরণার্থী জীবনযাপন করছেন। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানে ত্রিপুরা সরকার তাদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তনের বদলে এ-রাজ্যেই পুনর্বাসনের সিদ্ধান্ত নেয়। কেন্দ্রীয় সরকারও কালবিলম্ব দেরি না করে ত্রিপুরা সরকারের ওই সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিয়েছে। তার ভিত্তিতে চারস্তরীয় চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। চুক্তি মোতাবেক ব্রু শরণার্থীদের সারা ত্রিপুরায় বিভিন্ন স্থানে পুনর্বাসন দেওয়া হবে।

কিন্তু, তাতেও জটিলতা দেখা দিয়েছে। ব্রু শরণার্থী নেতারা কাঞ্চনপুর এবং পানিসাগর মহকুমার বাইরে অন্যত্র পুনর্বাসনে এখন রাজি হচ্ছেন না। তাঁদের চাপে পরে ত্রিপুরা প্রশাসনও কাঞ্চনপুর মহকুমায় সাতটি স্থান চিহ্নিত করেছে। সেখানে অন্তত ৪,৬০০ ব্রু শরণার্থী পরিবারকে পুনর্বাসনের পরিকল্পনা চলছে। ত্রিপুরা সরকারের এই পদক্ষেপকে ঘিরে খাঁচানপুর মহকুমায় বাঙালি জনগোষ্ঠী প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। তাদের সাথে চাকমা এবং স্থানীয় রিয়াং সম্প্রদায়ও যোগ দিয়েছে। জম্পুই পাহাড়ের ইয়ং মিজো সংগঠনও ব্রু শরণার্থীদের বড় অংশকে কাঞ্চনপুর মহকুমায় পুনর্বাসনের বিরোধিতায় শামিল হয়েছে।

সম্প্রতি কাঞ্চনপুর যৌথ মঞ্চ ১২ ঘণ্টার বনধ পালন করেছে। এছাড়াও, ধর্মনগরে জমির জরিপ করতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পর্যটন কেন্দ্রের মাধ্যমে মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ঃ পর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর।। ডম্বুর জলাশয় দেশের পর্যটন মানচিত্রে একটি অন্যতম আকর্ষণীয় কেন্দ্র। এই জলাশয়ে অবস্থিত নারকেল কুঞ্জকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে পর্যটন উন্নয়ন নিগম কাজ করছে। ডম্বুর সহ রাজ্যের অন্যান্য ঐতিহাসিক পর্যটন কেন্দ্রগুলির সৌন্দর্যায়ন বৃদ্ধির মাধ্যমে সেখানকার মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নেও গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে রাজ্য সরকার। সোমবার করবুক মহকুমার ডম্বুর জলাশয়ের মন্দিরঘাটে পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে ওয়াটার স্কুটার পরিষেবা চালু করে এ-কথা বলেন পর্যটন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়।

আজক এ উপলক্ষ্যা মন্দিরঘাটে একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে পর্যটনমন্ত্রী বলেন, এই বছরের ওয়ার্ল ট্যুরিজম ডে-র থিম হচ্ছে ট্যুরিজম অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট। এই থিমকে সামনে রেখে রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত ডম্বুর জলাশয়কে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে ওয়াটার স্কুটার পরিষেবা চালু করা হয়েছে। তিনি বলেন, দেশ বিদেশের বিভিন্ন পর্যটন ক্ষেত্রগুলিতে এই ওয়াটার স্কুটার দেখা যায়। কিন্তু রাজ্যে এ ধরনের পরিষেবা আগে কখনও ছিল না।

পর্যটন মন্ত্রী বলেন, সরকার পর্যটকদের ডম্বুর জলাশয়ে আনন্দ উপভোগ করার জন্য এই পরিষেবাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এছাড়া মন্ত্রী বলেন, বয়স্ক ও বাচ্চাদের কথা মাথায় রেখে নৌকায় উঠার ক্ষেত্রে যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তার জন্য দুটি ভাসমান জেটি নৌঘাটে বসানো হয়েছে। তিনি বলেন, নারকেলকুঞ্জের অনেকটা সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছে। আগামীদিনে নারকেলকুঞ্জে পর্যটকদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। নারকেলকুঞ্জের সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি করার জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন প্রকারের নারকেলের চারা রোপণ করা হবে। এছাড়া খুব শীঘ্রই মন্দিরঘাট এলাকায় পর্যটকদের সুবিধার্থে একটি হেলিপ্যাড তৈরি করা হবে। তিনি বলেন, শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীদের টুরিস্ট গাইড হিসেবে গড়ে তোলার জন্য দপ্তর থেকে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানিসাগরে বিয়ের অনুষ্ঠানে দক্ষযজ্ঞ কান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, পানিসাগর, ২৮ সেপ্টেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর এর রোয়াচালা এলাকায় এক বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানে রীতিমতো দক্ষযজ্ঞ ঘটে গেছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে,বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানে সকাল সাতটা নাগাদ প্রতিবেশী দুই নাবালিকা গেলে ওই দুই নাবালিকাকে শ্লীলতাহানি করা হয় বলে অভিযোগ।অষ্টম শ্রেণী এবং দশম শ্রেণীতে পাঠরত ওই দুইটা বালিকাকে অশ্লীল ভাষায় কথাবার্তা বলে দুই তিন যুবক।

এমনকি তাদের কেকো প্রস্তাব দেওয়া হয়। দুই নাবালিকাকে বিয়েবাড়িতে শ্রীলতাহানি করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। দুই নাবালিকা এ ধরনের ঘটনার প্রতিবাদ করলে তাদের ওপর অকথ্য ভাষা প্রয়োগ আরো বেড়ে যায়। বিষয়টি তারা অভিভাবকদের জানালে পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। দুই নাবালিকার পরিবারের লোকজন বিষয়টি বুঝিয়ে সুজিয়ে মীমাংসা করার চেষ্টা করলে আপাতত মীমাংসা হলেও কিছুক্ষণ বাদেই বেশ কিছুসংখ্যক যুবক হত ভাবে দুই নাবালিকাকে বাড়ি থেকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তাতে বাধা দিলে উত্তেজনা চরমে আকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের বাসভবন ঘেরাও চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরার চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের একাংশ সোমবার চক্রান্ত এবং ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারের বাসভবন ঘেরাও করেছেন। ত্রিপুরা সরকার শূন্যপদে তাঁদের নিয়োগের বন্দোবস্ত করছে। কিন্তু বিরোধীরা চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের মন-মানসিকতা বিষিয়ে তুলছেন। তাতে ক্ষতি চাকরিচ্যুতদের হবে, দাবি করেন অল ত্রিপুরা ১০৩২৩ ভিক্টিমাইজড টিচার্স সংগঠনের সভাপতি প্রদীপ বণিক। আজ দীর্ঘক্ষণ পর পুলিশের হস্তক্ষেপে বিরোধী দলনেতার বাসভবন ঘেরাওমুক্ত হয়।

সম্প্রতি স্থায়ী সমাধানের দাবিতে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের একাংশ মহাকরণ অভিযান করেছিলেন। তাঁরা দিনভর মহাকরণের মূল প্রবেশদ্বার অবরুদ্ধ করে রাখেন। শিক্ষকদের ওই আন্দোলনে পুলিশের লাঠিচার্জ এবং জল কামান ছুঁড়তে হয়েছিল। তাতে কয়েকজন আহত হয়েন। আজ ওই আন্দোলনের পাল্টা দিতে ময়দানে নেমেছে অপর একটি সংগঠন।

প্রদীপ বণিকের কথায়, ২৫ বছরের বাম জমানায় স্বৈরাচারী শাসনের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত ১০৩২৩। আদালতের রায়ে গত ৩১ মার্চ আমাদের চাকরি বাতিল হয়েছে। তিনি বলেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর আইনের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল না। তাই, দীর্ঘ সময় ঝুলিয়ে রেখে শিক্ষার অধিকার আইন দেশে লাগু হওয়ার পর শিক্ষকতার চাকরি ছেড়েছে। তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, পূর্বতন সরকারের ভুল নীতির কারণে ১০৩২৩ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়েছে। তাঁর দাবি, গৌহাটি হাইকোর্টের রায় মেনে কয়েকজন আবেদনকারীকে চাকরি দিলেই আজ আমাদের চাকরি বাতিল হতো না। তখন বামফ্রন্ট সরকারের স্বৈরাচারী মনোভাব আজ আমাদের পথে বসিয়েছে।

প্রদীপ বণিক বলেন, পূর্বতন সরকারের ভুল বর্তমান সরকার সংশোধন করতে চাইছে। তাই আদালতের অনুমতি নিয়ে বর্তমান সরকার চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের শূন্যপদে নিয়োগের উদ্যোগ নিয়েছে। তাঁর কথায়, চাকরির পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে আউটসোর্চিঙের মাধ্যমে আমাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে ত্রিপুরা সরকার। কিন্তু এই উদ্যোগ সংকীর্ণ রাজনীতির স্বার্থে ভেস্তে দিতে চাইছেন বিরোধীরা। তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার চাইছেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ৩৪২ ◘ ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং ◘ ১২ আশ্বিন ◘ মঙ্গলবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

রাজনীতির দড়ি

ধর্মে প্রত্যয় ছিল না, জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসের প্রশ্নই উঠে না। তবু সময়রথে চড়িয়া বা কালচক্রের আবর্তনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দুইশত বৎসর পরে আজিকার সমাজে ফিরিয়া আসিলে সুখ পাইতেন বলিয়া মনে হয় না। স্বস্তি তাঁহার নিজকালেও ছিল না, সমাজের সংস্কার করিতে গিয়া প্রশাসন ও জনসাধারণ হইতে কম বাধা পান নাই। কিন্তু একুশ শতকে আসিলে দেখিতেন, তিনি পড়িয়া গিয়াছেন রাজনীতির দড়ি টানাটানিতেও। গত বৎসরের ঘটনা মনে পড়িতে পারে, কলিকাতায় তাঁহারই নামাঙ্কিত কলেজে তাঁহার মূর্তির মুণ্ডচ্ছেদ হইয়াছিল। উহা ছিল লোকসভা নির্বাচন-তপ্ত কলিকাতা, দুই রাজনৈতিক দলের কোন্দলের মধ্যে বিড়ম্বনায় পড়িয়া গিয়াছিলেন বিদ্যাসাগর। তাহা লইয়া তোলপাড় হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর বাঙালির কী ও কেন তাহা বুঝাইবার চেষ্টায়, কে বা কাহারা তাঁহার মূর্তি ভাঙিতে পারে সেই রাজনৈতিক ব্যবচ্ছেদ হইয়াছিল। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বিদ্যাসাগর স্বমূর্তি ফিরিয়াও পাইয়াছিলেন। স্বমূর্তি ধরিলে কী হইত বলা যায় না। জীবদ্দশায় ভগ্নহৃদয়ে কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছিলেন, এখন হয়তো ক্রোধজর্জর হইয়া ছাড়িয়া যাইতেন। জুলাইয়ে তাঁহার প্রয়াণদিনে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর শ্রদ্ধা-টুইট বা জন্মদ্বিশতবার্ষিকীতে বঙ্গ-রাজনীতিককুলের স্মরণার্ঘ্য, কিছুই তাঁহাকে টলাইতে পারিত না।

এই কাল্পনিক ক্রোধের কারণ, তাঁহাকে লইয়া রাজনীতির রবরবা। উনিশ শতকের বহু বঙ্গ-মনীষীকেই রাজনৈতিক দল ও মতাদর্শ কব্জা করিয়াছে। বিবেকানন্দ বৃহত্তম প্রমাণ, বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথও 'অপহৃত' হইয়াছেন, খোদ প্রধানমন্ত্রীর বার্তায় বারংবার উঠিয়া আসিয়াছে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ। ভূমিপুত্র মনীষীদের তুলিয়া ধরিলে স্থানিক জনতার মন পাওয়া সম্ভব। এই তালিকায় বিদ্যাসাগরের খোঁজ বিশেষ পড়ে নাই, কারণ তাঁহার ভূরি ভূরি উদ্ধৃতিযোগ্য বাণী নাই, তাঁহাকে সামলানো সহজ নহে। অথচ বাঙালিসত্তার তিনি অবিসংবাদিত ও সমার্থক অস্তিত্ব। বিদ্যাসাগর না পড়িয়াই, বা না পড়িয়াও বাঙালি জানে, আজ যে বাংলা ভাষার ও শিক্ষাব্যবস্থার ফসল সে ঘরে তুলিতেছে, তাহা বিদ্যাসাগরের দান, তাঁহারই কৃতি ও কীর্তি। আক্ষরিক অর্থে তাঁহার মুণ্ডপাত তাহা পাঁচ দশক আগেই হউক কি সম্প্রতি বাঙালিসত্তার চরমতম বিপর্যয়। তাঁহার অবমাননায় বঙ্গমনন ব্যথিত, পীড়িত হয়। বিদ্যাসাগর নিজে দেখিলে হয়তো হাসিতেন, কারণ মূর্তি বা ভাবমূর্তি কোনওটিই রক্ষার দায় তাঁহার ছিল না। বলিতেন, তাঁহার বিস্তর কাজ পড়িয়া আছে, এবং সময় স্বল্প। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'ওরিজিন্যাল' বা 'অনন্যতন্ত্র' এই মানুষটি ক্ষুদ্রকর্মা ভীরুহৃদয়ের দেশে 'উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র একক জীবনকে' লইয়া গিয়াছেন। প্রতি পদে প্রতি কাজে বুঝাইয়া দিয়াছেন, ইহাই ধর্ম, ইহাই মোক্ষ, ইহাই বাঙালির সাধ্য ও সাধনা। আজকের রাজনীতির কারবারিরা তাহা না বুঝুন বা ভুল বুঝুন, বঙ্গবাসীকে ঠিক বুঝিতে হইবে। বুঝিতে হইবে, আজ যে বাঙালি জাতিসত্তার সংজ্ঞা ও উপাত্ত লইয়া রাজনীতি হইতেছে, বিদ্যাসাগর জীবন দিয়া সেই সত্তার নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। বাংলার ভাষা, শিক্ষা, সমাজ, সংস্কৃতি, প্রতিটি পরিসরে আপসহীন নিরলস লড়িয়া তাহাদের প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন। বাঙালি যে আজও শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়, শিক্ষক ও শিক্ষাসাধকদের শ্রদ্ধা করে, অন্তরবস্তুর চর্যাকে সাধনা বলিয়া মানে, তাহার মূলে ওই ধুতি-চাদর পরিহিত সহজ ও বলিষ্ঠ মানুষটির জীবন। দয়া ও মনুষ্যত্বে, হিতৈষা ও প্রজ্ঞায়, তত্ত্বে ও সত্যে তিনিই বাঙালিসত্তার নির্যাস, তিনিই স্তম্ভ। তাঁহার দেখানো পথে বিদ্যাচর্চা, যুক্তিবাদ, মানবিক সাম্য দীর্ঘ কাল ধরিয়া বঙ্গজীবনের গর্ব ছিল, এখনও আছে। ভবিষ্যতে থাকিবে কি না, সময়ই বলিবে।

"বেস্ট বিফোর ডেট' নির্দেশিকা প্রত্যাহারের দাবিতে মোদীকে চিঠি পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি স): বিয়ে হোক বা জন্মদিন কিম্বা যে-কোনও উৎসব-অনুষ্ঠানে শেষ পাতে খাদ্য প্রিয় বাঙালির মিষ্টি চাই চাই। কিন্তু এটা সবারই জানা বেশ কিছু মিষ্টি পরের দিন ও বিক্রি হয়। কিন্তু এখন থেকে তা আর হবে না। এবার মিষ্টি কেনার সময় দেখতে হবে "এক্সপায়ারি ডেট"। আগামী ১ অক্টোবর থেকে এবার মিষ্টিতেও লিখতে হবে "বেস্ট বিফোর ডেট" কিছুদিন আগে নির্দেশিকা জারি করে এমন টাই জানিয়েছিল এফএসএসএআই। কিন্তু সেই নির্দেশিকা মানতে নারাজ পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা।"বেস্ট বিফোর ডেট' নির্দেশিকা প্রত্যাহারের দাবিতে মোদীকে চিঠি মিষ্টি ব্যবসায়ীদের। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টান্ন নির্মাতা সমিতির যুগ্ম সচিব আশিস পাল বলেন, "কেন্দ্রের এই নির্দেশ কার্যকর করতে গেলে মিষ্টির দোকানদারদের আরও ১জন বা ২ জন কর্মী অতিরিক্ত রাখতে হবে। কারণ, মিষ্টির দোকানের কর্মচারীরা এত শিক্ষিত নন যে তারা এই তালিকা তৈরি করতে পারবেন। এমনিতেই মিষ্টি শিল্পের হাল খারাপ। তার ওপর আরও লোক নিতে হলে ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হবে"। প্রসঙ্গত,গত ২৫ সেপ্টেম্বর এফএসএসএআই এক নির্দেশিকায় রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে "বেস্ট বিফোর ডেট' বিষয়টি নিশ্চিত করতে নির্দেশ দেয়।

সিঙ্গুর আন্দোলনের মাধ্যমে মমতা নিজের পরিবর্তনও করে ফেলেছেন, অভিযোগ লকেট চট্টোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কৃষি আইন এবং সিঙ্গুরে শিল্প ও চাষিদের প্রতি সুবিচারের দাবিতে সোমবার সিঙ্গুরে বিজেপি সমর্থকরা মিছিল ও সমাবেশ করেন। দলের দুই রাজ্য সাধারণ সম্পাদক এবং সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো এবং লকেট চট্টোপাধ্যায় এতে নেতৃত্ব দেন।লকেট বলেন, "সিঙ্গুরের চাষিদের কাছ থেকে শুনলেন তাঁদের দুরবস্থার কথা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৯ থেকে সিঙ্গুর আন্দোলনের মাধ্যমে নিজের পরিবর্তনও করে ফেলেছেন। নেতানেত্রীদের পরিবর্তনও হয়ে গিয়েছে। ওরা কোটি কোটি টাকা করেছেন। পাশেই আছেন। নানা রকম দুর্নীতিতে যুক্ত আছেন। বিধায়ক হয়েছেন। কিন্তু সিঙ্গুরের চাষিদের জন্য ওঁরা কিচ্ছু করেননি।লকেট বলেন, "৩-৪ জন চাষি বললেন, ওঁরা জমি দিয়েছিলেন শিল্পের জন্য। কিন্তু জমিটাও ফেরৎ পাননি। শিল্পও হয়নি। ওই জমি খুঁড়লে কেবল পাথর পাওয়া যাবে, পাথর। সেখানে মাটি আর নেই। চাষ হবেনা।"বিজেপি সূত্রের খবর, অন্য নানা জেলায় এদিন বিজেপি সমর্থকেরা মিছিল করেন। কোচবিহারে দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু, ঘাটালে দলের রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, কোচবিহারে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় মিছিলগুলোর নেতৃত্ব দেন।

পানাগড়ে মিস্টির দোকানে চুরি, চাঞ্চল্য এলাকায়

দুর্গাপুর, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পিছনের দরজা ভেঙে মিষ্টির দোকানে চুরি। ভেঙে ফেলেছে সিসি ক্যামেরা। রবিবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমান কাঁকসার পানাগড় বাজারে।

ঘটনায় জানা গেছে, পানাগড় বাজারে স্টেশন রোডের একটি প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন দোকান। সোমবার সকালে দোকান খুলতে গিয়ে পিছনের দরজা ভাঙা দেখেন দোকান মালিক। দোকানের ক্যাশবক্স খোলা লন্ডভন্ড। তারপরই খবর দেয় পুলিশ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কাঁকসা থানার পুলিশ।দোকানটিতে সিসিটিভি বসানো ছিল। দুস্কৃতীদের মুখ বাঁধা অবস্থা দোকানের ভেতর ঘোরাফেরার ছবিও ধরা পড়েছে। একটি ক্যামেরা ভেঙে দিয়েছে বলে অভিযোগ।

কি করে ফিরবে শিশুদের আনন্দ

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.): করোনা সংক্রমণ গোটা বিশ্বকে একাধিক ভাবে আঘাত দিয়েছে।ছোট নিরীহ বাচ্চাদের প্রতি বড় অন্যায় করা হয়েছে।তারা বন্ধুদের থেকে দূরে সরে গিয়েছে। খেলার মাঠ থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হয়েছে শিশুরা। যে সমস্ত শিশুরা প্রতিদিন খেলত এবং পড়ত এবং তাদের বন্ধুদের সাথে মজা করত সেই আনন্দগুলিকে করোনা শিশুদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে।বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যে তারা সীমাবদ্ধ সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। তারা বাড়ি থেকে বা কম্পিউটার বা মোবাইলে অনলাইনে পড়াশোনা করতে বাধ্য হচ্ছে। কোনও অবস্থাতেই অনলাইন শিক্ষা শ্রেণিকক্ষের বিকল্প হতে পারে না? ক্লাস রুমের সেই স্মৃতিগুলি বাচ্চারা ভুলতে পারে না। স্কুলে গেলে শিশুরা নিজেদের শিক্ষক এবং বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অনেক কিছু শিখতে পারে সেই জ্ঞানটিও বর্তমানে বন্ধ রয়েছে।টিফিনের সময় বন্ধুদের সঙ্গে একসঙ্গে ন খাবার যে স্মৃতি তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিশুরা।

বাচ্চাদের কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে স্কুলে যাওয়ার ছবি দেখতে অভ্যস্ত বিশ্ববাসী। স্কুল বাসে করে ছাত্র-ছাত্রীদের যাওয়ার দৃশ্য দেখে আনন্দিত হত বিশ্ববাসী। তাঁর মা এই শিশুদের প্রস্তুত করে স্কুলে পাঠাতেন। সেই ধারা করোনার কারণে স্থগিতও করা হয়েছে। উত্তর প্রদেশ, বিহার, হরিয়ানা প্রভৃতি রাজ্যে আপনি হাজার হাজার মেয়েকে সাইকেল চালিয়ে স্কুলে যেতে দেখতেন। এখন সেই দিনগুলোর স্মৃতি হয়ে থেকে গিয়েছে। করোনা অব্যাহতি নিলেন দুনিয়া তার নিজের গতিতে ফিরে পাবে।

করোনা আসার আগের দিনগুলির কথা মনে করুন। আপনি সারা দেশের ছোট-বড় শহরগুলির অসংখ্য স্কুলের বাইরে সকাল ও বিকেলে স্কুল পড়ুয়াদের আসা যাওয়া ও তাদের আনন্দ পরিবেশে মাধুর্য ছড়াতো। সেই ভালবাসার কোলাহলগুলি এখন গেল কোথায়? এখন সর্বত্র নীরবতা রয়েছে। উদাসীন পরিবেশ চতুর্দিকে। স্কুল বাসগুলিতে ধুলো জমে চলেছে। স্বাভাবিক দিনগুলোতে পড়ুয়াদের মায়েদের মধ্যে যে আলাপচারিতা তারও দেখা নেই। এই মুহূর্তে বড় প্রশ্ন হ'ল করোনার প্রকোপ কখন শেষ হবে এবং এই স্কুলগুলির আশেপাশের জীবনগুলি কবে স্বাভাবিক হবে? এই স্কুলগুলির বাইরে কবে আইসক্রিম, ভুট্টা, আলু কাবলি, সিঙ্গারা, আলু টিক্কা, গোলাপ জামুন, বরফের গোলা সহ অন্যান্য আইটেম নিয়ে আসা হকারদের কবে দেখা যাবে। এরাও স্কুল বন্ধ হয়ে যাবার জেরে বেকার হয়ে দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছে।

বড় শহরে অনলাইনে মাধ্যমে পড়াশোনা করে চলেছে পড়ুয়ারা। কিন্তু ঝাড়খণ্ড, হিমাচল, উত্তরাখণ্ডের মতো রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলের পরিস্থিতি আলাদা। করোনার যুগে, যেখানে রাজ্যের শহরগুলিতে শিশুরা অনলাইনে পড়াশোনা করছে। ছোট শহর এবং গ্রামগুলি থেকে শিশুরা কিছুটা দূরে ভয়াবহ। তাদের যন্ত্রণা ব্যক্ত করার কোনো ভাষা নেই।

সম্প্রতি আপনারা দেখে থাকবেন যে শিশুরা নিজেদের জন্মদিনকে উৎসাহ ব্যঞ্জক ভাবে পালন করতে চাইছে। সেটা হওয়াটাই স্বাভাবিক। নিজের জন্মদিনের স্কুলের বন্ধু এবং প্রতিবেশী বন্ধুদের নিমন্ত্রন করাটা স্বাভাবিক রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেক কাটা এবং সুখাদ্য খাবার দৃশ্য স্বাভাবিক মনে হতো। তারপরে নাচ গানও আনন্দ সহকারে চলত। বাচ্চাদের সেই আনন্দ কোথায় গেল? বাচ্চাদের জন্য, তাদের জন্মদিনটি দীপাবলির চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভাল কথা হ'ল সমস্ত পিতা-মাতাও তাদের বাচ্চার অনুভূতির যত্ন নিয়ে এবং তাদের জন্মদিনটি একটি দুর্দান্ত উপায়ে উদযাপন করার উদ্যোগ নিতে। একইভাবে, বাচ্চারা তাদের বন্ধুদের জন্মদিনের জন্য অপেক্ষা করত। বন্ধুদের জন্মদিনে সে তার বাড়িতে কিছু উপহার নিয়ে যেত। এ সবই শিশুদের পুষ্পিত বিশ্বে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হত। করোনা তাদের সুখ কেড়ে নিয়েছে। এটি আসলে কোনও ছোট জিনিস নয়। করোনা এসে শিশুদের মনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। শিশু মনস্তত্ত্ব নিয়ে কাজ করা বিশেষজ্ঞদের এই সমস্যা দূর করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। কিছুটা হলেও যাতে শিশুদের মনে আনন্দ দেওয়া যায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। করোনার সময়কালের আগে শিশুরা বাবা মায়ের হাত ধরে ঘুরতে যেত, চলচ্চিত্র দেখতে যেত। এটি তাকে পড়াশোনার বোঝার চাপ থেকে মুক্তি দিয়েছে। স্পষ্টতই যখন স্কুলটি বন্ধ থাকে এবং বাড়ির বাইরে বন্ধ থাকে, তখন পিকনিকে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। এবার বাচ্চারা গ্রীষ্মের ছুটিতেও যায়নি। অর্থাত, তারা ঘরের ভিতরে আবদ্ধ থাকে। যাদের ঘন ঘন ঘোরাঘুরি করতে যেত, বা খেলাধুলা করতে যেত, তারা ঘরে তালাবদ্ধ রয়েছে। এটি একটি আবদ্ধকর অভিজ্ঞতা। কিন্তু শিশুরা বুঝতে সক্ষম নয়। তবে বাবা-মায়ের কথায় তারা এই পরিস্থিতি মানতে বাধ্য হয়। এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলেছে সকলে।

এর পাশাপাশি যারা দশম এবং দ্বাদশ পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করা উচিত। পরের বছর তাঁর বোর্ডের পরীক্ষা দিতে হবে। সাধারণত, দশম এবং দ্বাদশ পরীক্ষা কোনও শিক্ষার্থীর জীবনের ধারা নির্ধারণ করে। আমরা সেপ্টেম্বর শেষে পৌঁছে যাচ্ছি। এই সময়ে, এই দুই শ্রেণির শিক্ষার্থীরা নিবিড়ভাবে পড়াশোনা করে যাওয়াই রীতি ছিল। তাদের টিউশন নেওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। কিন্তু করোনা সবকিছু বন্ধ করে দিয়েছে। রাজধানী দিল্লির মুখার্জি নগরে থেকে তাদের বাড়িতে ফিরে গিয়েছে বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং ওড়িশা ইত্যাদির থেকে আসা হাজার হাজার যুবক যুবতী। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার পাশাপাশি তারা আশেপাশে টিউশন দিতেন এবং সামান্য হলেও কিছু অর্থ উপার্জন করতেন। সর্বত্র অনলাইনের মাধ্যমে পঠন-পাঠন হয়ে যাওয়ার ফলে সকল যুবক যুবতীরা নিজেদের রাজ্যে ফিরে গিয়েছেন। তাদের পক্ষে দিল্লিতে থাকা এবং খাবারের ব্যবস্থা করা খুব কঠিন ছিল। এই সময়ে তারা কোথাও থেকে টিউশনির কাজ পাচ্ছিল না। তারা বাড়িওয়ালাদের লকডাউনে ভাড়াটি ক্ষমা করতে বললেও বাড়িওলা শোনেনি। করোনা শেষ হলেই পৃথিবী তার নিজের ছন্দ ফিরে পাবে। আশা করা যায় যে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করা ভ্যাকসিনটি শীঘ্রই তৈরি হবে এবং সামাজিক ক্রিয়াকলাপগুলি আবারও নিজের স্বাভাবিক গতি ফিরে পাবে।

(লেখক রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ এবং বরিষ্ঠ সম্পাদক)

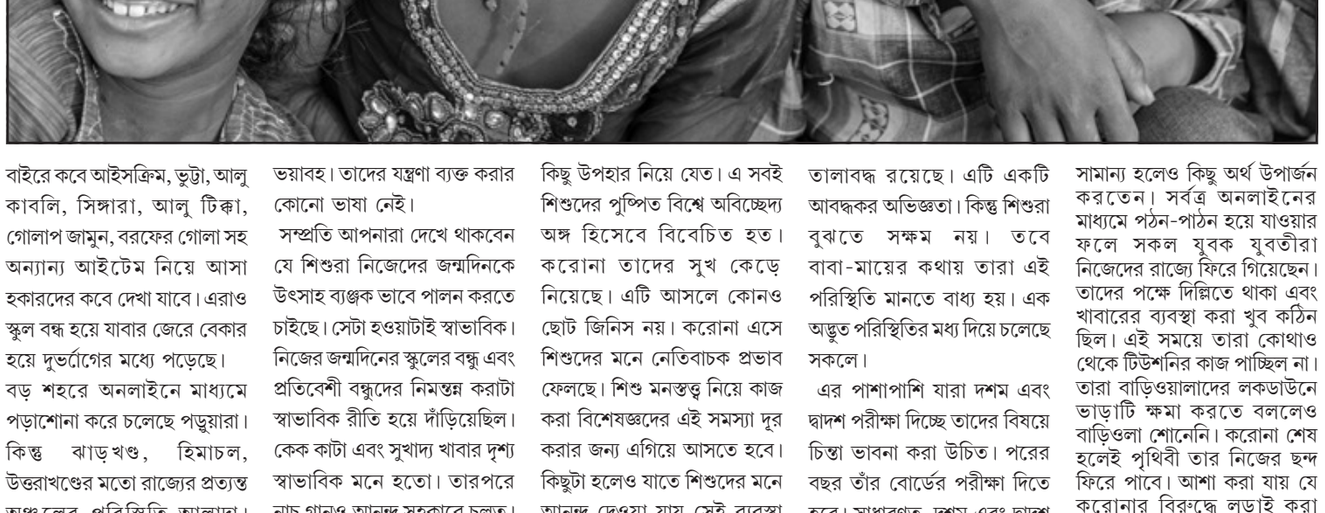

শুধু মিডিয়ার দোষ? মিডিয়ার অস্তিত্বও বাজার নির্ভর

সুজনকুমার দাস

রিয়া চক্রবর্তীকে কেন্দ্র করে আবার সেই মিডিয়ার ভূমিকা ও মিডিয়া ট্রায়াল জোর চর্চায়। মিডিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ, বেকারত্ব মূল্যবৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সংকট, মানুষের দুর্দশা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ দিয়ে মিডিয়া সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু আর রিয়া চক্রবর্তীকে নিয়ে আদাজল খেয়ে পড়েছে। সুশান্তের মৃত্যুতে বেশ কিছু মিডিয়া সি বি আই এর আগেই বিয়াকে দোষী প্রমাণিত করেছে। মিডয়া ট্রাল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বম্বে হাইকোর্ট, সুনন্দা পুস্কারর মৃত্যু নিয়ে দিল্লি হাইকোর্ট সমঝে দিয়েছে এক নিউজ চ্যানেলের কর্ণধারকে। মিডিয়া বলতে এখানে শুধুমাত্র সংবাদমাধ্যমের কথা বলতে চাইছি। মিডিয়ার বিরুদ্ধে শুধু খাপ পঞ্চায়েত বসানোর অভিযোগ নয়, আর ও হাজারো অভিযোগ মিডিয়ার বিরুদ্ধে। এতদিন মিডিয়ার বিরুদ্ধে জনমানসে যতই অভিযোগ থাকুক না কেন, মিডিয়ার বিচার কারর ক্ষমতা মানুষের ছিল না। কিন্তু প্রযুক্তি সে সুযোগ এনে দিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া এখন গণতন্ত্রে পঞ্চম স্তম্ভ। সংবাদমাধ্যমের বিকল্প মাধ্যম হয়ে উঠেছে সোশ্যাল মিডিয়া। এখন সিটিজেন রূপান্তরিত হয়েছে নেটিজেন। কোনও সামাজিক ঘটনাকে সমর্থন বা বিরোধিতা করতে হলে সিটিজেনদের পথে নামতে হত, চেহারা দেখতে হত। তাই মতামত জানানো একটু কষ্টসাধ্য ছিল। নেটিজেনদের সেই বালাই নেই। ইন্দ্রজিতের মত মেঘের আড়ালে থেকে মতামত নিক্ষেপ করা যায়। অপ্রয়োজনের কদর্য ভাষায় গালিগালাজ করে নিজেদের হতাশাও ব্যক্ত করা সহজ। এই নেটিজেনরাই এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় খাপ পঞ্চায়েত খুলে সংবাদমাধ্যমের নিউজ পোর্টালকে আনফলো বা ফলো করার ডাক দেওয়া হয়। কাজেই নিউজ মিডিয়াও এখন সোশ্যাল মিডিয়া ট্রায়ালের শিকার। শুধু সংবাদমাধ্যমেই নয়, সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন সবকিছুর বিচার হয়। নেটিজেনরা এখন অসীম ক্ষমতাধর। লাইক, ডিসাইকের বাটনে টিপে এরা একটি সিনেমা বা গানকে সুপারফ্লপ বা সুপারহিট করে দিতে পারে। প্রধনমন্ত্রীর সম্প্রচারিত ভিডিওতে ডিসলাইকের পাল্লা ভারি করে সরকারের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলতেও সক্ষম। নেটিজেনদের প্রতিক্রিয়া সরকারের নীতি নির্ধারণে ছাপ ফেলছে। তাই ক্রমশ সোশ্যাল মিডিয়া গণতন্ত্রে পঞ্চম স্তম্ভ হিসেবে উঠে আসছে। তাই সরকার মিডিয়া ছেড়ে সোশ্যাল মিডিয়ার কণ্ঠরোধে বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছে। ডিজিটাল মিডিয়ার উপর রাশ টানা প্রয়োজন বলে সুপ্রিম কোর্টকে মতামত জানিয়েছে কেন্দ্র সরকার। এখন প্রশ্ন হল, সংবাদমাধ্যমের প্রতি জনগণের এত অভিযোগ কেন? সব সামাজিক ও গণতান্ত্রিক দায় দায়িত্ব পালনের দায় কি শুধু সংবাদমাধ্যমের? স্বাধীন সংবাদমাধ্যমকে বলা হয় গণতন্ত্রে চতুর্থ স্তম্ভ। একটি দেশের আইন পরিষদ, বিচার বিভাগও নির্বাহী কটি স্তম্ভের আবার নিজস্ব কিছু নীতিমালা আছে। সে নীতিমালাল মেনে চলার প্রধান দায়িত্ব এ স্তম্ভগুলো যাদের হেফাজতে আছে তাদের। চতুর্থ স্তম্ভ হল সংবাদমাধ্যম। তাদের কাজ হল সরকারকে প্রশাসনকে প্রশ্ন করা তাদের বুল সমাজের সামনে আনা। বালে াকাজও মানুষের সামনে আনা। সেই প্রশ্ন করার অধিকার তাদের সংবিদান দিয়েছে। বিচার বিভাগও সংবাদমাধ্যম বাদ দিয়ে বাকি যে দুটি স্তম্ভের কার্যপ্রণালী নিয়ে মানুষ নির্লিপ্ত। কাজেই মানুষের যত রাগ ওই মিডিয়ার বিরুদ্ধে। এত ক্ষোভ কারও ওপর তো প্রকাশ করেত হবে। তাই মিডিয়ার উপর সব গা সওয়া হয়ে গেছে। ভোট প্রয়োগের ক্ষমতা প্রয়োগ করে সরকার পাল্টানো যায়, কিন্তু তাতেও লাভ কিছু হয় না। বিচার বিভাগ নিয়ে তো কোনও প্রশ্ন করাই যাবে না। শাস্ত্রমতে চললে, ব্রহ্ম'র উপরে অনাস্থ জ্ঞাপন করা যায় না। আর গণতন্ত্রে বিচারবিভাগের উপর অনাস্থা জ্ঞাপন করা যায় না। প্রশান্ত ভূষণের ঘটনা তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

> লকডাউন থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত প্রিন্ট মিডিয়া নীলকণ্ঠের ভূমিকায়। চরম অস্তিত্বের সংকটের মধ্যে থেকেও সংবাদপত্রগুলো নিজের সমস্যা ও দুর্দশার কথা না লিখে, সমাজের দুর্দশার কথাই লিখে চলেছে। মনে রাখতে হবে,মিডিয়া জনগণকে জোর করে কিছু খাওয়াচ্ছে না। বরং জনগণ যেটা খেতে চাইছে, সেটাই মিডিয়া খাওয়াচ্ছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যা দেখাচ্ছে এমন একটি চ্যানেল না দেখে, যদি রিয়া চক্রবর্তীর খবর দেখানো চ্যানেল দেখেন, তাহলে অস্তিত্ব বাজায় রাখার তাগিদে, সব চ্যানেলই একসময় শুধু রিয়া চক্রবর্তীর খবরই দেখাবে।

হতাশা ঝোড়ে দিয়ে মানুষ কিছুটা হলেও শান্তি পায়। গণতন্ত্রে অন্য স্তম্ভগুলো দুর্বল আর একমাত্র মিডিয়া নামক স্তম্ভটি ঋজু থেকে গণতন্ত্রকে রক্ষা করবে, এই ধারণা পরিত্যাগ করাই বাস্তবসম্মত। মিডিয়াও এখন বাজারে চরম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। প্রিন্ট মিডিয়ার পাশাপাশি অসংখ্য ইলেট্রনিক মিডিয়া। কাজেই নিজের পছন্দে রান্না করে খবর পরিবেশন করার উপায় নেই, এখন পাঠক ও দর্শকদের টেস্টে ও পছন্দ বুঝে সেই ধরনের খবর পরিবেশন করতে হয়। যে সব চ্যানেলে রিয়া চক্রবর্তীকে নিয়ে খাপ পঞ্চায়েত বসছে, তাদের টি আর পি আকাশচুম্বী। যেসব সংবাদপত্র রিয়াকে নিয়ে কেচ্ছা লিখছে, তাদের বিক্রি বেশি। আর যে সব চ্যানেল অর্থনীতির বেহাল অবস্থা নিয়ে আলোচনা করছে তাদের টি আর পি কহতব্য নয়। টিআরপি-র উপর নির্ভর করেই জোটে বিজ্ঞাপন। চতুর্থ স্তরে নীতিমালা আঁকড়ে থাকলে অস্তিত্ব সংকট। জনগণ দেখতে চাইবে কেচ্ছা, পড়তে চাইবে কেচ্ছা আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেদের প্রগতিশীল ও দায়িত্ববান নাগরিক প্রমাণ করার তাগিদে, এই কেচ্ছা সংবাদ পরিবেশনের জন্য মিডিয়ার পিড়িড চটকাব। এটা কি দ্বিচারিতা নয়? মিডিয়ার একটা অংশ বিক্রি হয়ে গেছে এচা সত্যি। কিন্তু সেই সব বিক্রি হয়ে যাওয়া মিডিয়া যখন সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা বলছে না, তাদের বয়কট করলেই তো হয়। কিন্তু বাস্তবে সেইসব চ্যানেলের জনপ্রিয়াত বেশি। কাজেই দোষ শুধু মিডিয়ার নয়, দোষ জনগণেরও অর্থাৎ তুমি কি ভাবে বেঁচে আছ, আমি দেখব না। কিন্তু তোমাকে তোমার দায়িত্বে অবিচল থাকতে হবে। লকডাউন থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত প্রিন্ট মিডিয়া নীলকণ্ঠের ভূমিকায়। চরম অস্তিত্বের সংকটের মধ্যে থেকেও সংবাদপত্রগুলো নিজের সমস্যা ও দুর্দশার কথা না লিখে সমাজের দুর্দশার কথাই লিখে চলেছে। মনে রাখতে হবে, মিডিয়া জনগণকে জোর করে কিছু খাওয়াচ্ছে না। বরং জনগণ যেটা খেতে চাইছে সেটাই মিডিয়া খাওয়াচ্ছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যা দেখাচ্ছে এমন একটি চ্যানেল না দেখে যদি রিয়া চক্রবর্তীর খবর দেখানো চ্যানেল দেখেন, তাহলে অস্তিত্ব বজায় রাখার তাগিদে, সব চ্যানেলই একসময় শুধু রিয়া চক্রবর্তীর খবরই দেখাবে। মনে রাখতে হবে বর্তমান সময়ে মিডিয়ার অস্তিত্বও বাজার নির্ভর। মিডিয়া কোনও বিমূর্ত বিবেক নয়। মিডিয়ার সঙ্গে যুক্ত লোকদেরও খিদে পায়, ব্যাঙ্কের ইএমআই মেটাতে হয়, সংসার খরচ লাগে। খালি পেটে গণতন্ত্রে বার কি করে বইবে? কাজেই গণতন্ত্রে চতুর্থ স্তম্ভকে মজবুত করতে হলে জনগণকেই সদর্থক ভূমিকা পালন করতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়া নামক পঞ্চম স্তম্ভে বসেখাপ পঞ্চায়েত খুলি নিউজ মিডিয়ার বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়া ট্রায়াল করা আর নিউজ মিডিয়াকে গালমন্দ করে হতাশা প্রকাশ অর্থহীন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার আগরতলায় শহীদ ভগৎ সিং এর ১১৪তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

পাথারকান্দির সেপেনজুরি বাগানে প্রস্তাবিত মেগা ফুডপার্কের জমি হস্তান্তর

পাথারকান্দি (অসম), ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কংগ্রেসি নেতা, মন্ত্রী ও বিধায়কদের মতো অসদুপায়ে হাজার হাজার বিঘা সরকারি জমি জবরদখল করে রবার ও ফিশারির ব্যবসায় জড়িত না হয়ে বিজেপি সরকার চায় স্থানীয় যুবক-যুবতীদের সঠিক কর্মসংস্থানের দ্বারা এলাকার সার্বিক উন্নয়ন। আর সেই স্বপ্ন পূরণে দিনরাত এক করে কাজ করে চলেকছে বর্তমান ক্ষমতাসীন দল বিজেপি। পূর্ব ঘোষিত সূচি অনুযায়ী আজ সোমবার পাথারকান্দির সেপেনজুরি চা বাগানে প্রস্তাবিত মেগা ফুড পার্ক ও ইন্টিগ্রেটেড কোল্ড চেইন স্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত জমি হস্তান্তর আনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে এই কথাগুলি বলেছেন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল।

আজ জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন পদাধিকারীর উপস্থিতিতে মোট ১৬৫ বিঘা জমি আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে। মহিলাদের উলুধ্বনী এবং পুরুষদের মুহুর্মুহু জয়ধ্বনীর মাধ্যমে শুরু হয় জমি হস্তান্তর উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভা। আজকের দিনকে এলাকার একটি ঐতিহাসিক দিন বলে আখ্যা দিয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক। তিনি বলেন, রাজ্যে সর্বানন্দ সরকারের আমলে সীমান্ত জেলার পাথারকান্দি এলাকায় এ ধরনের একটি বৃহৎ শিল্পোদ্যোগ আগামীদিনে একদিকে যেমন জেলার পাঁচ থেকে সাত হাজার বেকারের কর্মসংস্থানে সহায়ক হবে অন্যদিকে এতে এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়নের পরিকাঠামো আরও সুদৃঢ় হবে।

করিমগঞ্জের জেলাশাসক আনবামুথান এমপির পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত আজকের জমকালো সভায় হাজারো জনতার সামনে বিধায়ক ছাড়াও বক্তব্য পেশ করেছেন এআইডিসি চেয়ারম্যান তথা উত্তর করিমগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক মিশনরঞ্জন দাস। তিনিও তাঁর বক্তব্যে আজকের দিনটিকে তাঁর জীবনের একটি স্মরণীয় দিন বলে উল্লেখ করেন। মিশন দাস বলেন, আগামীদিনে আমাদের জেলায় প্রথম এই বৃহৎ শিল্পোদ্যেগ স্থাপনে এই অঞ্চলের কৃষকরা এখন থেকে তাঁদের পরিশ্রমে উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পাবেন। তিনি একে বিজেপি সরকারের এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলেও দাবি করেছেন।

আজ করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সরকারি বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই ইন্টিগ্রেটেড কোল্ড চেইন ও মেগা ফুড পার্ক পার্কের জন্য নির্ধারিত জমি হস্তান্তর করা হয় এআইডিসির কাছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই এখানে ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন এআইডিসির চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাস। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেছেন জেলাশাসক আনবামুথান এমপি, জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ধ্রুবজ্যোতি দেব, পাথারকান্দির সার্কল অফিসার জনাথন ভাইপেই, ভারতীয় জনতা পার্টির রাষ্ট্রীয় পরিষদের সমদ্য মুন স্বর্ণকার, চাঁদখিরা জেলা পরিষদ সদস্যা তথা করিমগঞ্জ জেলা পরিষদের সহ-সভানেত্রী বিমলারানি শুক্লবৈদ্য লোয়াইরপোয়া ব্লক মণ্ডল বিজেপি সভাপতি হৃষিকেশ নন্দি প্রমুখ।

৩ অক্টোবর অটল টানেলের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.): আগামী ৩ অক্টোবর শনিবার অটল রোহতাং টানেলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সশরীরে মানালি এসে অতি গুরুত্বপূর্ণ এই টানেলের উদ্বোধন করবেন তিনি। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী জয় রাম ঠাকুর জানিয়েছেন, এই টানেল উদ্বোধন করতে আগামী ৩ অক্টোবর শনিবার হিমাচল প্রদেশে আসবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষে করোনা বিধি মানা হবে। ২০০ জনের মতন লোক এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০ হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত এই টানেলের গুরুত্ব অপরিসীম। এই টানেল ৯.২ কিলোমিটার বিস্তৃত। হিমাচল প্রদেশ থেকে সহজেই দ্রুততার সঙ্গে এই টানেলের মাধ্যমে লাদাখে পৌঁছে যাওয়া যাবে। উল্লেখ করা যেতে ২০০২ সালে অটল বিহারী বাজপেয়ী নিজে এই টানেলের শিলান্যাস করেছিলেন।

২০১০ সালে তৎকালীন ইউপিএ সরকারের চেয়ারপারসন সোনিয়া গান্ধী এই টানেল নির্মাণের জন্য ভূমি পূজা করেছিলেন। কার্যত আঠারো বছর পরে টানেলটি নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হল। টানেল এর মধ্যে সিসিটিভি ক্যামেরা থেকে শুরু করে টেলিফোন ব্যবস্থা এবং অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা মতন অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। এর মাধ্যমে সহজেই সেনাবাহিনীকে পূর্ব লাদাখের দিকে মোতায়ন করা যাবে।

জাতীয় লজ্জায় পরিণত হয়েছে কংগ্রেস, দাবি প্রকাশ জাভরেকরের

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.): কেন্দ্রের নতুন কৃষি আইনের বিরুদ্ধে দিল্লির ইন্ডিয়া গেট এর সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন চলাকালীন একটি ট্রাক্টর পুড়িয়ে দেয় যুব কংগ্রেসের কর্মীরা। এই প্রসঙ্গে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আক্রমণও শানালেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকর।

সোমবার প্রকাশ জাভরেকর জানিয়েছেন, গোটা দেশের কাছে লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে কংগ্রেস। রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কৃষকদের বিভ্রান্ত করে চলেছে কংগ্রেস। মানুষ বরাবর শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শন দেখে অভ্যস্ত। কিন্তু কংগ্রেস ট্রাকে করে ট্রাক্টর ইন ইন্ডিয়া গেটের সামনে সেটিকে পোড়ায়। গোটাটাই তাদের নাটক। বিজেপির তরফ থেকে এই ঘটনার তীব্র সমালোচনা করা হচ্ছে। কংগ্রেসের মুখোশ খসে পড়েছে। কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকাকালীন সময় মনমোহন সিং সরকার কৃষি ক্ষেত্রে সংস্কারের পক্ষে পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। কিন্তু এখন কংগ্রেস সেই পথ থেকে সরে এসেছে। কংগ্রেস তার দ্বিমুখী নীতি চালাচ্ছে সর্বত্র।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শরৎচন্দ্র সিংহের পূর্ণাবয়ব মূর্তি এবং 'কপোত নীড়' উন্মোচন করলেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ

ধুবড়ি (অসম), ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নিম্ন অসমের ধুবড়ি জেলার চাপরে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শরৎচন্দ্র সিংহের স্মৃতিতে নির্মিত স্মারক উদ্যান, প্রেক্ষাগৃহ এবং পুনঃসংস্কারিত তাঁর বসতবাড়ি 'কপোত নীড়'-এর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। পাশাপাশি ধুবড়ির রত্নপীঠ কলেজে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর একটি পূর্ণাবষব মূর্তিও উন্মোচন করেছেন তিনি।

আজ সোমবার এই সবের উদ্বোধন করে আযোজিত অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল বলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শরৎচন্দ্র সিংহ ছিলেন সততা, নিষ্ঠা এবং অনাড়ম্বর জীবনযাপনের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। এই নেতার জীবন এবং কর্মরাজি অধ্যায়ন করে সুনাগরিক হওয়ার জন্য নবপ্রজন্মকে আহ্বান জানিয়েছেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল। চাপর এলাকার ছাত্রছাত্রীদের কঠোর পরিশ্রম এবং অধ্যাবসায়ের মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্রের জীবনাদর্শকে অনুসরণ করে জীবনে সফলতার দিকে এগিয়ে যেতে আহ্বান জানান মুখমন্ত্রী সর্বানন্দ।

অনুষ্ঠানে উন্নয়নের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী জানান, উন্নয়নের জন্য রাজ্যের সব জেলাকে সমানভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে তাঁর সরকার। ধুবড়ি থেকে শদিয়ায় সম উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে। ধুবড়িতে মেডিক্যাল কলেজ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। রূপসী বিমানবন্দরে খুব শীঘ্রই বিমান অবতরণ করবে। নিয়মিত বিমান চলাচল হবে এই বিমানবন্দরে। এছাড়া দেশের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ সেতু ১৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ধুবড়ি-ফুলবাড়ি সংযোগী সেতু নির্মাণের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। যোগীঘোপায় রেললাইন নির্মাণ করা হয়েছে। কৃষকদের উৎপাদিত সামগ্রী আন্তর্জাতিক বাজারে রফতানি করতে কার্গো বিমান পরিষেবা চালু করা হয়েছে।

এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাংসদ প্রদান বরুয়া, বিধায়ক অশোক কুমার সিংহী, বিধায়ক অশ্বিনী রায় সরকার, অসম পর্যটন উন্নয়ন নিগমের অধ্যক্ষ জয়ন্তমল্ল বরুয়া এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শরৎচন্দ্র সিংহের পরিবারিক সদস্য অরুণ কুমার সিংহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমির দুইটি আন্ডারপাসের শিলান্যাস করলেন রাজনাথ সিং

দেহরাদুন, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.): উত্তরাখণ্ডের দেহরাদুনে ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমি দুইটি আন্ডারপাস নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। রাজধানী দিল্লিতে বসে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি। এই আন্ডারপাসগুলি নির্মিত হলে ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমি ক্যাম্পাসের উত্তর, মধ্য এবং দক্ষিণ পরিসরের মধ্যে যাতায়াত আরো সুগম এবং দ্রুত হবে।এই উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন সিডিএস বিপিন রাওয়াত, সেনাপ্রধান মনোজ মুকুন্দ নারওয়ানে, সেনা প্রশিক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত জেওসি ইন কমান্ড লেফটেনেন্ট জেনারেল রাজ শুক্লা, মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত, মুখ্য সচিব ওম প্রকাশ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। জানা গিয়েছে এই দুটি আন্ডারপাস ৪৫ কোটি টাকা খরচ করে তৈরি করা হবে।

শ্রীলঙ্কা সফর বাতিলের ঘোষণা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের

ঢাকা, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের শ্রীলঙ্কায় পৌঁছনোর পরে কোয়ারেন্টাইনে থাকা নিয়ে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে মতান্তরের জেরে শ্রীলঙ্কা সফর বাতিলের কথা ঘোষণা করল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের শ্রীলঙ্কা সফর বাতিলের কথা ঘোষণা করেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়ানশিপের অঙ্গ হিসেবে তিনটি টেস্ট ম্যাচ খেলতে চলতি মাসের শেষেই কলম্বোয় উড়ে যাওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের। কিন্তু ওই সফর নিয়ে গত মাস খানেকের বেশি সময় ধরে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের স্নায়ুযুদ্ধ চলছিল। শ্রীলঙ্কায় টাইগারদের পৌঁছনোর পরে কোয়ারেন্টাইনে থাকা নিয়ে বিরোধের সূত্রপাত। ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইন মানা সম্ভব নয় বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন বিসিবি। কিন্তু কোয়ারেন্টাইনের দিনক্ষণ কমাতে রাজি হয়নি শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড। এদিন বিসিবির পরিচালকদের বৈঠকেই জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের শ্রীলঙ্কা সফর বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন বলেন, 'শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড সফরের বিধি-নিষেধ নিয়ে একটি শর্ত পাঠিয়েছিল। আমরা তা পর্যালোচনা করে দেখেছি। সেখানে উল্লেখিত ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইনে থেকে সফর করা যে সম্ভব নয়, যা ওদের জানিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে আমাদের জানানো হয়, সরকারের নিয়ম অনুযায়ী ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইন মেনে চলা বাধ্যতামূলক। এই মুহূর্তে ১৪ দিন কোয়ারেন্টাইনে থেকে সফর করা সম্ভব না। লম্বা কোয়ারেন্টাইন শেষে ক্রিকেট খেলার জন্য ক্রিকেটারদের মানসিক অবস্থা থাকবে না। আর তাই আমরা এখন সফরে যেতে রাজি নই। পরিস্থিতি যখন ভাল হবে তখন আমরা নতুন করে সফর নিয়ে ভাবব।'

২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৩,১৫৫ জন

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি স): করোনা কাঁটায় নাজেহাল শহর। যত সময় বাড়ছে ততোই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। এরই মাঝে গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩,১৫৫ জন। সোমবার স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিনে এমনটাই জানানো হয়েছে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিনের মাধ্যমে আরও জানা যাচ্ছে ,গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হলেন ৩,১৫৫ জন। ফলে রাজ্যে সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২,৫০,৫৮০ জন। একদিনে করোনাকে হারিয়ে বাড়ি ফিরেছেন ২,৯২৩। মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ২,১৯,৮৪৪ জন। সংক্রমিতের নিরিখে এখনও পর্যন্ত ৮৭.৭৩ শতাংশ মানুষ করোনাকে হারিয়ে সুস্থভাবে বাড়ি ফিরেছেন। নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ৫৬ জনের। রাজ্যে মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৪,৮৩৭। এই মুহূর্তে বাংলায় কোভিড-১৯ সক্রিয় রয়েছে ২৫,৮৯৯ জনের শরীরে। রাজ্যে মোট ৩১,৩৯,৯৩৪ টি করোনা ভাইরাসের পরীক্ষা করা হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৪১,২৮১ স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে করোনার।

নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা, লালঘরে অভিযুক্ত

লেখাপানি (অসম), ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নাবালিকাকে ধর্ষণ করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে জেলে যেতে হয়েছে এক ব্যক্তিকে। ঘটনাটি ঘটেছে উজান অসমের তিনসুকিয়া জেলার মার্ঘেরিটা মহকুমার জাগুনের ৮ মাইল এলাকায়। ধৃতকে জনৈক মুহিবুর রহমান বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

সোমবার লেখাপানি থানার পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে জানা গেছে, বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে নাবালিকাকে ধর্ষণ করতে উদ্যত হয়েছিল অভিযুক্ত মহিবুর রহমান। নাবালিকার চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পেয়ে আশপাশের মানুষ জমায়েত হয়ে মেয়েটিকে তাদের ঘর থেকে উদ্ধার করেন। অভিযুক্তকে ধরে তাঁরাই স্থানীয় পুলিশের কাছে সমঝে দেন। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে লেখাপানি পুলিশ ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৪৭, ৩৫৪ (এ), ৩৭৬ ধারার অধীনে এক মামলা দায়ের করা হয়েছে। এদিকে ধৃত মুহিবুরের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে সে। তার কথায়, নাবালিকা কিশোরীর বাড়িতে তার টাকা পাওনা ছিল। তাই সে পাওনা টাকা নিতে এসেছিল। টাকা ফেরত নিতে এসেছে বলেই তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তোলা হয়েছে, সংবাদ মাধ্যমের কাছে বলেছে মহিবুর। পুলিশ অবশ্য ঘটনার তদন্তে নেমেছে। আজ তাকে মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছিল। আদালত বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে মহিবুর রহমানকে।

কিশোরের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য গাজোলে

গাজোল, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মালদার গাজোল ব্লকের শংকরপুর এলাকার মায়ের কাছে বকুনি খেয়ে অভিমানে আত্মঘাতী হল এক কিশোর। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে। পরিবার ও হাসপাতাল সূত্রে খবর, মৃত কিশোরের নাম নয়ন চৌহান(১১)। গাজোল হাজী নাকু মহম্মদ হাই স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ত ওই কিশোর।পরিবার সূত্রে খবর, এদিন তার মা তাকে দোকানে কিছু সামগ্রী কিনতে পাঠায়। দোকান থেকে সামগ্রী কিনে ফিরে এলে তার মা তাকে বকাবকি করে। মায়ের কাছে বকুনি খেয়ে অভিমানে ছাদের ঘরে গিয়ে দিদির ওড়না দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়। তার দিদি দেখতে পেয়ে চেঁচামেচি শুরু করলে পরিবারের সকলে ছুটে আসে। সকলে এসে দেখতে পায় গলায় ওড়না দিয়ে ঝুলে আছে কিশোর। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে গাজোল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান।কিন্তু, কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এদিন তার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বিশ্বে করোনাভাইরাসে মৃতের সংখ্যা ১০ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে

নিউইয়র্ক, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.): বিশ্বে করোনাভা ইরাসে মৃতের সংখ্যা ১০ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। এপর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩.৩৩ কোটির বেশি মানুষ। আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়ার্লওমিটারসের ওয়েবসাইট বলছে, সোমবার বেলা ১১টা পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে ৩ কোটি ৩৩ লাখ ৭ হাজার ৫৭৭ জনের দেহে। আক্রান্তদের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন প্রায় ২ কোটি ৪৬ লাখ ৩৮ হাজার ৪৮২ জন। আর মৃত্যু হয়েছে ১০ লাখ ২ হাজার ৪০২ জনের।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীনের উহানে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। চলতি বছরের ১১ জানুয়ারি করোনায় প্রথম মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। চলতি বছরের ১১ মার্চ করোনাকে বৈশ্বিক মহামারী ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

করোনায় বিশ্বে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দেশটিতে করোনায় মোট মারা যাওয়া মানুষের সংখ্যা সম্প্রতি ২ লাখ ১০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় সংক্রমিত শনাক্ত মানুষের সংখ্যা ৭৩ লাখ ২১ হাজার ছাড়িয়েছে।

সংক্রমণে দ্বিতীয় আর মৃত্যুতে তৃতীয় অবস্থানে থাকা ভারতে শনাক্ত ৬০ লাখ ৭৩ হাজার ছাড়িয়েছে। মারা গেছেন ৯৫ হাজার ৫শর বেশি মানুষ।

মৃত্যুতে দ্বিতীয় আর সংক্রমণে তৃতীয় অবস্থানে থাকা ব্রাজিলে ৪৭ লাখ ৩২ হাজার ছাড়িয়েছে। এখন পর্যন্ত মারা গেছেন ১ লাখ ৪১ হাজার ৭৭৬ জন।

এদিকে শীত মৌসুম আসতেই উত্তর গোলার্ধে বিশেষ করে ইউরোপের দেশগুলোতে করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ (সেকেন্ড ওয়েভ) শুরু হয়েছে। সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে লকডাউনসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে দেশগুলো।-

প্রয়াত অসমের প্রথম ও একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী আনোয়ারা তাইমুর

গুয়াহাটি, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসমের প্রথম এবং একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী সৈয়দা আনোয়ারা তাইমুরের জীবনাবসান ঘটেছে। সোমবার অস্ট্রেলিয়ায় রাজ্যের বলিষ্ঠ রাজনৈতিক নেত্রী আনোয়ারা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

চারবারের বিধায়ক তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, রাজ্যের অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, বিধানসভায় কংগ্রেসের দলপতি দেবব্রত শইকিয়া, বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস, এআইইউডিএফ-প্রধান বদরউদ্দিন আজমল, অগপ সভাপতি অতুল বরা, কংগ্রেসের অসম প্রদেশ সভাপতি রিপুন বরা সহ বহু দল এবং সংগঠনের পদাধিকারীরা শোক ব্যক্ত করে প্রয়াতার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি তাঁদের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

গত প্রায় চার বছর ধরে রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে তিনি তাঁর ছেলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস করছিলেন। তিনি বেশ কিছুদিন থেকে বুকে ব্যথা সহ শারীরিক নানা সমস্যায় ভুগছিলেন। তবে আজ তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, অসমের রাজনীতির ক্ষেত্রে সৈয়দা আনোয়ারা তাইমুর একজন সম্মানীত নেত্রী ছিলেন। ১৯৮০ সালের ৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৮১ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত স্বল্পদিনের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। এছাড়া ১৯৮৩ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত তিনি অসমের পূর্তমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। ১৯৭২ সালে তিনি দলগাঁও কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের টিকিটে প্রথম বিধায়ক নির্বাচিত হন। এর পর একই আসনে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে ১৯৭৮, ১৯৮৩ এবং ১৯৯১ সালে নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে বিধায়ক হয়েছিলেন। ১৯৮৮ সালে রাজ্যসভার সদস্যও মনোনীত হয়েছিলেন তিনি। পরবর্তীতে কংগ্রেসের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় ২০১১ সালে আনোয়ারা যোগ দেন বদরউদ্দিন আজমলের এআইইউডিএফ-এ।

সোমবার কাছাড়ে করোনায় সংক্রমিত নতুন ১৪০ জন, আক্রান্তের মোট সংখ্যা বেড়ে ৮৮৬২

শিলচর (অসম), ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সোমবার কাছাড় জেলায় করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত ১৪০ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৩১ জন রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট এবং ৯ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে আরটিপিসিআর টেস্ট করে। জেলা প্রশাসনের স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে, আজ জেলার স্কুল শিক্ষক, রাঁধুনি এবং সহকারী রাঁধুনিদের নিয়ে ব্যাপক অভিযান চালানো হয়েছিল। এই অভিযান আরও দুদিন অর্থাৎ মঙ্গল এবং বুধবারও চলবে।

আজ মোট ৫,৮১৪ জনের রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হয়। যার মধ্যে ১৩১ পজিটিভ ধরা পড়েছে। টেস্টের তুলনায় পজিটিবের হার দুই শতাংশ। এ পর্যন্ত জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮,৮৬২। তবে স্বস্তির বিষয় হল আক্রান্তের হার ৮ থেকে ২ শতাংশে নেমেছে।

এদিকে আজ শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আরও এক জনের মৃত্যু হয়েছে। তিনি কাছাড় জেলার বাসিন্দা। শিলচর মেডিকেল কলেজের উপাধ্যক্ষ ডা. ভাস্কর গুপ্ত জানিয়েছেন, বর্তমানে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ১১৭ জন করোনা আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা চলছে। তাঁদের মধ্যে ২২ জন রোগী আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন। ১৬ জন আইসিইউ-তে এবং দু জন ডেন্টিলেশনে আছেন। এছাড়া ৬ জন রোগীকে অক্সিজেন সাপোর্টে রাখা হয়েছে। এখন পর্যন্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ১৭৭ জন প্লাজমা দান করেছেন। এ থেকে ৩২৯ জন রোগীকে প্লাজমা দেওয়া হয়েছে।

আকাশ থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য প্রথম রকেট উদ্বোধন করল ইরান

তেহরান, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.): আকাশ থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য প্রথম গাইডেড রকেট উদ্বোধন করেছে ইরান। সোমবার ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী আইআরজিসির অ্যারোস্পেস বিভাগের স্থানী প্রদর্শনীতে এই গাইডেড রকেটের আবরণ উন্মোচন করা হয়। ইরান জানিয়েছে, প্রতিরক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে বিভিন্ন সমরাস্ত্রের উদ্বোধন ও প্রদর্শন করা হচ্ছে দেশটিতে। এদিন নতুন ধরণের একটি বোমা ও 'অযেরাখ' নামের একটি ক্ষেপণাস্ত্রও উন্মোচন করা হয়।

ছয়ের পাতায়

বাংলাদেশে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ১ হাজার ৪০৭ জন

ঢাকা, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.): বাংলাদেশে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ১ হাজার ৪০৭ জন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ৩ লাখ ৬০ হাজার ৫৫৫ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় সেদেশে আরও ৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত। এ নিয়ে দেশে মোট ৫ হাজার ১৯৩ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

সোমবার বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদফতরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ১১ হাজার ২৮৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। যার মধ্যে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১ হাজার ৪০৭ জন। গত ২৪ ঘণ্টার পরীক্ষা করা নমুনার ১১ দশমিক ৮০ শতাংশের মধ্যে করোনা শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ৩ লাখ ৬০ হাজার ৫৫৫ জন। এদিকে, গত ২৪ ঘণ্টায় সেদেশে আরও ৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে করোনা আক্রান্ত। এ নিয়ে দেশে মোট ৫ হাজার ১৯৩ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন। এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৫৮২ জন এবং মোট সুস্থ ২ লাখ ৭২ হাজার ৭৩ জন। এ পর্যন্ত মোট নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ১৯ লাখ ২১ হাজার ৩৮২ জনের।

ছয়ের পাতায়

সোমবার আগরতলায় আশা কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিশুদের ক্রিমির উষধ প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ফ্লপ সিনেমা কারিনাকে দিয়েছে জীবনসঙ্গী

এক ফুঁয়ে ৪০টি মোমবাতি নিভিয়ে জন্মদিনের কেক কেটেছেন বলিউড তারকা কারিনা কাপুর। মিলিয়ে নিয়েছেন ২০ বছরের ক্যারিয়ারের পাওয়া না—পাওয়াগুলো। বলিউড তাঁকে দিয়েছে খ্যাতি ও খ্যাতিমান এক বর।ইদানীং সেসব নিয়ে গণমাধ্যমে কথা বলেছেন তিনি।

সম্প্রতি কারিনা কথা বলেছেন বিবিসি এশিয়া নেটওয়ার্কের সঙ্গে। ২০ বছরের ক্যারিয়ারের সারমর্ম আর ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি বলেন, 'উত্থান ছিল, পতন ছিল। দুই জায়গা থেকে শিখেই আমি আজকের "আমি" হয়েছি। ইচ্ছা আছে ক্যারিয়ারের ৫০ বছর পূর্তিতেও এভাবেই সাক্ষাৎকার দেব।'

স্মৃতি হাতড়ে ২০০৮ সালে ফিরে কারিনা বলেন, 'ওই সময় আমি একই সঙ্গে জাব উই মেট আর তাশান সিনেমার শুটিং করছিলাম। জাব উই মেটের সেটে গিয়ে ভাব নিয়ে বসে থাকতাম।ইমতিয়াজকে (পরিচালক ইমতিয়াজ আলী) শুনিয়ে শুনিয়ে বলতাম, আমি যশরাজের তাশান করছি। সেখানে আমার বিপরীতে আছে অক্ষয় কুমার আর সাইফ আলী খান। সেই সিনেমার গানে নাচার জন্য আমি এক বছর ধরে ডায়েট করছি, "সাইজ জিরো" ফিগার বানাচ্ছি। তাশান তো বছরের সেরা, দশকের সেরা ব্লকবাস্টার হিট করবে। আসলে গীত চরিত্রটা আমি তেমন মন দিয়ে করিনি। কিন্তু রিলিজের পর হইচই ফেলে দিল জাব উই মেট।আর তাশান সুপার ফ্লপ। গীত এখনো "পু"য়ের মতো (কাভি খুশি কাভি গম সিনেমায় কারিনার চরিত্র) বলিউডের সেরা দশ আইকনিক চরিত্রের একটি। পরে বুঝলাম, আমার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় অর্জন গীত।'

কারিনা আর তাঁর জীবনসঙ্গী সাইফ আলী খান একসঙ্গে যত সিনেমা করেছেন, সেসবের প্রায় সবই ফ্লপ। কুরবান, এজেন্ট বিনোদ, হ্যাপি এন্ডিং, তাশান, বোম্বে টকিংস, এলওসি কার্গিল। সেদিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, 'আমার হিট ছবিগুলো ক্যারিয়ার গড়ে দিয়েছে। আর ফ্লপ ছবি দিয়েছে জীবনসঙ্গী।'

২০১০ সালকে কারিনার অভিনয়জীবনের সেরা সময় উল্লেখ করে উপস্থাপক বলেন, ওই সময় তিনি শাহরুখের সঙ্গে রা ওয়ান, আমির খানের সঙ্গে থ্রি ইডিয়টস আর সালমান খানের সঙ্গে বডিগার্ড সিনেমা করেছিলেন। তখনকার কথা মনে করিয়ে দিতেই ভুল শুধরে কারিনা বলেন, 'একজন বাদ পড়ল। ওই সময় আমি সাইফ আলী খানের সঙ্গে এজেন্ট বিনোদও করেছি।' কারিনা আরও জানান, তালাশ সিনেমার মুখ্য ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য সাইফ আলী খানের কাছে প্রস্তাব এসেছিল। কিন্তু সাইফ রাজি হননি। তারপর আমির খান ছবিটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে কারিনাকে সিমরন চরিত্রের জন্য প্রস্তাব দেন। আর ২০ বছর পর পেছনে ফিরে তাকালে চামেলি, থ্রি ইডিয়টস, হিরোইন, রিফিউজি, ওমকারার সঙ্গে তালাশ সিনেমার এই চরিত্রও ক্যারিয়ারের হাইলাইটস হিসেবে ভেসে ওঠে কারিনার চোখের সামনে।

প্রযোজকদের অনুরোধে মন গলেনি মালাইকার

ভারতের মহারাষ্ট্র সরকার সব রকম সুরক্ষা বজায় রেখে শুটিংয়ের অনুমতি দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু অনেক টেলিভিশন তারকা মোটেও শুটিং ফ্লোরে যেতে চাইছেন না। তবে এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী বলিউড তারকা 'ছাইয়া ছাইয়া'খ্যাত মালাইকা অরোরা। জানা গেছে, ২৭ জুন থেকে শুটিং শুরু করবেন তিনি। আর এই করোনাকালে বলিউড তারকা হিসেবে তিনিই প্রথম শুটিং শুরু করতে যাচ্ছেন। লকডাউনের কারণে দীর্ঘ সময় ধরে বিনোদনজগৎ পুরোপুরি বন্ধ। তবে লকডাউনের আড়মোড়া ভেঙে ধীরে ধীরে বিভিন্ন টেলিভিশন ধারাবাহিকের শুটিং শুরু হতে চলেছে। ইতিমধ্যে জানা গেছে, ভারতের সনি চ্যানেলে নাচের জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো 'ইন্ডিয়াজ বেস্ট ড্যান্সার'-এর শুটিং শুরু হতে চলেছে।এই নাচের প্রতিযোগিতায় মালাইকা অরোরাকে বিচারকের ভূমিকায় দেখা যায়। এই করোনাকালে মালাইকার মতো বড় তারকা শুটিং শুরু করতে রাজি হবেন কি না, এ নিয়ে দ্বিধায় ছিল চ্যানেল কর্তৃপক্ষ। তবে মালাইকা শুটিং শুরু করতে রীতিমতো উৎসাহী। সেটে ফিরতে তাঁর আর তর হইছে না। এদিকে 'ইন্ডিয়াজ বেস্ট ড্যান্সার'-এর অপর দুই বিচারক গীতা কাপুর ও টরেন্সের সঙ্গে চ্যানেলের কথাবার্তা চলছে। এখনো তাঁরা নিশ্চিতভাবে কিছু জানাননি।করোনার কারণে টেলিভিশন দুনিয়া প্রবল আর্থিক ক্ষতির ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। তাই টেলিভিশন প্রযোজকেরা অভিনেতাদের পারিশ্রমিক কাটার দাবি করেছিলেন। মালাইকার কাছে এ ধরনের প্রস্তাব রাখা হলে তিনি তা নাকচ করেন। খবর অনুযায়ী, রিয়েলিটি শোটির প্রযোজক মালাইকার পারিশ্রমিক কম করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। কিন্তু এই বলিউড তারকা মন গলেনি। তিনি পারিশ্রমিক কমাতে নারাজ। এ ব্যাপারে তাই আর বিশেষ কথাবার্তা বাড়ায়নি প্রযোজনা সংস্থা। কারণ, করোনাকালেও মালাইকা আবার শুটিং শুরু করতে রাজি হয়েছেন, তাতেই তারা অত্যন্ত খুশি।

শহিদের রান্না খেয়ে মুগ্ধ তাঁর স্ত্রী

কথায় বলে, কারও হৃদয়ে ঢোকার সহজ পদ্ধতি নাকি পাকস্থলী। অর্থাৎ, মানুষটাকে ভালো খাওয়ান, তিনি ঠিকই তাঁর হৃদয়ে আপনার জন্য জায়গা খালি করতে বাধ্য। বলিউড তারকা শহিদ কাপুরও তাই করলেন। স্ত্রীর জন্য রান্না করলেন পাস্তা। আর স্ত্রী মীরা রাজপুত যে খুশিতে বাগবাগ, তা তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিই বলে দিচ্ছে।

২০১৫ সালের ৭ জুলাই বিয়ের পর গত পাঁচ বছরে মীরা রাজপুতের মহাব্যস্ত তারকা জীবনসঙ্গী এই কোয়ারেন্টিনে স্ত্রীর জন্য রান্নার সময় বের করেছেন। পাস্তা রেঁধেছেন। সেই পাস্তার ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে মীরা লিখেছেন, 'পাঁচ বছরে এই প্রথম আমার জীবনসঙ্গী পাস্তা রাঁধল। আর বিশ্বাস করুন, এটিই আমার জীবনে খাওয়া সেরা পাস্তা।' হ্যাশট্যাগে নো বায়াস লিখে এ—ও জানিয়েছেন, নিজের জীবনসঙ্গী বলে পক্ষ নিয়ে সাফাই গাচ্ছেন না। সত্যিই বড় পর্দার এই 'কবির সিং'—এর রান্না খেয়ে তিনি মুগ্ধ। ১৪ বছর বয়সের পার্থক্যকে কাঁচকলা দেখিয়ে দিব্যি দুই সন্তান মিশা ও জৈনকে নিয়ে সুখের ঘর করছেন বলিউড তারকা শহিদ কাপুর ও মীরা রাজপুত। লকডাউন শুরুর আগে শহিদ কাপুর 'জার্সি' সিনেমার শুটিংয়ে ব্যস্ত ছিলেন। ব্যাট হাতে খেলতে গিয়ে মুখে মারাত্মক আঘাতও পান। মুখে ১৭টি সেলাই নিয়ে মাস্ক দিয়ে ঢেকে যতটা সম্ভব আলোকচিত্রীদের থেকে নিজেকে আড়াল করে বাড়ি ফিরেছিলেন। তারপর দ্রুত সুস্থ হয়ে নিজেই জানিয়েছেন সেই খবর। এর মধ্যেই সারা বিশ্বে শুরু হলো করোনার হানা। বাদ গেল না ভারতও। আর লকডাউন যেন আশীর্বাদ হয়ে এসেছে ২৫ বছর বয়সী স্ত্রী মীরার জীবনে। শহিদ কাপুর ও মীরা রাজপুত। ছবি: ইনস্টাগ্রাম।

'শহিদের সময় নেই'এটাই ছিল গত পাঁচ বছরে তাঁর সবচেয়ে বড় অভিযোগ। আর এখন শহীদ কাপুর নিয়মিত প্যানকেক বানিয়ে খাওয়াচ্ছেন।

মীরা পায়ের ওপর পা তুলে বসে সেই প্যানকেকের জন্য অপেক্ষারত ছবিও পোস্ট করেছেন ইনস্টাগ্রামে। থালাবাটিও নাকি ধুচ্ছেন শহিদ। লকডাউনে যে এগুলো করবেন, প্রথমেই ভক্তদের সেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'ঘরে থেকে ঘরের কাজ করুন। পরিবারকে সময় দিন। লকডাউন হোক আপনার জীবনের সেরা সময়।'

১৬ বছর পর বাঙালি অভিনেতার বাংলায় অভিনয়

১৬ বছর পর বাঙালি অভিনেতার বাংলায় অভিনয় সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা দেখে সেলুলয়েডের দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ বাড়ে। এরপর রজনীকান্ত, অমিতাভ বচ্চনের প্রতি মুগ্ধতা তাঁকে টেনে আনে বলিউডে। বলছি ওয়েব সিরিজ "পাতাল লোক"-এর "হাথোড়া ত্যাগী"র কথা। বেশ আলোচিত হয়েছে সিরিজটি এবং এই চরিত্রের অভিনেতা অভিষেক ব্যানার্জি। সম্প্রতি তাঁকে দেখা গেছে আরেক আলোচিত ওয়েব সিরিজ "কালী"র দ্বিতীয় সিজনে। বাঙালি ছেলে অভিষেক এই সিরিজে এবারই প্রথম বাংলা ভাষায় অভিনয় করলেন। তাঁর নতুন কাজ, বাংলা ভাষায় অভিনয় আর বলিউডে নিজের জায়গা করে নেওয়ার গল্প প্রথম আলোকে শোনান অভিষেক ব্যানার্জি।

ছোটবেলা থেকে সিনেমার পোকা অভিষেক ব্যানার্জি। স্কুলে থাকতেই সত্যজিৎ রায়ের সব ছবি রীতিমতো গিলে খেয়েছেন। এখনো নাকি ভাবেন, "বড়দের ছবিগুলো কেমন করে ছোটবেলাতেই দেখে ফেললাম!" তখন অভিষেক থাকতেন কলকাতায়। এরপর বাবার চাকরির সুবাদে পরিবারের সঙ্গে তাঁকে চলে যেতে হয় চেন্নাইয়ে। সেই যে গেলেন, এরপর আর বাঙালিদের মধ্যে ফেরা হয়নি তাঁর। চেন্নাইয়ে গিয়ে সত্যজিৎ থেকে একবারে বদলি হয়ে গেলেন রজনীকান্তে। দক্ষিণি চলচ্চিত্রের "থালাইভা" রজনীর নায়কোচিত আমেজ জেঁকে ধরল অভিষেকে মন আর মগজকে। সিনেমা দেখতে দেখতে বাঙালি ছেলে শিখে ফেললেন তামিল ভাষা। বাবা-মায়ের চিন্তা হলো। বাংলা তো ঠিক আছে, তামিলও হয়ে গেল, ছেলেকে এবার হিন্দিটা শেখানো দরকার। ব্যাস, মা—বাবা বুদ্ধি করে অভিষেকের জীবনে অমিতাভ বচ্চনকে ঢুকিয়ে দিলেন। এবার একই কায়দায় অমিতাভে বুঁদ হয়ে অভিষেক শিখে ফেললেন হিন্দিটাও। তবে শুধু ভাষা নয়, অমিতাভ বচ্চনের অভিনয় অভিষেকের মাথায় অভিনয়ের ভূতও চাপিয়ে দিল। দিল্লির কিরোরি মাল কলেজ থেকে পড়াশোনা শেষ করেই মুম্বাইয়ের পথে পা বাড়ালেন অভিষেক, বলিউডে নাম লেখাবেন বলে।

অভিনয় করেন, অভিনেতা খোঁজেন

"স্ত্রী" ছবির "জানা" চরিত্রটি দিয়ে অভিষেক ব্যানার্জি দর্শকের নজরে পড়েন। সেই কমিক চরিত্রটির জের ধরে এরপর "ড্রিমগার্ল", "বালা"র মতো ব্যবসাসফল ছবির অংশ হন। কেন্দ্রীয় চরিত্র নয়, তবে দর্শক মনে রাখতে পারেন, ভালোবাসতে পারেন, এমন চরিত্রগুলোতেও দেখা দিতে থাকেন অভিষেক। যেন আগে থেকেই সাফল্যের আঁচ পেয়ে যান, আর সেই চরিত্রগুলোই বেছে নেন। এটা অবশ্য কোনো দৈবশক্তি বা কাকতাল নয়। অভিষেকের অভিজ্ঞতা তাঁকে সেরা চরিত্রগুলোর কাছে নিয়ে যায়। মুম্বাইয়ে এসে অভিষেক অভিনেতা নন, ইন্ডাস্ট্রি বোঝার জন্য আগে কাস্টিং ডিরেক্টর হিসেবে কাজ শুরু করেন। বড় বড় কাস্টিং ডিরেক্টরের সঙ্গে মিলে অভিষেক সিনেমার জন্য শিল্পী নির্বাচন করতেন। কয়েকটা উদাহরণ দিই: মোহাম্মদ জিশান আইয়ুব, যাঁর অভিনয় "রাঞ্জনা", "তনু ওয়েডস মনু", "রইস"-এর মতো ছবিতে প্রশংসিত হয়েছে, সেই শিল্পী প্রথমবার বলিউডের ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ করে দেন অভিষেক। "নো ওয়ান কিলড জেসিকা" ছবিতে জেসিকার খুনি মনু শর্মার চরিত্রে অভিষেকের অভিনয়ের কথা ছিল। কিন্তু কাস্টিং ডিরেক্টর হিসেবে তিনি মোহাম্মদ জিশানকে এই চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ করে দেন। আর এই শুরু হয় জিশানের বলিউডজীবন। এ ছাড়া কাস্টিং ডিরেক্টর অভিষেকের হাত ধরে বলিউডে নাম লিখিয়েছেন "গালি বয়"খ্যাত সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী ও "এক্সট্রাকশন"-এ বাংলাদেশি মাফিয়া ডন চরিত্রের অভিনেতা প্রিয়াংশু পাইনিউলি। ২০১০ সালে "নকআউট" ছবির মধ্য দিয়ে সহকারী কাস্টিং ডিরেক্টর হিসেবে কাজ শুরু করেন অভিষেক। ২০১১ সালে বিদ্যা বালান ও এমরান হাশমির "ডার্টি পিকচার" ছবিতে চিফ কাস্টিং ডিরেক্টর হিসেবে কাজ পান তিনি। এরপর একে একে "রক অন টু", "ওকে জানু", "টয়লেট: এক প্রেমকথা", "সিক্রেট সুপারস্টার" আর সবশেষ "পাতাল লোক"—এর মতো প্রশংসিত প্রযোজনার অংশ হয়ে যান তিনি।

প্রত্যাখ্যান থেকে পাওয়া শিক্ষা

ঘটনাটি তাঁর ক্যারিয়ারের শুরুর দিকের, ২০১২ সালের। কাস্টিং ডিরেক্টর হিসেবে ভালোই করছিলেন অভিষেক ব্যানার্জি। তখন তাঁর কাছে আসে রাজকুমার গুপ্ত পরিচালিত ছবি "ঘনচক্কর"-এর চিত্রনাট্য। সেটার "ইদ্রিস" চরিত্রটি মনে ধরে অভিষেকের। অডিশন দেন। কিন্তু পরিচালক বলেন, "তোমাকে আরও কাজ করতে হবে। আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি অভিনয় করছ।" সেদিনের সেই প্রত্যাখ্যান থেকে অভিষেক একটা শিক্ষা নেন। তিনি শেখেন অভিনয়শিল্পীকে কেমন অভিনয় করতে নেই। তারপর দুই বছর নিজের অভিনয় নিয়ে কাজ করেন অভিষেক। ২০১৫ সালে ওয়েব সিরিজ "পিচার" দিয়ে আবার অভিনয় শুরু করেন।

"রাং দে বাসন্তী" থেকে "পাতাল লোক"

গত মাসে "পাতাল লোক" সিরিজ মুক্তি পাওয়ার পরপরই অভিষেক ব্যানার্জির "হাথোড়া ত্যাগী" চরিত্রটি আলোচনায় উঠে আসে, প্রশংসিত হয় অভিষেকের অভিনয়। ভারতীয় নির্মাতা অনুরাগ কাশ্যপ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অভিষেকের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সেখান থেকে জানা যায় মজার এক তথ্য। ২০০৬ সালে অভিষেক অডিশন দিতে যান ভারতীয় নির্মাতা রাকেশ ওম প্রকাশ মেহরার একটি তথ্যচিত্রে অভিনয়ের জন্য। তখন চলছিল রাকেশের "রাং দে বাসন্তী" ছবির শুটিং। সেই ছবিতে কয়েক সেকেন্ড ব্যাপ্তির একটি চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পেয়ে যান অভিষেক। সেই এক দৃশ্যের অভিনেতার বর্তমান উন্নতি দেখে রীতিমতো মুগ্ধ অনুরাগ। তাঁর প্রশংসাকে অভিষেক আশীর্বাদের মতো গ্রহণ করেছেন।কাস্টিং ডিরেক্টর অভিষেকের হত ধরে বলিউডে এসেছেন মোহাম্মদ জিশান আইয়ুব, সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী ও প্রিয়াংশু পাইনিউলি। কাস্টিং ডিরেক্টর অভিষেকের হত ধরে বলিউডে এসেছেন মোহাম্মদ জিশান আইয়ুব, সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী ও প্রিয়াংশু পাইনিউলি।

বাবা—মায়ের জন্য "কালী ২"

শাহরুখকে পেতে সালমানকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন দীপিকা

লকডাউনে নানান কাজের মধ্যে নিজের ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে ফিরে তাকালেন বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। স্মৃতি হাতড়ে নিজের জীবনের ছোট্ট এক অধ্যায় তুলে ধরেছেন তিনি।শাহরুখ খানের সঙ্গে একাধিক ছবিতে কাজ করেছেন দীপিকা। অথচ সালমান খানের সঙ্গে এখনো পর্যন্ত কোনো ছবি করা হয়নি তাঁর। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে দীপিকা জানিয়েছেন যে সালমানের হাত ধরেই বিটাউনে অভিষেক হওয়ার কথা ছিল তাঁর। তবে তিনি অপেক্ষা করেছেন শাহরুখের জন্য।

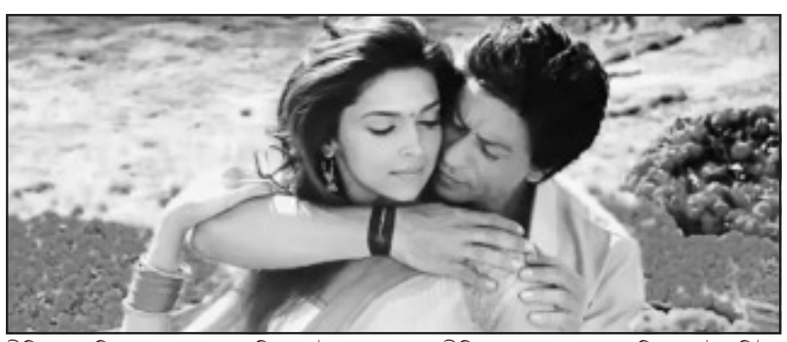

২০০৭ সালে "ওম শান্তি ওম" ছবির মাধ্যমে হিন্দি ছবির দুনিয়ায় আসেন দীপিকা। ফারাহ খান পরিচালিত এই ছবিতে তাঁর বিপরীতে ছিলেন শাহরুখ খান। তবে শাহরুখ নয়, সালমানের সঙ্গে দীপিকার অভিষেক হওয়ার কথা ছিল। ভাইজানের প্রস্তাব রীতিমতো প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এই বলিউড নায়িকা। দীপিকা তাঁর অভিষেক ছবির প্রসঙ্গে বলেছেন, "'ওম শান্তি ওম" ছবির আগে আমাকে সালমানের একটা ছবির প্রস্তাব দেওয়া হয়।আমি তখন না করে দিই। কারণ, আমার মন বলছিল, আমি সেই সময় ক্যামেরার সামনে আসার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না।" তিনি আরও বলেন, "সালমানের কাছ থেকেই আমি ক্যারিয়ারের প্রথম ছবির প্রস্তাব পাই। তাই আমি সারা জীবন উনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। আমরা এখনো একসঙ্গে পর্দায় আসিনি। আমার মনে হয় যে আমাদের জন্য বিশেষ কিছু একটা অপেক্ষা করছে।"জানা গেছে, সালমানের আরও অনেক ছবির প্রস্তাব দীপিকার কাছে ছিল। কিন্তু বলিউডের "মাস্তানি গার্ল" ভাইজানকে নাকি না করে দিয়েছেন তিনি। কারণ, দীপিকা জোরদার চরিত্র ছাড়া কোনো ছবিতে কাজ করেন না। মনের মতো চরিত্র না পেলে তিনি সাধারণত কাজ করেন না। আর সালমানের ছবিতে নায়িকাদের বিশেষ কিছু করার থাকে না। তাই হয়তো দীপিকা ভাইজানের ছবিতে কাজ করতে

সোমবার এসইউসিআই স্বাস্থ্য অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

কারবি আংলং পুলিশের সফল অভিযান ৩২ কোটি টাকার ড্রাগস সহ আটক এক

বোকাজান (অসম), ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসম-নাগাল্যান্ডের সীমান্তবর্তী বোকাজানে পুনরায় পুলিশের ড্রাগস বিরোধী অভিযানে ব্যাপক সাফল্য এসেছে। এই অভিযানে ৩২ কোটি টাকার ড্রাগস সহ নেশা কারবারের সঙ্গে জড়ত এক ব্যক্তিকে আটক করেছে কারবি আংলং পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করেছে ৫ কেজি ৫ গ্রাম ওজনের নেশাসামগ্রী হেরোইন। এছাড়া নগদ ৫০ হাজার টাকাও ধৃত ব্যক্তির কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ধৃত ব্যক্তিকে বঙাইগাঁও জেলার যোগিগোপার জনৈক আকব আলির ছেলে ইসমাইল আলি বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, মণিপুর থেকে অসমে প্রবেশ করার সময় কারবি আংলং জেলা পুলিশের নাকা চেকিঙে নেশার হেরোইন, নগদ টাকা সহ ইসমাইলকে পাকড়াও করা হয়েছে। এএস ০১ কেসি ৪৯৫১ নম্বরের ১২ চাকার একটি ট্রাকে তালাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে ৩২ কোটি টাকার হেরোইন।

বোকাজানের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জন দাস, ডিলাই থানার ওসি রাজু ছেত্রি এবং এসআই মনোজ্জ্বল গগৈয়ের নেতৃত্বে বোকাজানে অব্যাহত রাখা হয়েছে ড্রাগস বিরোধী অভিযান।

উল্লেখ্য, বিগত তিন মাস থেকে কারবি আংলং পুলিশ ড্রাগসের বিরুদ্ধে অভিযান তীব্রতর করে তুলেছে। তিন মাসের অভিযানে এখন পর্যন্ত প্রায় আট কেজি ওজনের ড্রাগস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ৪০ কোটির অধিক মূল্যের ড্রাগস উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।

ঘোকসাডাঙ্গায় গাঁজা সহ গ্রেফতার দুই

ঘোকসাডাঙ্গা, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কোচবিহারের ঘোকসাডাঙ্গায় গাঁজা সহ দুজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে প্রায় সাত কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা হল রবি বিশ্বাস (৪০) ও পলাশ বিশ্বাস (১৬)। তাদের বাড়ি শিতলখুচি থানার পূর্ব ভোগডাবরি ও ভাওয়ারথানা এলাকায়।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ঘোকসাডাঙ্গা থানার ওসি দেবাশিস রায়ের নেতৃত্বে একদল পুলিশ সোমবার দুপুরে সাদা পোশাকে লতাপাতা এলাকায় ওঁত পেতে বসে থাকে। এরই মাঝে একটি বাইকে করে দুই যুবক ফালাকাটার দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় পুলিশ পিছু ধাওয়া করে বাইকটিকে আটক করে। তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে দুই প্যাকেট থেকে প্রায় সাত কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। গাঁজা পাচার কাণ্ডে জড়িত থাকার দায়ে দু'জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কোচবিহারের মাঘপালা থেকে বাইরে পাচারের উদ্দেশ্যে গাঁজা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাংলাদেশে করোনায় প্রাণ হারালেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম

ঢাকা, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : করোনা এবার প্রাণ কাড়ল বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলমের। স্থানীয় সময় রবিবার রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। গত ৪ সেপ্টেম্বর থেকে জ্বর এবং গলা ব্যথা নিয়ে সিএমএইচে ভরতি হন মাহবুবে। ওইদিনই করোনা পরীক্ষা করালে রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এরপর থেকে সেখানেই চিকিৎসাধীন ছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ এই লড়াইয়ে এদিন হার মানলেন তিনি। রেখে গেলেন স্ত্রী, এক পুত্র এবং এক কন্যাকে। অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলমের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি মহম্মদ আবদুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

রাষ্ট্রপতি সোমবার শোকবার্তায় মাহবুবের আত্মার শান্তিকামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শোকবার্তায় বলেন, "সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সমিতির প্রাক্তন সভাপতি মাহবুবে আলমের অবদান গোটা দেশ সবসময় শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।" শেখ হাসিনা আরও বলেন, "একজন প্রথিতযশা আইনজীবী হিসেবে দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ আইনি বিষয় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সামলেছেন। সবসময় ন্যায়ের পথে চলেছেন।" এরপরই প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত অ্যাটর্নি জেনারেলের আত্মার শান্তিকামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

পৌষমেলার মাঠ ঘেরা শুরু হতেই ফের অশান্তির আশঙ্কায় শান্তিনিকেতন

শান্তিনিকেতন, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পাঁচিল বিতর্কের সমাধানে হাইকোর্ট নিযুক্ত কমিটির সবুজ সংকেত পেয়ে পৌষমেলার মাঠে ফেন্সিং শুরু করল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। পাঁচিল দেওয়া নিয়ে তোড়জোড় শুরু হতেই ফের অশান্তির আশঙ্কায় শান্তিনিকেতন। এদিন প্রকাশ্যেই মাইকিং করে মঙ্গলবারই আন্দোলনের ঘোষনা করে পৌষমেলা মাঠ বাঁচাও কমিটি। অবশ্য বিশ্বভারতীর যুক্তি কমিটির সবুজ সংকেত পেয়েই ফেন্সিং শুরু করেছে কতৃপক্ষ।

সোমবার থেকে মেলার মাঠে ফেন্সিং তোলার কাজ শুরু করে দিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। আধিকারিকরা উপস্থিত থেকে নিজেদের নিরাপত্তা কর্মীদের রেখে কাজ শুরু করেছেন। বিশ্বভারতী সুত্রে খবর, সমস্যা এড়াতে দ্রুত শেষ করা হবে ফেন্সিং দিয়ে মাঠ ঘেরার কাজ।মাটির উপরে আড়াই ফুটের দেওয়াল তোলার পর লোহার ফেন্সিং দেওয়া হবে। শান্তিকেতনের ঐতিহ্য মেনে প্রাথমিকভাবে আড়াই ফুটের দেওয়ালের উপরে ৫ থেকে ৬ ফুট উঁচু লোহার ফেন্সিং দেওয়া হবে। মাঠে ঢোকার জন্য মোটে ৮ টি গেট থাকবে। প্রায় চার সপ্তাহ সময় লাগবে। আনুমানিক খরচ ৫০ লক্ষ টাকার বেশি। বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গিয়েছে , আগামী দু''সপ্তাহ পর কমিটির সদস্যরা আবার শান্তিনিকেতনে আসতে পারেন। সেই সময় কমিটি আলোচনার মধ্যে দিয়ে ঠিক করবে , মেলার মাঠ সাধারণ মানুষ কীভাবে এবং কখন ব্যবহার করতে পারবেন।

তবে মাঠ ঘেরার কাজ শুরু হতেই ব্যবসায়ী সমিতির মধ্যে শুরু হয়েছে ক্ষোভ। ইতিমধ্যেই আন্দোলনের ঘোষনা করেছে পৌষ মেলার মাঠ বাঁচাও কমিটি। সোমবার দুপুর থেকে মাইকিং করে মঙ্গলবার ফায়ার ব্রিগেড মোড়ে জড হবার ডাক দেওয়া হয়েছে। বোলপুর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সুনীল সিং বলেন, 'মেলার মাঠে পাঁচিল দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ৯ টায় ফের আগের মত আন্দোলন শুরু হবে। আমরা এই অন্যায় কিছুতেই মেনে নেব না।'

অন্যদিকে হাইকোর্ট নিযুক্ত হাইপাওযার কমিটির অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলে তোপ দেগেছে পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত। তিনি বলেন, 'পৌষ মেলার মাঠের ফেন্সিং এর কাজ নাকি শুরু হয়েছে। হাইকোর্ট নিযুক্ত কমিটি গতকাল এই বিষয়ে তাঁদের নিরীক্ষণ শেষ করেছেন। আইনসিদ্ধ পদ্ধতি হচ্ছে আদালত যদি কোনও বিষয়ে কমিটি নিয়োগ করে, সেই কমিটি তার রিপোর্ট আদলতেই পেশ করবে এবং আদালত সেই বিষয়ে রায় প্রদান করবে। কোনও কমিটি, যেখানে বিচারপতি ছাড়াও অন্য ব্যক্তিরা রয়েছেন তাঁদের রায় প্রদান করার ক্ষমতা থাকা উচিৎ নয়। এটা সর্বোতভাবে ভুল।'

জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল অবশ্য এবিষযে আদালতের সিদ্ধান্তের পক্ষেই মত দিয়েছে। তিনি বলেন, বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন। তাই কোন কথা তিনি বলবেন না। আশ্রমিক সুপ্রিয় ঠাকুর বলেন,' বিচারকরা সব দিক ভেবেই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। পাঁচিল নয় ফেন্সিং হচ্ছে আমার কোন আপত্তি নেই।

ছয়ের পাতায়

পূর্ব লাদাখে নির্ভয় ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন ভারতের, ঘুম ছুটেছে চিনের

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.): পূর্ব লাদাখে চিনকে যোগ্য জবাব দিতে তৎপর ভারত। আর কয়েক মাসের মধ্যেই এখানে তীব্র শীত পড়বে। কিন্তু সেই শীতকে উপেক্ষা করেই চিনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে ভারতীয় সেনা। চিনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে এবং যোগ্য জবাব দিতে তৎপর ভারত। সেই লক্ষ্যে চিন লাগোয়া সীমান্তবর্তী পূর্ব লাদাখে নিজেদের সবথেকে ঘাতক ক্ষেপণাস্ত্র নির্ভয় মোতায়েন করল ভারত। এক হাজার কিলোমিটারের মধ্যে যেকোনো লক্ষ্যবস্তুকে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম এই ক্ষেপণাস্ত্র। অর্থাৎ তিব্বতের পাহাড়ি অঞ্চলে চিনের সামরিক ঘাঁটিগুলোকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করেছে ভারত। নির্ভয় ক্ষেপণাস্ত্র মারন ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত ক্ষেপণাস্ত্র টমাহকের সঙ্গে তুলনা করা হয়। লক্ষ্য বস্তুর ওপর সঠিক আঘাত করতে এই ক্ষেপণাস্ত্রের জুড়ি মেলা ভার। নির্ভয় হচ্ছে ক্রুজ শ্রেণীর ক্ষেপণাস্ত্র। ভারতের মাটিতে এই ক্ষেপণাস্ত্রকে তৈরি করা হয়েছে। এই ক্ষেপণাস্ত্রের ডিজাইন এবং পরিকল্পনা ভারতের। ২০১৩ সালের ১২ মার্চে এই ক্ষেপণাস্ত্রের প্রথম পরীক্ষা হয়। উৎক্ষেপণের প্রথম দিকে ক্ষেপণাস্ত্র টি লম্বালম্বিভাবে রকেটের মতন আকাশে উড়ে যায় তারপর ৯০ঙ্গ বাঁক নিয়ে লক্ষ্য বস্তুর ওপর আঘাত হানে। ৬ মিটার লম্বা এবং ০.৫২ মিটার চওড়া ০.৬ থেকে ০.৭ ম্যাক গতিতে উড়তে পারে। ওজন পনেরশো কিলোগ্রাম।

উল্লেখযোগ্য বিষয় ভারত ইতিমধ্যেই সুপারসনিক ব্রহ্মস এবং আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করেছে। তার সঙ্গে নির্ভয় যোগ দেওয়ার ফলে শক্তি আরো বাড়লো সামরিক বাহিনীর।

সাংবাদিকদের জন্য এবার উৎসব বোনাসের ঘোষণা রাজ্যের

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি স): শহরজুড়ে পুজো পুজো রব। কারণ ঢাকে কাঠি পড়ে গেছে। ক্যালেন্ডার বলছে সময় দোড়গোড়ায় এসে কড়া নাড়ছে। আর কয়েকদিন পরেই সপরিবারে মর্তে আগমন ঘটবে মা দূর্গার। আর এবার পুজোয় সাংবাদিকদের জন্য উৎসব বোনাসের ঘোষণা রাজ্য সরকারের।

নবান্ন সূত্রের খবর, যে সমস্ত সাংবাদিকের অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড রয়েছে তাছাড়াও যাঁরা নবান্ন ও বিধানসভার খবর কভার করেন তারা পাবেন এই বোনাস। ২০২০ সালের ১০ অক্টোবরের মধ্যে সমস্ত আবেদন পাঠাতে হবে নিয়ম মেনে। এই বোনাসের জন্য সাংবাদিকরা এগিয়ে বাংলা রাজ্য সরকারি ওয়েবসাইটে এই নোটিসের পাশাপাশি একটি আবেদনের ফর্মও দেওয়া হয়েছে ভর্তি করে জমা দেওয়ার জন্য। নবান্ন সূত্রের খবর, এই বোনাসের টাকার অঙ্ক হবে ২০০০ টাকা করে।

অর্থের অভাবে চিনে আটকে লিন্টন স্ট্রিটের ব্যবসায়ীর দেহ

কলকাতা,২৮ সেপ্টেম্বর (হি স): চিনে গিয়ে মৃত কলকাতার ব্যবসায়ী। টাকার অভাবে দেহ আটকে সেখানেই। অর্থের অভাবে চিনে আটকে মৃত লিন্টন স্ট্রিটের ব্যবসায়ীর দেহ।

জানা যাচ্ছে, লিন্টন স্ট্রিটের ওই ব্যবসায়ী চিনে যান কিন্তু আর ফেরা হয়না কলকাতায়। চিনে গিয়ে মারা যান লিন্টন স্ট্রিটের ওই ব্যবসায়ী। টাকার অভাবে দেহ আনতে পারছে না পরিবার। চিন থেকে দেহ আনতে লাগবে ৮ থেকে ১০ লক্ষ টাকা। কিন্তু এই পরিবারের কাছে নেই অত টাকা। তাই সম্ভব নয় দেহ আনা। কিভাবে দেহ আনবে সেই চিন্তায় পড়েছে বাড়ির লোক।

জনস্বার্থ মামলায় ঝাড়গ্রামে গাছ কাটা বন্ধ রাখার আদেশ বহাল কলকাতা হাইকোর্টে

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : অভিযোগকারী সংগঠনের দায়ের করা জনস্বার্থ মামলায় ঝাড়গ্রাম প্রশাসনকে গাছ কাটা থেকে বিরত থাকার অন্তর্বর্তী আদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আগামী তিন মাস এই নির্দেশ বহাল থাকবে।

আজ প্রধান বিচারপতি রাধাকৃষ্ণান ও বিচারপতি বন্দোপাধ্যায়ের বেঞ্চে মামলাটি শুনানীর জন্য ওঠে। অভিযোগকারী সংগঠনের পক্ষে অভীক সাহা, সূর্যনু সেনগুপ্ত ও শুভ্রজিৎ সাহা সওয়াল করেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে হলফনামা দাখিল করার জন্য সময় চাওয়া হয়। আদালত পরবর্তী দু সপ্তাহের মধ্যে তা দাখিল করার নির্দেশ দেন এবং গাছ না কাটার অন্তর্বর্তী আদেশ আগামী তিন মাস বা নতুন আদেশ অবধি বহাল রাখেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের নামে নির্বিচারে গাছ কাটা ও পরিবেশ ধ্বংস বন্ধ করতে লড়াইয়ে নেমেছে। সম্প্রতি সুত্রের মাধ্যমে খবর আসে উন্নয়নের নামে ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসন নির্বিচারে সবুজ ধ্বংসের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বেলপাহাড়ী—বাঁশপাহাড়ী রোডে প্রাচীন গাছ সহ প্রায় ১৭৪টি গাছ কাটার সিদ্ধান্ত নেয় জেলা প্রশাসন। র ঝাড়গ্রাম জেলা শাখা স্থানীয় জনমত সংগ্রহ করে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন নেমে পড়ে। জেলার কালেক্টর তথা জেলাশাসক আয়েশা রানীর কাছে বারংবার চিঠি লিখে জানতে চাওয়া হয়: (১) কোন প্রকল্পের জন্য গাছ কাটার প্রয়োজন? (২) কোন লাইন বিভাগ প্রকল্পটি সম্পাদন করেছে যার জন্য গাছ কাটা হবে? (৩) কোন লাইন বিভাগ গাছ কাটার কাজ করবে অথবা গাছ কাটার কাজের জন্য চুক্তি করবে? (৪) কোন প্রজাতির / ধরনের গাছ কাটা হবে? (৫) যে গাছ কাটা হবে তাদের গড় বয়স, ঘের এবং উচ্চতা কত? (৬) গাছ কাটার জন্য বন/পরিবেশ বিভাগ/দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রয়োজনীয় অনুমতি নেওয়া হয়েছে কিনা? (৭) গাছ না কেটে কোন বিকল্প পথে প্রকল্পটি কার্যকর করার সুযোগ আছে কিনা? (৮) প্রকল্পটির পরিবেশগত মূল্যায়ন করা হয়েছে কিনা?

ছয়ের পাতায়

আলচিকি হরফে নাম লেখা শুরু হয়েছে ঝাড়গ্রামের রেল স্টেশনগুলিতে

ঝাড়গ্রাম, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বাংলা হিন্দি ইংরেজির পাশাপাশি আলচিকি হরফে নাম লেখা শুরু হয়েছে ঝাড়গ্রামের রেলে ষ্টেশন গুলিতে। খড়্গপুর এবং আদ্রা ডিভিশনের রেল ষ্টেশন গুলিতে অলচিকি হরফে নাম লেখার কাজ চলছে।

উল্লেখ্য রেলকে আলচিকি হরফে নাম লেখার আবেদন জানিয়েছিলেন ঝাড়গ্রামের সাংসদ কুনার হেম্ব্রম। তাঁর সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন স্টেশন গুলিতে অলচিকি হরফে নাম লেখার কাজ শুরু হয়েছে।কিন্তু লেখার সেই মান নিয়ে অসন্তুষ্ট ঝাড়গ্রামের সাংসদ।তিনি তার আবেদনে সাড় দিয়ে অলচিকিতে নাম লেখার কাজ শুরু হওয়ায় একদিকে যেমন ধন্যবাদ জানিয়েছেন তেমনই লেখার মান নিয়ে অসুন্তুষ্ট সাংসদ কুনার বাবু খড্গপুর ডিভিশনের ডিআরএমকে চিঠি দিয়েছেন।তাতে তিনি সংশ্লিষ্ট স্টেশন গুলিতে অন্যান্য ভাষায় সেভাবে নাম লেখা হয়েছে সেই ভাবে লেখার আবেদন করেছেন। উল্লেখ্য ঝাড়গ্রামের সাংসদ আদ্রা এবং খড্গপুর ডিভিশনের আধীন স্টেশন গুলিতে সাঁওতালি ভাষাতেও যাতে নাম লেখা হয় তার জন্য রেলমন্ত্রী,রেলের কলকাতার জিএমের কাছে জানিয়েছিলেন।বিভিন্ন স্টেশনে গুলিতে বাংলা,হিন্দি,ইরেজী ভাষাতে নাম লেখা থাকলেও সাঁওতালি ভাষায় তা ছিল না।ঝাড়গ্রাম স্টেশনের উন্নয়নের জন্য ইতিমধ্যে সাংসদ নানা পদক্ষেপ নিয়েছেন।তার মধ্যে অলচিকি হরফে স্টেশনে নাম লেখা যাতে হয় তার জন্য বিভিন্ন সময় রেল আধিকারিকদের সাথে বৈঠক করেছেন।ঝাড়গ্রামের সাংসদের অভিযোগ জানুয়ারি মাসেই তার এই আবেদনের প্রেক্ষিতে গ্রিন সিগন্যাল মিলেছিল।কিন্তু করোনা পরিস্থিতিতে কাজ শুরু হয়েছে আড়ই তিন মাস ধরে।কিন্তু যে ভাবে অলচিকিতে স্টেশন গুলিতে নাম লেখা হচ্ছে তা খুবই ছোট করে।অন্যান্য ভাষায় লেখা স্টেশেনের নামের সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্ন নয়।এতেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি।তিনি সাতাশ সেপ্টম্বর দক্ষিন পূর্ব রেলের খড্গপুর ডিভিশনের ডিআরএমকে চিঠি দিয়ে বিষয়টি জানিয়েছেন। সাংসদ জানিয়েছেন আদ্রা ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশন গুলিতে নাম লেখার কাজ প্রায় শেষ হয়েছে।খড্গপুর ডিভিশনে কাজ শুরু হয়েছে।যদিও এখনো সাংসদের শহর ঝাড়গ্রাম স্টেশনের নাম লেখা এখনও হয় নি। ঝাড়গ্রামের সাংসদ কুনার হেমরম বলেন "রেল মন্ত্রী থেকে,শুরু করে রেলের কলকাতার জিএম,রেলর বিভিন্ন অধিকারিদের সাথে বৈঠক হয়েছিল।যাতে আদ্রা এবং খড্গপুর ডিভিশনের অধীন স্টেশন গুলিতে অলচিকি হরফে নাম লেখা হয়।জানুয়ারিতেই গ্রিন সিগন্যাল মিলেছিল।কাজ শুরু হয়েছে তিন মাস হল।কিন্তু দেখা যাচ্ছে বাংলা, হিন্দি,ইরেজীতে যেভাবে নাম লেখা হয়েছে তেমন ভাবে অলচিকিতে লেখা হয় নি। খুবই ছোট করে লেখা হয়েছে বোর্ডের এক কোনায়। এতে এলাকার মানুষের হয়তো দাবি পূরণ হয়েছে কিন্তু যেভাবে লেখা হয়েছে তাতে মানুষের খারাপ লেগেছে।অন্যান্য ভাষার মতোই অলচিকি হরফে সাওতালি ভাষায় লেখা স্টেশনের নাম গুলি সামঞ্জস্যপূর্ন হওয়া প্রয়োজন ছিল।পুরো বিষয়টি আমি খড্গপুরের ডিআরএমকে চিঠি করে জানিয়েছি।" যদিও বিষয়টি জানতে খড্গপুরের ডিআরএমকে ফোন করা হলেও তাকে ফোনে পাওয়া যায় নি।

কৃষকের স্বাধীনতা হরণকারী কালো আইনগুলি বাতিলের লড়াই তীব্র করার সংকল্প

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কলকাতার শহীদ ভগত সিং উদ্যানে তাঁর মূর্তিতে মাল্যদান করে ১১৪তম জন্ম বার্ষিকীতে তাঁকে এআইকেএসসিসি-র নেতৃবৃন্দ শ্রদ্ধা জানান।

নেতৃবৃন্দ তাঁদের ভাষণে মোদী সরকারের ফসলের মূল্য পাওয়া/ফসল বিক্রির সুরক্ষা এবং দরিদ্র মানুষের খাদ্য সুরক্ষা কর্পোরেটের হাতে তুলে দেওয়ার অপচেষ্টা, কৃষক বিরোধী আইন প্রণয়ন ইত্যাদির তীব্র সমালোচনা করেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামীরা প্রাণ বলিদান ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে যে ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ, নাগরিক অধিকার সম্পন্ন ভারত গড়ার কথা ভেবেছিলেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ও শাসক দল প্রতিনিয়ত সেই স্বপ্নকে পদদলিত করছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মতো অত্যাচারী বনিক ও সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের হাত থেকে দেশমুক্ত করার জন্য ভগত সিং সহ স্বাধীনতা সংগ্রামীরা আত্মবলিদান দিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছিলেন। কিন্তু সেই স্বাধীনতা পাবার পর আজ এই কেন্দ্র সরকার আবার সেই দেশী-বিদেশি বনিকদের স্বার্থে দেশের সম্পদ ও শ্রমিক কৃষক মজুর স্বার্থ বিলিয়ে দিচ্ছে।

দেশের সমৃদ্ধ কৃষি ব্যবস্থা ও খাদ্য শৃঙ্খল মুনাফাবাজ ব্যাবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন বক্তারা। তাঁরা বলেন, শুধু তাই নয়, তার সাথে কালোবাজারী ও মজুতদারীর আইনসিদ্ধ অধিকার দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যার ফলে আগামীদিনে সাধারণ মানুষকে চরম দুর্দশার মধ্যে পড়তে হবে। দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। সম্প্রতি পাশ হওয়া তিনটে কৃষক বিরোধী ও কর্পোরেট স্বার্থ রক্ষাকারী আইনকে এদেশের কৃষক খেতমজুর কার্যকর করতে দেবেনা। এজন্য কৃষক শ্রমিক মজুর সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে জোরালো আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। শহীদ ভগত সিং—এর অবদান স্মরন করে এবং তার সংগ্রামী আদর্শকে সামনে রেখে লড়াই করার সংকল্প এ দিন নেওয়া হয়। বক্তব্য রাখেন এআইকেএসসিসি-র জাতীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অভীক সাহা, এই সংগঠনের রাজ্য সাংগঠনিক সম্পাদক কার্তিক পাল, সারা ভারত কিষাণ ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে তুষার ঘোষ, অগ্রগামী কিষাণ সভার পক্ষ থেকে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী হাফিজ আলম সৈরানী, ক্রান্তিকারি কিষাণ সভার পক্ষ থেকে সমীর পুততুন্ড, সারা ভারত কিষাণ সভা (বৌবাজার)-এর পক্ষ থেকে প্রভাত মজুমদার, সংযুক্ত কিষাণ সভার পক্ষ থেকে মিহির পাল ও রাজ্যের অন্যান্য কৃষক নেতৃবৃন্দ।

কৃষকের স্বাধীনতা হরণকারী কালো আইনগুলি বাতিলের লড়াই তীব্র করার সংকল্প

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কলকাতার শহীদ ভগত সিং উদ্যানে তাঁর মূর্তিতে মাল্যদান করে ১১৪তম জন্ম বার্ষিকীতে তাঁকে এআইকেএসসিসি-র নেতৃবৃন্দ শ্রদ্ধা জানান।

নেতৃবৃন্দ তাঁদের ভাষণে মোদী সরকারের ফসলের মূল্য পাওয়া/ফসল বিক্রির সুরক্ষা এবং দরিদ্র মানুষের খাদ্য সুরক্ষা কর্পোরেটের হাতে তুলে দেওয়ার অপচেষ্টা, কৃষক বিরোধী আইন প্রণয়ন ইত্যাদির তীব্র সমালোচনা করেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামীরা প্রাণ বলিদান ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে যে ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ, নাগরিক অধিকার সম্পন্ন ভারত গড়ার কথা ভেবেছিলেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ও শাসক দল প্রতিনিয়ত সেই স্বপ্নকে পদদলিত করছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মতো অত্যাচারী বনিক ও সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের হাত থেকে দেশমুক্ত করার জন্য ভগত সিং সহ স্বাধীনতা সংগ্রামীরা আত্মবলিদান দিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছিলেন। কিন্তু সেই স্বাধীনতা পাবার পর আজ এই কেন্দ্র সরকার আবার সেই দেশী-বিদেশি বনিকদের স্বার্থে দেশের সম্পদ ও শ্রমিক কৃষক মজুর স্বার্থ বিলিয়ে দিচ্ছে।

দেশের সমৃদ্ধ কৃষি ব্যবস্থা ও খাদ্য শৃঙ্খল মুনাফাবাজ ব্যাবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন বক্তারা। তাঁরা বলেন, শুধু তাই নয়, তার সাথে কালোবাজারী ও মজুতদারীর আইনসিদ্ধ অধিকার দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যার ফলে আগামীদিনে সাধারণ মানুষকে চরম দুর্দশার মধ্যে পড়তে হবে। দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। সম্প্রতি পাশ হওয়া তিনটে কৃষক বিরোধী ও কর্পোরেট স্বার্থ রক্ষাকারী আইনকে এদেশের কৃষক খেতমজুর কার্যকর করতে দেবেনা। এজন্য কৃষক শ্রমিক মজুর সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে জোরালো আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। শহীদ ভগত সিং—এর অবদান স্মরন করে এবং তার সংগ্রামী আদর্শকে সামনে রেখে লড়াই করার সংকল্প এ দিন নেওয়া হয়। বক্তব্য রাখেন এআইকেএসসিসি-র জাতীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অভীক সাহা, এই সংগঠনের রাজ্য সাংগঠনিক সম্পাদক কার্তিক পাল, সারা ভারত কিষাণ ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে তুষার ঘোষ, অগ্রগামী কিষাণ সভার পক্ষ থেকে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী হাফিজ আলম সৈরানী, ক্রান্তিকারি কিষাণ সভার পক্ষ থেকে সমীর পুততুন্ড, সারা ভারত কিষাণ সভা (বৌবাজার)-এর পক্ষ থেকে প্রভাত মজুমদার, সংযুক্ত কিষাণ সভার পক্ষ থেকে মিহির পাল ও রাজ্যের অন্যান্য কৃষক নেতৃবৃন্দ।

লিবিয়া প্রসঙ্গে রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্যোগকে স্বাগত ভারতের

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.): হিংসাত্মক গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত লিবিয়ায় শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের পদক্ষেপকে প্রশংসা করল ভারত। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের তরফ থেকে এক প্রশ্নের উত্তরে জানানো হয়েছে যে লিবিয়ার অভ্যন্তরে ঘটে চলা বিভিন্ন ঘটনাগুলিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নজরে দেখছে ভারত। লিবিয়ার অভ্যন্তরে আলোচনার পথ সুগম করার জন্য মরক্কোতে যে প্রয়াস দেখা গিয়েছিল পরবর্তীকালে তা সম্প্রসারিত হয় বার্লিন সম্মেলনে। অতিসম্প্রতি সুইজারল্যান্ডে বৈঠকে রাষ্ট্র সংঘের উদ্যোগে লিবিয়া গৃহযুদ্ধ অবসানের জন্য যে উদ্যোগ দেখা গিয়েছিল তার প্রশংসা করে ভারত। ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের তরফ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে লিবিয়ার সার্বভৌমত্ব, একতা এবং আঞ্চলিক অখন্ডতাকে সমর্থন করে ভারত। লিবিয়ার জনগণ যাতে নিজের বৈধ অধিকার প্রয়োগ করতে পারে সে বিষয়টা নিশ্চিত করা প্রয়োজন বলে মনে করে ভারত। লিবিয়ার অভ্যন্তরে যে হিংসাত্মক গৃহযুদ্ধ চলছে তার সমাপ্তির জন্য রাষ্ট্রসংঘ আলাপ-আলোচনার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তাকে একান্তভাবে সমর্থন করে ভারত।

মিমিকে কটুক্তি, ১৪ দিনের মাথায় চার্জশিট পেশ পুলিশের

কলকাতা,২৮ সেপ্টেম্বর (হি স): সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বাদ যাচ্ছেন না তারকারাও। কিছুদিন আগেই খাস কলকাতায় তারকা সাংসদ মিমি চক্রবর্তীকে কটূক্তির অভিযোগ ওঠে এক ট্যাক্সিচালকের বিরুদ্ধে।হেনস্থাকারি ট্যাক্সিচালক বর্তমানে পুলিশি হেফাজতে।আজ সোমবার ১৪ দিনের মাথায় চার্জশিট পেশ গড়িয়াহাট থানার পুলিশের।

ঘটনার সূত্রপাত বেশ কিছু দিন আগে বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে। নিজের গাড়িতেই ছিলেন তৃণমূল সাংসদ মিমি চক্রবর্তী। কিন্তু তার গাড়ির কাঁচ নামানো ছিল। সেই সময় উল্টো দিকে থাকা একটি ট্যাক্সি চালক থেকে তাঁকে কটূক্তি করে বলে অভিযোগ। অশ্লীল ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে অভিযোগ তারকা সাংসদের। এমনকি মিমি চক্রবর্তীকে কটূক্তি করেন ওই ট্যাক্সি চালক অভিযোগ অভিনেত্রীর। এরপর পুরো বিষয়টি পুলিশকে জানান সাংসদ। এমনকি লিখিতভাবে অভিযোগও দায়ের করেন তিনি। এর পরেই ওই অভিযুক্ত ট্যাক্সি চালককে গ্রেফতার করে গড়িয়াহাট থানার পুলিশ। ঘটনার জেরে সংবিধানের ৩৫৪, ৩৫৪এ, ৩৫৪ডি এবং ৫০৯ ধারায় অভিযোগ দায়ের হয় ওই ট্যাক্সি চালকের বিরুদ্ধে। এইসবের মাঝেই আদালতে গিয়ে গোপন জবানবন্দিও দেন তারকা সাংসদ মিমি চক্রবর্তী। আর ১৪ দিনের মাথায় আজ চার্জশিট জমা গড়িয়াহাট থানার পুলিশের। শ্লীলতাহানি-কটূক্তির ধারায় চার্জশিট। আগেই টিআই প্যারেডে অভিযুক্তকে সনাক্ত করেন মিমি।

পার পেয়ে গেলেন আমি এখন করোনার কবলে বলে, মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ অগ্নিমিত্রা পালের

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ট্রলি মিলছে না কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। ফলে পায়ে হেঁটেই জরুরি বিভাগ থেকে গ্রিন বিল্ডিংয়ে যেতে হচ্ছে করোনা রোগীদের। এই ঘটনায় স্বাস্থ্যদফতরের উদাসীনতাকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন বিজেপির মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।

সম্প্রতি করোনা আক্রান্ত হয়েছেন তিনিও। সুস্থ থাকলে এই ঘটনার পরই মহিলা মোর্চার সদস্য আন্দোলনে শামিল হতেন বলেই ফেসবুক পোস্টে হুঁশিয়ারি তাঁর।সোমবার টুইটে অগ্নিমিত্রা এই অভিযোগ জানিয়ে লিখেছেন, "মেডিক্যাল কলেজে রোগীদের মারাত্মক দুরবস্থা... স্ট্রেচারে নিয়ে যাওয়ার লোক নেই, একই স্ট্রেচারে তিনজন রোগীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে.. অন্য সময় হলে এক্ষুনি প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে পড়তাম.. পার পেয়ে গেলেন আমি এখন করোনার কবলে বলে..তবে আমি ফিরছি শিগগিরিই.. অপেক্ষায় থাকুন..।"

প্রতিদিনই কয়েকশো করোনা রোগী আসছেন মেডিক্যাল কলেজে। রোগীরা ও রোগীর পরিজনেরা বারবার অভিযোগ করছেন, হাসপাতালে ট্রলি মেলে না। অথচ বাস্তব চিত্র বলছে, হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ট্রলি পড়ে রয়েছে। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সুপার ডা. ইন্দ্রনীল বিশ্বাস জানিয়েছেন, "রোগীদের নেওয়ার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই ট্রলি মিলছে না বলে আমাদের কাছে অভিযোগ পৌঁছেছে। সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে আমরা উদ্যোগী। হাসপাতালে পর্যাপ্ত পরিমাণ ট্রলি রয়েছে।'

রাহুলের জন্য বিজেপির ভাবমূর্তি ক্ষুণ হবে না, মত রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.): জাতীয় সম্পাদকের পদ খুইয়ে গত শনিবার সামাজিক মাধ্যমে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন রাহুল সিনহা। তৃণমূল থেকে আসা নেতাদের জন্য তাকে যে পদ হারাতে হয়েছে তাও স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন তিনি। রাহুল বাবুর পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে একদিকে যখন রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রবল প্রতিপক্ষ হয়ে উঠে আসছে বিজেপি তখন সামাজিক মাধ্যমে রাহুল সিনহার উষ্মা প্রকাশ দলের ভাবমূর্তিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কিনা তা নিয়েও শুরু হয়েছে জল্পনা।

এই প্রসঙ্গে রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সহ-সভাপতি চন্দ্র কুমার বসু জানিয়েছেন, এক পদে কোন রাজনীতিবিদ দীর্ঘ সময় থাকতে পারে না। দলের উচিত রাহুল সিনহাকে গুরুত্বপূর্ণ পদ এবং দায়িত্ব দেওয়া। এ বিষয়ে দলের উচিত তার সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনায় বসা। দায়িত্ব যদি নাও দেওয়া হয় সেটাও দলের তরফে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। রাজনীতিতে পদ এবং দায়িত্ব দুটোর যে সমান গুরুত্ব রয়েছে সে দিকে ইঙ্গিত করে চন্দ্রবাবু জানিয়েছেন, " আমি যখন সহ-সভাপতি ছিলাম তখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়নি দলের তরফে। তাই দলের কাছে বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদানের প্রস্তাব রেখেছি। " রাহুল সিনহার বিষয় চন্দ্র কুমার বসু মন্তব্য করলেও এ নিয়ে কার্যত কুলুপ এঁটেছেন দলের অন্যান্য নেতারা। রাজ্য বিজেপির সহ-সভাপতি রীতেশ তিওয়ারি প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে জানিয়েছেন, " দীর্ঘদিনের নেতা রাহুল সিনহা। ৩০ বছর ধরে দলের হাল ধরে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। তার মতন বড় নেতা সম্পর্কে কথা বলার কোনো যোগ্যতা আমার নেই। " রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি তথাগত রায়ও এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে চাননি। তিনি জানিয়েছেন, " এ প্রসঙ্গে আমার কোনো রকমের মন্তব্য নেই।" সামাজিক মাধ্যমে রাহুল সিনহার এহেন মন্তব্যের রাজ্য বিজেপির কোন রকমের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়নি বলে জানিয়েছেন বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। তিনি বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে ভাবমূর্তি দিয়ে রাজনীতি হয় না। মার্শাল অফ পলিটিক্স রমরমা এই রাজ্যে। কত সংখ্যক লোক কোন দলে রয়েছে এবং সেই দল পেশী শক্তি ব্যবহার করে যে প্রভাব বিস্তার করে তার ওপর ভিত্তি করেই রাজনীতি হচ্ছে এ রাজ্যে। রাজনীতিবিদদের সকাল-বিকেল দলবদল করতে দেখে অভ্যস্ত জনগণ। এবারের নির্বাচনে জনগণ দেখবে কোন দল তাদেরকে শারীরিক ভাবে রক্ষা করছে। তার ওপর ভিত্তি করেই তারা ভোট দেবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা থেকেও শারীরিক বেঁচে থাকার নিরাপত্তা অনেক বেশি অগ্রাধিকার পাচ্ছে গোটা রাজ্যজুড়ে। তার ওপর ভিত্তি করেই মানুষ ভোট দেবে। বিশ্বনাথবাবু আরো জানিয়েছেন যে বিজেপি যদি প্রকৃত অর্থে রেজিমেন্টেড দল হত তবে তৃণমূল থেকে আসা নেতাদের এত বাড়বাড়ন্ত থাকত না। গত শনিবার রাহুল সিনহা জানিয়েছিলেন আগামী ১০ থেকে ১২ দিনের মধ্যে পরবর্তী সিদ্ধান্তের কথা জানাবেন। পাশাপাশি ৪০ বছর বিজেপিকে সেবা করার পর এই প্রতিদানকে তিনি দুর্ভাগ্যের বলে অভিহিত করেছেন। তৃণমূল থেকে আসা নেতাদের জন্যই যে তাকে সরতে হয়েছে তাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। তৃণমূল থেকে আসা অনুপম হাজরাকে জাতীয় সম্পাদক করেছে বিজেপি। সেই কারণেই রাহুল বাবুর এত উষ্মা প্রকাশ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। রাহুল সিনহা যে বহু দশক ধরে বিজেপিকে সেবা করে চলেছেন সেদিকে আলোকপাত করতে গিয়ে চন্দ্র কুমার বসু জানিয়েছেন, " আটের দশকে যখন আমার বাবা রাজ্য বিজেপির সহ-সভাপতি ছিলেন তখন থেকেই এই দলের সঙ্গে যুক্ত রাহুল সিনহা।" প্রসঙ্গত একটা সময় রাজ্য বিজেপি বলতেই রাহুল সিনহা কথা সবার আগে আসত। রাজ্য বিজেপির মুখ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু একের পর এক রাজ্য রাজনীতিতে নির্বাচনী ভরাডুবির পর রাজ্য বিজেপির দায়িত্ব দেওয়া হয় দিলীপ ঘোষকে। তারপর থেকেই পশ্চিমবঙ্গে দলের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মেঘালয়ের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছেন উন্নয়ন-বঞ্চিত অসমের সাতটি গ্রামের জনতা

পলাশবাড়ি (অসম), ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মেঘালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হতে চাইছেন উন্নয়ন-বঞ্চিত অসমের সাতটি গ্রামের জনগণ। পাহাড়সম সমস্যার সমাধানে ন্যূনতম পদক্ষেপ নেননি পলাশবাড়ির বিধায়ক প্রণব কলিতা। সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে চিরদিনের বঞ্চিত মানুষ এভাবেই নিজেদের ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন।

বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে সচেতন নাগরিক তথা বুদ্ধিজীবী মহলে। কামরূপ গ্রামীণ জেলার অন্তর্গত পলাশবাড়ি অঞ্চলের সাতটি পশ্চাদপদ গ্রাম তথা প্রত্যন্ত অঞ্চল যথাক্রমে গরুবান্ধা, বেসিমারি, দেওয়ানবিল, বরগরাং, বেংগেলীলা, কটাবাড়ি এবং শান্তিবিলের বাসিন্দারা তাদের এলাকাগুলোকে মেঘালয়ের পশ্চিম খাসিপাহাড় জেলার সঙ্গে শামিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

ওই সাতটি গ্রামের বাসিন্দারা বিজেপি সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যসূচি থেকে বঞ্চিত থাকার জন্য দারুণ ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছেন। বিজেপি সরকার তাঁদের প্রতি মুখ ফিরিয়ে নেওয়ায় উন্নয়ন বঞ্চিত জনসাধারণ নিরুপায় হয়ে শেষমেষ সংলগ্ন মেঘালয় রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলোর জনগণের অভিযোগ, স্বাধীনতার ৭৩ বছর পরও তাঁদের এলাকায় কোনও ধরণের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম হয়নি। ওই সব গ্রামের বাসিন্দারা জানান, রাস্তাঘাটের যোগাযোগ, বিশুদ্ধ পানীয় জল, বিদ্যুৎ পরিষেবা, স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষার মতো মৌলিক প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। আধুনিক যুগে জনগণের সুবিধাসমূহের প্রতি চরম অবহেলা ও বঞ্চনার অভিযোগ তুলে ইতিমধ্যে অসম সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রতিবাদও সাব্যস্ত করেছেন তাঁরা।

পাশাপাশি আরও অভিযোগ করে তাঁরা জানান, তাঁদের এই দুরবস্থার জন্য স্থানীয় পলাশবাড়ির বিধায়ক প্রণব কলিতা দায়ী। গ্রামগুলোর একাধিক জ্বলন্ত সমস্যা দূর করতে স্থানীয় বিধায়ক প্রণব কলিতা ন্যূনতম পদক্ষেপ নেননি বলে খেদ ব্যক্ত করেছেন এলাকার দুর্দশাগ্রস্ত ভুক্তভোগী জনগণ। এদিকে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ক্ষুব্ধ জনগণ অসম ছেড়ে মেঘালয় রাজ্যের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির মতো কঠিন আগ্রহ তথা সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বুদ্ধিজীবী তথা সচেতন মহলে তীব্র উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। অসমের ভৌগোলিক সীমানা বিষয়ক স্পর্শকাতর এই বিষয়টি নিঃসন্দেহে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ব্যাপক রাজনৈতিক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা তীব্রতর হচ্ছে।

স্টেশনে হকার বসতে বাধা দেওয়ায় সিটু-র পক্ষ থেকে স্মারকলিপি

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বিভিন্ন স্টেশনে হকার বসতে বাধা দেওয়ায় সোমবার সিটু-র পক্ষ থেকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

লকডাউনে বন্ধ যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবা। বন্ধ লোকাল ট্রেন। এই সুযোগেই রেলের পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি রেল স্টেশনের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধির কাজ করছে পূর্বরেল। সম্প্রতি শিয়ালদা ডিভিশনের নতুন ডিআরএম শৈলেন্দ্র প্রতাপ সিং বেশ কয়েকটি স্টেশন পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। শিয়ালদা থেকে বসিরহাট, বসিরহাট থেকে বারাসাত হয়ে বনগাঁ, এরপর বনগাঁ থেকে রানাঘাট হয়ে গেদে পরিদর্শন করেন নতুন ডিআরএম। তিনি বলেন, যাত্রী সুরক্ষায় জোর দিতে নন-ইন্টারলকিংয়ের কাজ সম্পন্ন করা হবে এই লকডাউনের মধ্যেই। পাশাপাশি রেল স্টেশনের সৌন্দর্যায়নের কাজও চলছে জোরকদমে।

সোমবার সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যচান্ত মিশ্র জানান, "রেল সুরক্ষা বাহিনীর বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ হকার্সদের পক্ষ থেকে। দীর্ঘদিন স্টেশন চত্বরের বসতে দিচ্ছে না রেল প্রশাসন। প্রতিবাদে আজ সিটু-র পক্ষ থেকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।যারা হকারদের তাড়াচ্ছে, রেল তাদের তাড়াবে। কারণ রেল সুরক্ষা বেসরকারি করে দিয়েছে মোদি সরকার।"এ ব্যাপারে ডিআরএম বলেন, 'এটা রাজনৈতিক বিষয়, প্ল্যাটফর্মে হকার উচ্ছেদ নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কথা চলছে। সকলের মতামত নিয়েই কোনও ব্যবস্থা নেবে রেল'।

কলকাতা হাইকোর্টে

পাচের পাতার পর

(৯) ক্ষতিপূরণমূলক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীর পরিকল্পনা করা হয়েছে কিনা? এবং সাথে দাবি জানানো হয় (১) প্রকল্প সম্বন্ধীয় সব তথ্য জনসাধারণের জন্য প্রকাশ করতে হবে (২) অবিলম্বে জনশুনানী করে স্থানীয় মানুষের মতামত ও পরামর্শ নিতে হবে।

যথারীতি তাদের চিরাচরিত আচরণ এবং কায়দায় প্রশাসন নিরুত্তাপ ও নিরুত্তর থাকে। অবশেষে অভিযোগকারী সংগঠন কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়ে আইনী প্রতিকার প্রার্থনা করে। সংগঠনের ঝাড়গ্রাম জেলা সহ-সভাপতি অশোক মাহাত বলেন ঝাড়গ্রাম বাসীর স্বার্থে এবং পরিবেশ ধ্বংসের বিরুদ্ধে এই লড়াই চলবে।

শান্তিনিকেতন

পাচের পাতার পর

প্রসঙ্গত গত ১৭ আগস্ট মেলার মাঠে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা নিয়ে উত্তপ্ত হয় শান্তিনিকেতন। মাঠের পাঁচিল, ক্যাম্প অফিস, পৌষ মেলার গেট ভেঙে প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে তাণ্ডব চলে রাজনৈতিক মদতে, বলে বিশ্বভারতী তরফে অভিযোগ ওঠে । ঘটনার তদন্তে চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে কলকাতা হাইকোর্ট । সেই কমিটির সদস্যরা ২৬ সেপ্টেম্বর বিশ্বভারতীতে আসেন সেখানকার ছাত্র, আশ্রমিক, স্থানীয় মানুষ, ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে কথা বলার জন্য। কিন্তু, সেদিনের বৈঠকে সুরাহা মেলেনি। বরং, কমিটির নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে ব্যবসায়ী সমিতি বৈঠক বয়কট করে। কারণ তাদের দাবী, তদন্ত কমিটি আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েই বসে আছে ফেন্সিং করা হবে! আর সকলে চান মাঠে ফেন্সিং বা প্রাচীর কোনোটাই যেন না হয়। খোলা থাকুক সবটাই। কিন্তু, গতকাল অর্থাৎ ২৭ তারিখ বিশ্বভারতীতে আবার আসেন ওই কমিটির সদস্যরা। তারপরই আজ থেকে পাঁচিল শুরু করল কমিটি। বিশ্বভারতীর যুক্তি হাইপাওয়ার কমিটির সুপারিশ মত তারা ফেন্সিং কাজ শুরু করেছে। ৪০ দিন পর সেই মেলার মাঠে পাঁচিল দেওয়ার কাজ শুরু হওয়ায়, ফের বিতর্ক দেখা দিল ।

শান্তিনিকেতনের প্রবীণ আশ্রমিক সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য বলেন, আমরা বিস্মিত এই কারণে যে গোটা বিষয়টি আলোচনার পর্যায়ে আছে এবং তা উচ্চ আদালতের নির্দেশে। আদালত নিয়োজিত কমিটির সাথে দ্বিতীয় দফার বৈঠকে আমি মেলার মাঠ, ও অন্যান্য জায়গা পাঁচিল দিয়ে ঘেরার বিরুদ্ধে লিখিত বক্তব্য আকারে পেশ করেছি।ি

উদ্বোধন করল ইরান

তিনের পাতার পর

৮০ মিলিমিটারের এই রকেটের নাম দেয়া হয়েছে ফাদাক। লক্ষ্যবস্তুতে আঘাতের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত এই রকেটের গতিপথ পরিবর্তন করা যায়। ইরান এ পর্যন্ত ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য বিভিন্ন ধরণের গাইডেড রকেট ও ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করলেও আকাশ থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য রকেট এটিই প্রথম।-

১ হাজার ৪০৭ জন

তিনের পাতার পর

উল্লেখ্য, গত বছরের ডিসেম্বরে চিন থেকে উৎপত্তি হওয়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১৩টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারী ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

এবার রবিবারও মিলবে মেট্রো পরিষেবা

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি স): ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে পরিস্থিতি। ইতিমধ্যেই আনলক হয়েছে কলকাতা মেট্রো। যাত্রীদের নিয়ে ইতিমধ্যেই ছুটতে আরম্ভ করেছে মেট্রো। আর এবার থেকে রবিবারও মিলবে মেট্রো পরিষেবা। আগামী ৪ অক্টোবর রবিবার থেকে সপ্তাহের সাতদিনই কলকাতায় ছুটবে মেট্রো।

নিউ নরমালে যাত্রীদের সুবিধার্থে চালু হয়েছে মেট্রো। মেট্রো চালু হতেই দিন বাড়ছে যাত্রীসংখ্যা। করোনা আবহে এতদিন পর্যন্ত সোম থেকে শনি মেট্রো চললেও এবার থেকে রবিবারও চলবে। আগামী ৪ অক্টোবর থেকে রবিবারও চলবে মেট্রো। রবিবার কুড়ি মিনিট অন্তর চলবে মেট্রো। রবিবার আপডাউন মিলিয়ে চলবে মোট ৫৮ টি ট্রেন। আর রবিবার বয়স্কদের জন্য সারাদিন ই পাসে ছাড় থাকছে। করোনা পরিস্থিতিতে নেই টোকেনের ব্যবস্থা। যাত্রা করতে গেলে স্টেশনে ঢোকার জন্য অ্যাপ মারফত নিতে হচ্ছে ই-পাস।

অন্যদিকে, মেট্রো যাত্রীদের সুবিধার্থে আজ সোমবার বাড়লো শেষ মেট্রো ছাড়ার সময়। সন্ধ্যা সাতটায় শেষ মেট্রো যেখানে মিলছিল সেখানে আগামীকাল থেকে শেষ মেট্রো মিলবে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়। যাত্রী সংখ্যা বেড়ে যাওয়াতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। তবে, কোনও যাত্রীকে মাস্ক ছাড়া ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না স্টেশন চত্বরে। তাপমাত্রা মেপে জীবাণুমুক্ত করে তবেই অনুমতি মিলছে স্টেশনে ঢোকার।

নিয়োগের দাবিতে জেলাশাসকের দ্বারস্থ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাথমিক টেট পরীক্ষার্থীরা

বাঁকুড়া, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ডি এল ইডি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত টেট উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরা সরাসরি নিয়োগের দাবিতে জেলা শাসকের দ্বারস্থ হলেন। জেলার প্রায় দুই হাজারের অধিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পরীক্ষার্থী সোমবার মিছিলসহকারে জেলাশাসকের দফতরের সামনে হাজির হয়। পরে এক প্রতিনিধি দল জেলা শাসকের হাতে তাদের দাবি তুলে দেয়।

পরীক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য ২০১৫ সালের প্রাথমিক টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও প্রশিক্ষণ না থাকার কারণে তাদের নিয়োগ করা হয়নি।সেই সময় শিক্ষা দফতর থেকে বলা হয়েছিল উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের ডি এল ই ডি প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর চাকুরীতে নিয়োগ করা হবে। কিন্তু দীর্ঘ চার বছর পেরিয়ে যাবার পরেও আজও তাদের নিয়োগ করা হয়নি।বহু বেকার যুবক ঋণ ধার করে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তারা হতাশ হয়ে পড়েছেন। পরীক্ষার্থীদের বক্তব্য বর্তমানে প্রাথমিকে পঞ্চম শ্রেণী অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বহু বিদ্যালয়ে শূন্যপদে সৃষ্টি হয়েছে, সেইসব শূন্যপদে মানবতার দৃষ্টিতে তাদের নিয়োগের ব্যবস্থা করা হোক। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে সারা রাজ্য জুড়ে জেলা স্তরে সরাসরি নিয়োগের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়েছে।

পানিসাগরে

● **প্রথম পাতার পর**

ধারণ করে। এ ঘটনায় বেশ কয়েকজন অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন। ঘটনার খবর পেয়ে পানিসাগর থানার পুলিশ বিয়ে বাড়িতে ছুটে আসে। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। শ্লীলতাহানীর শিকার দুই নাবালিকার পরিবারের তরফ থেকে অভিযুক্তদের দাম দাম উল্লেখ করে পানিসাগর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানে এ ধরনের কর্মকাণ্ড কে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এ ধরনের কাজ কর্মে যুক্ত সমাজ বিরোধীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

স্মারকলিপি

● **প্রথম পাতার পর**

বেশ কয়েকজন আন্দোলনকারীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

এদিকে, কৃষি বিলের বিরোধিতায় রাজভবন ঘেরাও অভিযানে কংগ্রেসের একটি মিছিলকে পুলিশ মাঝপথেই আটকে দিয়েছিল। অ্যাডভাইজার চৌমুহনি থেকে শুরু হয়ে মিছিলটিকে কর্নেল চৌমুহনিতে আটকে দেয় পুলিশ। পুলিশের বাধা দেওয়ার ঘটনায় ক্ষুব্ধ আন্দোলনকারীরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কুশপুত্তলিকা দাহ করেছেন।

শিক্ষকদের

● **প্রথম পাতার পর**

চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের স্থায়ী সমাধান না হোক। তাই, সরকারের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে একাংশ চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের আন্দোলনে নামিয়েছেন। তাঁরাও মানিক সরকারদের ষড়যন্ত্রে বিভ্রান্ত হয়েছেন। তাই আজ বিরোধী দলনেতার সরকারি বাসভবন ঘেরাও করেছি আমরা। তাঁর মুখোশ খুলে দেওয়ার জন্যই আজ আমরা রাস্তায় নেমেছি, বলেন তিনি।

ছিনতাই

● **প্রথম পাতার পর**

আক্রান্ত যুবক জানিয়েছে ছিনতাইকারীরা দুজন ছিল।সোনামুড়া পাহাড়পুর এলাকায় ছিনতাইয়ের ঘটনা কে কেন্দ্র করে এলাকার জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।অভিযুক্তদের খুঁজে বের করে কটুর শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য স্থানীয় জনগণের তরফ থেকে জোরালো দাবি উঠেছে।

এক অভিযুক্ত

আটের পাতার পর

আজ দুপুরে বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা আদালতে তোলে হামলাবাজ নন্দ লাল শীলকে। শুধু নন্দলাল শীল নয় নিগ্রহ কান্ডে জড়িত বাকি মুল মাষ্টার মাইন্ডের আটক করার জন্য সাংবাদিক মহলে দাবি তুলছে।

অমিত শাহের

আটের পাতার পর

সময় ধরে বলিউড চলচ্চিত্রজগতের সংগীতে এক বৃহৎ পরম্পরা তৈরি করে গিয়েছেন। গায়িকা হিসেবে তিনি নিজেই আস্ত একটা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছেন। ভারত সরকারের তরফ থেকে তাঁকে একাধিক সম্মানে ভূষিত করেছে। এমনকি লতা মঙ্গেসকারের একাধিক বাংলা গান রয়েছে যা আজও সমানভাবে জনপ্রিয়।

মৃত্যু যুবকের

আটের পাতার পর

ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতি অনুশীলনরত ওই যুবকের আকস্মিক মৃত্যুর জন্য রাজ্য সরকারের কাছে যুবকের পরিবারকে ২০ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, অসম পুলিশের চাকরির বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পর থেকে রাজ্যের বহু যুবক এই সব পদের জন্য আবেদন করে শারীরিক কসরৎ শুরু করে দিয়েছেন। তবে দিন গত ২০ সেপ্টেম্বর পুলিশের এসআই পদে লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনার পর পুলিশে নিযুক্তি প্রক্রিয়াতেও দুর্নীতি প্রকাশ্যে চলে আসে। মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে এখন পর্যন্ত ১৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে মূল দুই অভিযুক্ত রাজ্য পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত ডিআইজি পিকে দত্ত এবং বিজেপি নেতা দিবন ডেকা এখনও ফেরার।

বিদ্যুৎ বিল নিয়ে জলেফায় অসোন্তুষ্ট গ্রাহকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলেফা, ২৮ সেপ্টেম্বর।। বিদ্যুৎ বিল নিয়ে চরম অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন জলেফার কয়েকজন গ্রাহক। দুই মাস যাবত দ্বীগুন বিল আসছে বলে অভিযোগ। যাদের বাড়িতে মাসে ৪০০ টাকার বিল আসতো এখন ৯০০ টাকার উপরে বিল এই নিয়ে ভোক্তাদের মধ্যে চরম অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। জলেফার রামজিপাড়ার বাসিন্দা রত্না দেবনাথ অভিযোগ করেছেন, তাঁর বাড়িতে দুটি বাল্ব জ্বলে। এতে ৪০০ টাকা প্রতিমাসে বিল দিতেন। কিন্তু, এক মাস যেতে না যেতেই ৯০০ টাকার বিল এসেছে। তাতে তিনি হতাশ হয়ে বিদ্যুৎ নিগমের অফিসে গেলে কোন রকমের উত্তর পাওয়া যায়নি।

বক্সনগরে ভাড়া নিয়ে অসন্তোষ্ট যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৮ সেপ্টেম্বর।। করোনা পরিস্থিতিতে সরকারি নিয়ম অনুসারে যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে যান চালকরা অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বক্সনগর থেকে কলমচৌড়ার ভাড়া হচ্ছে, ১০ টাকা। এবং সোনামুড়া থেকে বক্সনগরের ভাড়া ২৫টাকা। করোনার দুহাই দিয়ে এই ভাড়া দ্বিগুন করে নিয়েছে যান চালকরা। ভাড়া নিয়ে প্রতিদিন যান চালকদের সাথে যাত্রীদের বাক্‌বিতন্ডা হচ্ছে। বিষয়টি সুষ্ঠ সমাধানের জন্য নিত্য যাত্রীরা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।

গিল্ডে স্রোত প্রকাশনার সদস্যপদ খারিজ

আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা পাবলিসার্স গিল্ডের কুমারঘাটের স্রোত প্রকাশনার সদস্যপদ খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। গিল্ডের তরফ থেকে সম্পাদক রঘুনাথ সরকার সোমবার এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন, গিল্ডে স্রোতের স্বীকৃত প্রতিনিধি ছিলেন গোবিন্দ ধর। গত বছর দেড়েক ধরে সামাজিক মাধ্যমকে ব্যবহার করে গোবিন্দ ধর দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মহিলাদের সঙ্গে অসুভন বার্তালাপ করেছিলেন বলে ফেইসবুকে গুরতর অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছিল। গিল্ডের কার্যকরি কমিটি দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত স্রোত প্রকাশনার সদস্যপদ খারিজ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

সচিন পাইলট সম্ভবত এআইসিসির প্রধান মুখপাত্র নিযুক্ত হচ্ছেন

।। অভিজিৎ রায়চৌধুরী।। নয়াদিল্লী, ২৮ সেপ্টেম্বর।। কর্ণাটকের জেনারেল সেক্রেটারি ইনচার্জ হিসাবে রণদীপ সুরজেওয়ালার নিযুক্তির পরে কংগ্রেস মহলে গুঞ্জন এখন কংগ্রেস পার্টির প্রধান মুখপাত্রের প্রস্তাবিত নতুন নিয়োগ নিয়ে। পার্টির প্রধান মুখপাত্র কে হবে দলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী মনে করা হচ্ছে।

কংগ্রেসের একজন প্রবীণ নেতা বলেছেন, এআইসিসির মুখপাত্র মিঃ রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা দীর্ঘ পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে ভালভাবে কাজ করছেন এবং সঙ্কটের সময়ে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ করে গেছেন।

অনেক নামই উঠে এসেছে, তবে এআইসিসি এমন নেতার দিকে তাকিয়ে আছেন যাঁর দলীয় বিষয়গুলিতে ভাল উপলব্ধি রয়েছে এবং হিন্দি ও ইংরেজি উভয় ক্ষেত্রেই তার বক্তব্য রাখার দক্ষতা আছে। কংগ্রেস পার্টির সূত্র অনুসারে জানা যায় যে শচীন পাইলট এর নাম উঠে এসেছে। কারণ বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়ানো এবং দলের দৃষ্টিভঙ্গি কার্যকরভাবে কার্যকর করার মতো তাঁর প্রতিটি গুণ রয়েছে। তাছাড়া তরুণদের দলভুক্ত কবার উপরও গুরুত্ব দিচ্ছে এআইসিসি।

ডিসেম্বর

● **প্রথম পাতার পর**

গিয়ে প্রশাসনের আধিকারিকরা জনরোষের মুখে পড়েছিলেন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যে তাঁদের পালিয়ে আসতে হয়েছে। সবমিলিয়ে ব্রু শরণার্থীদের পুনর্বাসনে উত্তর ত্রিপুরায় আপত্তি সর্বত্রই।

ত্রিপুরার রাজপরিবারের সদস্য প্রদ্যুৎকিশোর দেববর্মণ এই সুযোগে ব্রু শরণার্থীদের পুনর্বাসন নিয়ে আইনি লড়াইয়ে নেমেছেন। তিনি বলেন, গত জানুয়ারিতে চারস্তরীয় চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। মাঝে করোনা-র প্রকোপ বৃদ্ধিতে চুক্তি মেনে ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসনে বিলম্ব হয়েছে। কিন্তু, এখনও কোনও উদ্যোগ ত্রিপুরা প্রশাসনের তরফে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। তাই, আদালতের দরজায় কড়া নাড়তে হয়েছে। তাঁর কথায়, ব্রু শরণার্থীদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া ভেস্তে দেওয়ার লক্ষ্যে কাঞ্চনপুরে আন্দোলন শুরু হয়েছে। তাঁর দাবি, বিচারাধীন মামলা নিয়ে আর বেশি কিছু বলতে চাইছি না।

এদিকে, আজ ত্রিপুরা হাইকোর্টে ওই মামলার শুনানিতে অ্যাডভোকেট জেনারেল অরুণকান্তি ভৌমিক মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেন। তিনি বলেন, প্রদ্যুৎ কিশোরের ওই মামলা কোনও ভাবেই জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট নয়। কিন্তু আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী অরুণ দেববর্মা মামলার গুরুত্ব আদালতে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আকিল কুরেশি এবং বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্রের ডিভিশন বেঞ্চ ওই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন আগামী ৭ ডিসেম্বর ধার্য করেছে।

এদিন প্রধান বিচারপতি আকিল কুরেশি শুনানি পর্বে বলেন, ব্রু শরণার্থীদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিষয় সম্পূর্ণ সামাজিক এবং রাজনৈতিক। তাতে আদালতের কোনও ভূমিকা নেই। তবে ব্রু শরণার্থীদের পুনর্বাসনে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে সঠিকভাবে কাজ করা উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি। সেক্ষেত্রে আদালত ব্রু শরণার্থীদের পুনর্বাসনের প্রক্রিয়ায় নজর রাখবে, বলেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। তিনি দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে শরণার্থী সমস্যায় সমাধান না হওয়ায় উষ্মা প্রকাশ করেন।

এদিকে, নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চের সভাপতি রঞ্জিত নাথ ওই মামলা নিয়ে প্রদ্যুৎ কিশোরের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, প্রদ্যুৎ কিশোর ত্রিপুরায় ব্রু শরণার্থী ইস্যুতে দাঙ্গা বাঁধাতে চাইছেন। কারণ বাঙালিরা ব্রু শরণার্থীদের জন্য নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, ভিটেমাটি ছেড়েছেন, তাতে তিনি মোটেও চিন্তিত নন।

রঞ্জিত নাথের কথায়, গত ২৩ বছর ধরে বহু জ্বালা সহ্য করেছি, এখন মুখ বুঝে থাকতে রাজি নই। তাই ব্রু শরণার্থীদের অধিকাংশকে কাঞ্চনপুর মহকুমায় পুনর্বাসন মেনে নেব না। তিনি বলেন, চুক্তি মেনে সারা ত্রিপুরায় তাঁদের পুনর্বাসন দেওয়া হোক। তাতে কোনও আপত্তি নেই। কাঞ্চনপুর মহকুমায় ৫০০ পরিবারকে পুনর্বাসনে আমরা সম্মতি জানাই। কিন্তু ব্রু নেতাদের দাবি মেনে ৪,৬০০ পরিবারকে কাঞ্চনপুর মহকুমায় পুনর্বাসনে আমাদের আপত্তি রয়েছে, সাফ জানিয়েছেন তিনি।

হচ্ছে

● **প্রথম পাতার পর**

হয়েছে যাতে তারা আত্মনির্ভর হতে পারেন।

অনুষ্ঠানে পর্যটন দফতরের সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার মিলে রাজ্যের প্রত্যেকটি পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে মোস্ট অ্যাট্রাক্টিভ ডেস্টিনেশন হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি বলেন, আগামীদিনে অমরপুর ছবিমুড়া থেকে ডম্বুর জলাশয় পর্যন্ত একটি টুরিস্ট সার্কিট বানানোর পরিকল্পনা চলছে যাতে দেশ বিদেশের পর্যটকরা উদয়পুর মাতাবাড়ি হয়ে ছবিমুড়া এবং ডম্বুর জলাশয়ের নারকেলকুঞ্জ একসাথে ভ্রমণ করতে পারেন। তার প্রচেষ্টা চলছে। অনুষ্ঠানে করবুকের মহকুমাশাসক ডম্বুর জলাশয়ে পর্যটকদের সুবিধা প্রদানে কী কী করা যায় সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা হবে বলে জানান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেছেন পর্যটন দফতরের অধিকর্তা রাভেল হেমেন্দ্র কুমার। তিনি স্বদেশ দর্শন স্কিমে নারকেলকুঞ্জে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের উল্লেখ করেন এবং সোসাইটির সহায়তা কামনা করেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মুখছড়ি এডিসি ভিলেজের চেয়ারম্যান রঙ্গমালা চাকমা। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিগণ ওয়াটার স্কুটারে ডম্বুর জলাশয় ভ্রমণ করেন।

ক্রীড়াঙ্গন

অপরাজিত ২৪৬ করেও ‘স্বার্থপর’ অপবাদ গায়ে মেখে পরের টেস্টে বাদ!

একটা জায়গায় জিওফ বয়কট একেবারেই আলাদা। ঠোঁটকাটা স্বভাবের কথা বলা হচ্ছে না। এ ব্যাপারে বয়কটের যথেষ্টই সুনাম থাকার পরও মনের কথা অকপটে বলে ফেলার ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গীসাথি আছে। তাৎক্ষণিকভাবে মনে পড়ছে ইয়ান চ্যাপেলের কথা। চ্যাপেলদের বড় ভাই কোনো কিছু নিয়ে সমালোচনা করলে তাতে লবণ ও মরিচ দুটোই মিশে থাকে। জিওফ বয়কটের যে অনন্য তার কথা বলা হচ্ছে, সেটি ক্রিকেটীয়ই। ক্রিকেট ইতিহাসে বয়কটই একমাত্র ব্যাটসম্যান, টেস্টে নিজের সর্বোচ্চ স্কোরের কথা উঠলে যাঁর মন খারাপ হয়ে যায়। সেই সর্বোচ্চ স্কোর অপরাজিত ২৪৬। টেস্ট ক্রিকেটে যেটি তাঁর একমাত্র ডাবল সেঞ্চুরিও। মন খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণ, এই ইনিংস খেলার পর তিনি পরের টেস্ট থেকে বাদ পড়েন।

ডাবল সেঞ্চুরি করার পরও পরের টেস্ট থেকে বাদ পড়া ব্যক্তি বয়কট একা নন। ভারতের করুন নায়ার তো অপরাজিত ট্রিপল সেঞ্চুরি করেও পরের টেস্ট থেকে বাদ পড়েছেন। সেই ট্রিপল সেঞ্চুরিও মাত্র তৃতীয় টেস্টেই। জীবনের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরিকে ট্রিপলে রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রেও করুন নায়ার ছিলেন তৃতীয় (বাকি দুজন ববি সিম্পসন ও স্যার গ্যারি সোবার্স)।

এমন ক্রিকেটারও আছেন, অপরাজিত ডাবল সেঞ্চুরি করার পরও যিনি শুধু পরের টেস্ট থেকেই বাদ পড়েননি, সেটিই হয়ে গেছে তাঁর জীবনের শেষ টেস্ট ম্যাচ। জ্যাসন গিলেস্পির সেই ডাবল সেঞ্চুরি বাংলাদেশের বিপক্ষে। ২০০৬ সালে চট্টগ্রাম টেস্টে নাইটওয়াচম্যান হিসেবে ব্যাটিং করতে নেমে ডাবল সেঞ্চুরি করে ফেলার পর সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছিলেন সম্ভবত তিনি নিজেই। অস্ট্রেলিয়ার পরের টেস্টে গিলেস্পির বাদ পড়ায় এই ডাবল সেঞ্চুরি কোনো ঢালই হতে পারেনি। তাঁকে তো আর ব্যাটিংয়ের জন্য দলে নেওয়া হয়নি। গিলেস্পি অবশ্য বলতেই পারেন, যে জন্য নেওয়া হয়েছিল, সেই বোলিংয়েই আমাকে ব্যর্থ বলেন কীভাবে? স্পিন অধ্যুষিত সেই টেস্টে অস্ট্রেলিয়া খেলতে নেমেছিল মাত্র দুজন ফাস্ট বোলার নিয়ে। দুই ইনিংস মিলিয়ে ২০ ওভার বোলিং করে ব্রেট লির মাত্র একটি উইকেট। যেখানে প্রথম ইনিংসে মাত্র ৫ ওভার বোলিং করেই বাংলাদেশের প্রথম তিনটি উইকেট নিয়েছেন গিলেস্পি, দ্বিতীয় ইনিংসে বোলিংই পেয়েছেন মাত্র ৪ ওভার। করুন নায়ারের বাদ পড়াটা বিরাট কোহলি প্রবর্তিত ভারতের নতুন দলীয় সংস্কৃতির পার্শ প্রতিক্রিয়া। ২০১৬ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে নায়ার সুযোগ পেয়েছিলেন অজিঙ্কা রাহানের ইনজুরির কারণে। বাংলাদেশের বিপক্ষে ভারতের পরের টেস্টের আগে কোহলি ঘোষণা করলেন, দুই বছর ধরে রাহানে ধারাবাহিকভাবে দলকে যা দিয়ে গেছেন, তাতে নিজের দোষ নেই, এমন একটা কারণে দলে তাঁর জায়গা কেড়ে নেওয়াটা অন্যায় হবে। অজিঙ্কা রাহানে তাই দলে ফিরলেন, ট্রিপল সেঞ্চুরি করেও বাইরে বসে থাকলেন করুন নায়ার। ৮২ রানের ঝকঝকে এক ইনিংস খেলে রাহানে অধিনায়কের মুখও রাখলেন।

অপরাজিত ২৪৬ রান করেও জিওফ বয়কটের বাদ পড়ায় এমন ভিন্নতর কোনো বিবেচনা ছিল না। এমন একটি ইনিংস খেলার পরও বাদ পড়েছেন বলেই তো বিস্ময়। সেই বিস্ময় আরও বাড়বে, যখন বলা হবে, এমন একটা ইনিংস খেলার কারণেই আসলে বাদ পড়েছিলেন বয়কট। তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছিল ‘মাত্রাতিরিক্ত ধীরগতি’র ব্যাটিং করায়। কারণ হিসাবে এটি বললে তাও একটা ভদ্রতার আবরণ থাকত। ইংলিশ সিলেকশন কমিটির চেয়ারম্যান ডগ ইনসোল আনুষ্ঠানিকভাবেই জানিয়ে দেন, জিওফ বয়কটকে বাদ দেওয়া হয়েছে স্বার্থপর ব্যাটিংয়ের কারণে।

জিওফ বয়কটের ওই মহা বিতর্কিত ইনিংস ১৯৬৭ সালে ভারতের বিপক্ষে সিরিজে। সেটিও আবার বয়কটের হোমগ্রাউন্ড লিডসের হেডিংলিতে। নিয়মকে প্রমাণ করা দু”একটা ব্যতিক্রম বাদ দিলে দ্রুত রান করার ‘দুর্নাম’ জিওফ বয়কটের কখনোই ছিল না। অখণ্ড মনঃসংযোগ আর দুর্দান্ত টেকনিকে ভর করে রানের দিকে না তাকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যাটিং করে যাওয়াটাই ছিল তাঁর ট্রেডমার্ক। যে কারণে মনে একটা প্রশ্ন জাগতে বাধ্য, এই ইনিংসে বয়কট এমন কী করেছিলেন যে, এমন বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন নির্বাচকেরা?

পুরো ইনিংসের পরিসংখ্যান থেকে এর উত্তর পাওয়া কঠিন। ৫৭৩ মিনিটে ৫৫৫ বল খেলে বয়কটের ওই অপরাজিত ২৪৬। চার মেরেছেন ৩০টি, ছয় ১টি। স্ট্রাইক রেট ৪৪.৩২। এখনো একেবারে আঁতকে ওঠার মতো কিছু নয়। সেই সময়ের বিচারে তো আরও না। এটি পুরো ইনিংসের হিসাব। ডাবল সেঞ্চুরি করেছিলেন কত বলে, তা কোথাও খুঁজে পেলাম না। তবে রেকর্ড ঘেঁটে বলের হিসাবে টেস্টে সবচেয়ে ধীরগতির ১৪টি ডাবল

সেঞ্চুরির যে তালিকাটি পাচ্ছি, তাতে বয়কটের নাম নেই। তাহলে এই ইনিংস নিয়ে এত হইচই হয়েছিল কেন? এমনও নয় যে, বয়কটের এই ইনিংসের কারণে ইংল্যান্ড জয়বঞ্চিত হয়েছে। ইংল্যান্ড ৪ উইকেটে ৫৫০ রান করে প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার করার পর ভারত অলআউট হয়ে গিয়েছিল মাত্র ১৬৪ রানে। ফলো অন করতে নেমে মনসুর আলী খান পাতৌদির ১৪৮ রানের দারুণ এক ইনিংসের কল্যাণে ভারত ৫১০ রান করে ফেললেও ইংল্যান্ড হেসেখেলে ৬ উইকেটে জিতে যায়। সেটিও পঞ্চম দিনে ৪৭.৩ ওভারেই। তাহলে বয়কটের ওপর এমন খড়্গ নেমে এসেছিল কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর পেতে টেস্টের প্রথম দিনে ফিরে যেতে হবে। টসে জিতে ব্যাটিং করতে নেমে দিন শেষে ইংল্যান্ডের রান ৩ উইকেটে ২৮১। সেই সময়ের বিচারে অনেক ভালো। তবে নির্বাচকদের চোখে সেটি বয়কটের কারণে হয়নি, সেটি হয়েছে বয়কট থাকা সত্ত্বেও। সারা দিন ব্যাটিং করে বয়কট অপরাজিত ১০৬ রানে। সেশন ধরে ধরে হিসাব করলে আরও পরিষ্কার হবে চিত্রটা। লাঞ্চ পর্যন্ত প্রথম সেশনে বয়কট করেছেন ২৫ রান। মাঝখানে একটা সময় ৪৫ মিনিট কোনো রান করতে পারেননি। দ্বিতীয় ঘণ্টায় রান তাই ৮। লাঞ্চ থেকে টি পর্যন্ত সময়ে বয়কটের বিচারে রীতিমতো ‘ঝোড়ো ব্যাটিং’ করে ৫০ রান, শেষ সেশনে করেছেন ৩১।

বয়কটের ব্যাটিংয়ের ধরন জেনেও ব্রিটিশ প্রেস কেন সম্মিলিতভাবে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তা একটা রহস্য বটে। পরের দিন ইংল্যান্ডের সব পত্রিকায় একযোগে বয়কটের মুণ্ডুপাত করা হলো। একেক পত্রিকার একেক ভাষা। তবে সুরটা সর্বজনীন। বয়কট যে ব্যাটিং করেছেন, সেটি মাঠ থেকে দর্শক তাড়ানোর ব্যাটিং। পরদিন চার ঘণ্টারও কম সময়ে ১৪০ রান করে ফেলায় সেই সমালোচনার কোনো ভূমিকা নেই বলে বরাবরই দাবি করে এসেছেন বয়কট, তবে সর্বনাশ যা হওয়ার তা প্রথম দিনেই হয়ে গেছে। নির্বাচকদের করণীয়টাও বলে দিয়েছে ‘ডেইলি মিরর’ পত্রিকা। ‘স্লিং বয়কট আউট!’ শিরোনাম যেন চিৎকার করছে পত্রিকার পাতায়। এর ওপরে ছোট টাইপে যা লেখা, সেটির মর্মার্থ: হামাগুড়ি দেওয়া এই ব্যাটিংয়ের পর বয়কটকেও ব্যারিংটনের মতো শাস্তি দেওয়া উচিত।

তা এখানে ব্যারিংটন আসছেন কোত্থেকে? আসছেনই না, প্রবলভাবে আসছেন। ডাবল সেঞ্চুরি করার পরও বয়কটের বাদ পড়ায় প্রচ্ছন্ন ভূমিকা আছে তাঁর ইংল্যান্ড টিমমেট কেন ব্যারিংটনেরও। দুই বছর আগে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে এজবাস্টনে সেঞ্চুরি করার পরও পরের টেস্টে ব্যারিংটনকে বাদ দিয়েছিল ডগ ইনসোলের এই নির্বাচক কমিটিই। অপরাধ একই রকম। ১৩৭ রান করতে ব্যারিংটন ৪৩৫ মিনিট লাগিয়ে ফেলেছিলেন। মজার ব্যাপার হলো, সেই টেস্টেও ইংল্যান্ড অনেক সময় বাকি থাকতেই ৯ উইকেটে জিতেছিল। ব্যারিংটনের জন্য এক বিচার, আর বয়কটের জন্য আরেকএটা তো আর হতে পারে না। লর্ডসে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের দল থেকে তাই বাদ দেওয়া হলো বয়কটকে। ব্যারিংটনের সময় যেটি সরাসরি বলা হয়নি, সেটিও এখানে আর গোপন থাকল না। ‘স্বার্থপরতা’র সিল লাগিয়ে দেওয়া হলো বয়কটের গায়ে। যে দাগ তাঁকে বাকি ক্যারিয়ারজুড়ে বহন করতে হয়েছে বলে এখনো দুঃখ হয় বয়কটের। দুঃখের চেয়েও বেশি হয় রাগ। সিলেকশন মিটিংয়ে থাকলেও তাঁকে বাদ দেওয়ায় সেই সিরিজে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক ব্রায়ান ক্লোজের কোনো ভূমিকা ছিল না জানার পর তাঁর ওপর রাগটা কমেছে। তবে ডগ ইনসোলকে এখনো ক্ষমা করতে পারেননি। বিবিসির টেস্ট ম্যাচ স্পেশালে কমেন্টি করার সময় সহ-ধারাভাষ্যকার কখনো কখনো খোঁচা দিয়েছেন এ নিয়ে। রাগে গড়গড় করতে করতে বয়কট বলেছেন, জ্জদ্রুস্দ্রনত্র-এর নামটা ‘জ্জ’-এর বদলে ‘ঙ’ দিয়ে লেখা উচিত।

বয়কট নিজে তাঁর ব্যাটিংয়ে কোনো সমস্যা খুঁজে পাননি। বরং প্রথম দিনের পুরোটা নির্বিঘ্নে কাটিয়ে দিতে পেরে তৃপ্তিই বোধ করেছিলেন। সেটির অবশ্য কারণও ছিল। ওই টেস্টের আগে তাঁর ফর্ম ছিল খুবই খারাপ। ৯টি ফার্স ক্লাস ইনিংসে করেছেন মাত্র ১২৪ রান, কাউন্টি ক্রিকেটে একমাত্র ‘পেয়ার’টিও ওই সময়ে। লিডস টেস্টে তাই তাঁর দলে জায়গা পাওয়া নিয়েই সংশয় ছিল। ওই অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে টেস্টে প্রায় আড়াই শ রান করা শুধু স্কিল নয়, প্রচণ্ড মানসিক শক্তিরও প্রমাণ। ব্রায়ান ক্লোজও পরে এই কথাটাই বলেছিলেন, ‘অন্য সময় হলে জেদ আর দৃঢ়প্রতিজ্ঞার একটা উদাহরণ হতো এই ইনিংস। কিন্তু টেস্টের প্রথম দিন বলেই সেটি সবার অমন চোখে লেগেছে।’কেন ব্যারিংটন: বয়কটের মতো অভিজ্ঞতা আগেই হয়েছিল তাঁর। ছবি:সংগৃহীত

টেস্টের প্রথম দিন বলে সমস্যা হবে কেন, সেটা অবশ্য বোঝা কঠিন। টেস্টের প্রথম দিন তো জয়ের পথযাত্রার বাকি চার দিনের ভিত্তি গড়ার দিন। ধীরগতির ব্যাটিং তো সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় দ্বিতীয় ইনিংসে প্রতিপক্ষকে কোনো টার্গেট সেট করতে দেওয়ার সময়, বা নিজেরা রান তাড়া করার সময়। ও হ্যাঁ, ফিল্ডিংয়ের সময় অ্যাংকেলে চোট পাওয়ায় ওই টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংই করেননি বয়কট। তাঁর বদলে ওপেন করেন প্রথম ইনিংসে ৩ নম্বরে ব্যাটিং করা কেন ব্যারিংটন। বয়কটের বাদ পড়ায় তাঁর যে প্রচ্ছন্ন ভূমিকা ছিল, সেটি তো বলেছিই। প্রত্যক্ষ ভূমিকাও যে একেবারেই ছিল না, তা নয়। এমনিতে ব্যাটিং করার ধরনে ব্যারিংটনকে বলতে পারেন বয়কটের ছোট ভাই। স্টোনওয়ালার হিসেবেই যিনি বেশি বিখ্যাত। প্রথম ইনিংসে বয়কটের সঙ্গে ১৩৯ রানের দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে সেই ব্যারিংটনের অবদান ৯৩। বয়কটকে আরও বিরক্তিকর করে তোলায় যা কিছুটা হলেও ভূমিকা রেখেছে। বয়কটের সঙ্গে ভুল—বোঝাবুঝিতে রানআউট হয়ে যাওয়ায় সেঞ্চুরি পাননি, তবে দ্বিতীয় ইনিংসেও ৪৬ রান করে ব্যারিংটনই সে টেস্টে ম্যান অব দ্য ম্যাচ। সেঞ্চুরি করেও ধীরগতির ব্যাটিংয়ের কারণে বাদ পড়াতেই শুধু এই দুই ইংলিশ গ্রেটের মিল শেষ নয়, চাইলে আরেকটি কাকতালীয় যোগসূত্রও খুঁজে পাওয়া যায় দুজনের মধ্যে। ১৯৬৭ সালের যে দিনে বয়কটের ওই অপরাজিত ২৪৬ রান, ১২ বছর আগে ঠিক সেই দিনেই টেস্ট অভিষেক হয়েছিল কেন ব্যারিংটনের। ইংল্যান্ডের পক্ষে এখনো তৃতীয় সর্বোচ্চ ব্যাটিং গড়ের (৫৮.৬৭) মালিকের টেস্ট ক্যারিয়ার শুরু হয়েছিল শূন্য রানে আউট হয়ে।

বাদ পড়ার পর বয়কট কী করেছিলেন, সেটি না বললে লেখাটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। চ্যাম্পিয়নরা যেভাবে জবাব দেয়, বয়কটও সেভাবেই দিয়েছিলেন। ইংল্যান্ড যখন লর্ডসে ভারতের সঙ্গে টেস্ট ম্যাচ খেলছে, কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে রানবন্যা বইয়ে দেন। চার ইনিংসে করেন ৫৮৪ রান। আউট মাত্র একবার। এজবাস্টনে সিরিজের তৃতীয় টেস্টে আবারও ফেরেন ইংল্যান্ড দলে। তবে সেই ফেরাটা সুখকর হয়নি। হয়তো ওই অপবাদ দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করছিল বলেই। নিজের মানসিক অবস্থাটা বোঝাতে বয়কট পরে বলেছেন, ‘যদি একটি মেডেন ওভার দিয়ে দিই, এই ভয়েই আমি তটস্থ ছিলাম। মনে হচ্ছিল, পুরো প্রেসবক্স আমার একটি ডিফেন্সিভ শট খেলার অপেক্ষায় ওত পেতে আছে।’ প্রথম ইনিংসে ২৫ রান করার পর বিষেন সিং বেদীকে ডাউন দ্য উইকেটে মারতে গিয়ে স্টাম্পড হয়ে যাওয়ার কারণটা তাই অনুমান করাই যায়। দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ রান করার পরই বোল্ড হয়ে যান ভেংকটারামন সুব্রামানিয়ার বলে। যাঁর বলের গতি নিয়ে পরে বয়কট রসিকতা করেছেন, ‘ফালতু এক মিডিয়াম পেসার, বোলার হিসেবে যে কিনা প্রায় আমার মতোই দুর্দান্ত।’

১০৮ টেস্টে ৮১১৪ রান করেছেন। সেঞ্চুরি ২২টি। মাঝখানে তিন বছরের জন্য স্বেচ্ছানির্বাসনে চলে না গেলে টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম দশ হাজার রান করার কীর্তিটাও তাঁরই হতো। জিওফ বয়কটের সঙ্গে দেখা হলে এসব নিয়ে কথা বলতে পারেন। তবে ভুলেও টেস্টে তাঁর সর্বোচ্চ ইনিংসের কথা তুলবেন না। বদমেজাজি হিসেবে কিন্তু জিওফ বয়কটের বিশেষ ”সুনাম” আছে!

পাকিস্তানকে ৫ কোটি টাকায় উড়িয়ে নিচ্ছে ইংল্যান্ড

কোভিড-১৯ মহামারিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ফেরানোর সবচেয়ে বড় উদ্যোগটা নিয়েছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। গ্রীষ্মটা তারা শুরু করছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ দিয়ে। এরপরই হবে পাকিস্তান সরিজি। পাকিস্তান দলকে ভাড়া করা বিমানে ইংল্যান্ডে নিচ্ছে ইসিবি, এতে তাদের খরচ করছে ৫ লাখ পাউন্ড বা সাড়ে ৫ কোটি টাকা। আগস্টে তিন টেস্ট ও তিন টি-টোয়েন্টি খেলতে পাকিস্তান ইংল্যান্ডে রওনা দেবে এ মাসেই। আগামী ২৬ থেকে ২৯ জুনের মধ্যে ২৯জন খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ, কর্মকর্তারা ধাপে ধাপে রওনা দেবেন ইংল্যান্ডে। আইসিসির নির্দেশনা অনুযায়ী করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে প্রতিটি দলকে ভ্রমণ করতে হবে ভাড়া করা বিমানে। সে নির্দেশনা মেনেই পাকিস্তান দল চার্টার্ড বিমানে যাচ্ছে ইংল্যান্ডে। আগেই বলা হয়েছে, বিমানভাড়ার পুরোটাই দিচ্ছে ইসিবি, খরচ পড়ছে সাড়ে ৫ কোটি টাকা। পাকিস্তানের বিমান ভাড়া কেন ইসিবি দিয়ে দিচ্ছে? ইসিবির আশা, আগস্টে পাকিস্তান সিরিজে তারা ৭৫০-৮০০ কোটি টাকা আয় করবে। সেক্ষেত্রে এই মহামারির মধ্যে পাকিস্তানকে সমাদর করে নিতেই পারে ইসিবি। স্বাস্থ্যবিধি মেনে পাকিস্তান সিরিজ খেলবে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে। তার আগে বার্মিংহামে দুই সপ্তাহের কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে বাবর আজমদের। এক মাসের প্রস্তুতি শেষে সফরের প্রথম টেস্ট শুরু হবে ৫ আগস্ট, ওল্ডট্রাফোর্ডে। পরের টেস্ট সাউদাম্পটনে।

করোনায় আক্রান্ত শহীদ আফ্রিদি

প্রায় সারা বিশ্বেই করোনার ছোঁয়া লেগেছে। সাধারণ মানুষ থেকে রাষ্ট্রপ্রধান, আক্রান্ত হচ্ছেন অনেকেই। খেলোয়াড়েরা এর বাইরে থাকেন কী করে! এরই মধ্যে পাওলো দিবালার মতো অনেক ফুটবলার করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন, আবার সুস্থও হয়েছেন। এবার জানা গেল, সাবেক পাকিস্তান অধিনায়ক ও অলরাউন্ডার শহীদ আফ্রিদিও করোনায় আক্রান্ত। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবরটা দিয়েছেন আফ্রিদি নিজেই, টুইটারে আফ্রদি লেখেন, ‘বৃহস্পতিবার থেকেই আমি অসুস্থতা অনুভব করছি। শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। আমি পরীক্ষা করাই এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় যে আমার করোনা টেস্ট পজিটিভ এসেছে। দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য সবার প্রার্থনা দরকার।’

করোনার সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার শুরু থেকেই এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছিলেন আফ্রিদি। নিজের ফাউন্ডেশন থেকে বিভিন্নভাবে দেশের মানুষকে সাহায্য করে যাচ্ছেন। এমনকি বাংলাদেশ ব্যাটসম্যান মুশফিকুর রহিম যখন বাংলাদেশের করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করার জন্য নিজের ব্যাট নিলামে তুলেছিলেন, সেটাও প্রায় ১৭ লাখ টাকায় কিনে নিয়েছিল আফ্রিদির ফাউন্ডেশন।

শোয়েব বলছেন, সব ফালতু কথা

দুর্দান্ত স্ট্রোকমেকার হিসেবেই পরিচিত ছিলেন তিনি। তবুও সৌরভ গাঙ্গুলীকেও কখনো কখনো অস্বস্তিতে পড়তে দেখা গেছে শোয়েব আখতারের গতি আর শর্ট বলের সামনে। অনেকে তো বলেছেন, শোয়েবকে খেলতে নাকি ভয় পেতেন সৌরভ। রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস অবশ্য বলছেন উল্টোটাই। না, সৌরভ মোটেও ভয় পেতেন না তাঁকে। খেলোয়াড়ি জীবনে সৌরভ-শোয়েব ছিলেন দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের বড় তারকা। আইপিএলের সৌজন্যে দুজন আবার খেলেছেন এক দলেও (কলকাতা নাইটরাইডার্স)। একে অন্যকে তাই দুভাবেই দেখার অভিজ্ঞতা আছে তাঁদের। কদিন পর পর কথার বোমা ফাটিয়ে অভ্যস্ত শোয়েব হয়তো সে কারণেই সৌরভকে নিয়ে বিস্ফোরক কোনো মন্তব্য করেননি। সাবেক ভারতীয় অধিনায়ক ও বর্তমান ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সভাপতিকে নিয়ে বিনয়ী সাবেক পাকিস্তানের গতিতারকা, ”অনেকে বলে ফাস্ট বল খেলতে সে ভয় পেত, আমাকে খেলতেও ভয় পেত। সব ফালতু কথা। সৌরভ গাঙ্গুলী ভীষণ সাহসী ব্যাটসম্যান। একমাত্র ওপেনার যে নতুন বলে আমাকে মোকাবিলা করতে পারত।” সৌরভ বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান না হলে শোয়েবের মন্তব্য একই রকম থাকত কিনা, সেটি নিয়ে যদি প্রশ্নও উঠলে রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেসের পরের কথায় সেটিও দূর হয়ে যাওয়ার কথা, ”সে জানত তার হাতে শট নেই। আমি তার পাঁজর লক্ষ্য করতাম। সে কিন্তু পিছিয়ে যেত না। রান করে যেত, আমি একে বলব সাহসিকতা।” ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান, এই স্বীকৃতি ছাপিয়ে সৌরভ বোধ হয় বেশি খ্যাতি পেয়েছেন সফল অধিনায়ক হিসেবেই। শোয়েবও তাই মনে করেন। যতই মাহেন্দ্র সিং ধোনি তিনটি বৈশ্বিক শিরোপা এনে দেন ভারতকে, শোয়েবের চোখে ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে সেরা অধিনায়ক সৌরভই, ”যদি ভারতের কথা বলি, অবশ্যই সৌরভ গাঙ্গুলী। তার চেয়ে সেরা অধিনায়ক দ্বিতীয়টি পায়নি ভারত। ধোনি দুর্দান্ত অধিনায়ক। কিন্তু একটা দলকে গড়ে তোলার কথা যখন বলবেন, গাঙ্গুলী তার কাজটা খুব ভালোভাবে করেছে।”

গণমাধ্যমে কথা বলতে মানা বিসিসিআই কর্মীদের

বিসিসিআই তাদের কর্মীদের গণমাধ্যমকে এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) অন্দর মহলের খবর হরহামেশাই বাইরে চলে আসছে। আর এতে বেশ চটেছেন বিসিসিআইয়ের কর্মকর্তারা। এখন থেকে কোনো কর্মী বোর্ডের অনুমতি ছাড়া গণমাধ্যমে কথা বলতে পারবে না। আর কেউ যদি কোনোভাবে গণমাধ্যমে কথা বলেন, তাঁকে পড়তে হতে পারে শাস্তির মুখে।

বিসিসিআইয়ের মুম্বাই ও বেঙ্গালুরু অফিসের ক্রিকেট একাডেমির প্রায় ১০০ কর্মীকে একটা ইমেইল দেওয়া হয়েছে। বিসিসিআইয়ের সচিব জয় শাহর অফিস থেকেই এমন নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ইমেলে জানানো হয়েছে, ” আমাদের বিসিসিআইয়ের কর্মীদের অনেকে গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিচ্ছে। এটা চাকরির চুক্তি বিরোধী এবং এতে প্রতিষ্ঠানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাইরে পাচার হওয়ার ঝুঁকি থাকে।”

চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, ”আশা করি আপনারা বুঝে বা না বুঝে কোনো তথ্য বা কোনো সাক্ষাৎকার বোর্ডের অনুমতি ছাড়া গণমাধ্যমে দিলে সেটার ব্যাপারে দ্রুতই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ভবিষ্যতে বিসিসিআইয়ের কেউ যদি কোনো রকম অনুমতি ছাড়া কোনো তথ্য গণমাধ্যম বা কোনো চ্যানেলে সরবরাহ করেন তাহলে তাঁকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

Short Notice Inviting Quotation

Sealed quotation are invited by the undersigned on the behalf of the Governor of Tripura from the reputed and experienced Manufacturer/Supplier/Agent/Authorized Dealer/Firm/Interest person for supply of Toner for copier machine SHARP Model: AR 6020 DV & Computer printers for use in I.G.M. hospital, Agartala for the year 2020-21.

The quotation form with detailed description of item & terms and conditions will be available from the Medical Superintendent, I.GM. Hospital, Agartala on any working days during the office hour from 11:00 to 16:30 hours, free of cost upto 03/10/20.

The quotation would be ieceived at the office of the undersigned upto 17:00 hours 03/10/20 by speed post/Courier Service/By Hand and will be opened on next working day, in the office of the Medical Superintendet, I.G.M. Hospital, Agartala.

ICA/C-1705/2020-21

Medical Superintendent
I.G.M. Hospital, Agartala.

বিজ্ঞপ্তি

পূর্বের (০৪-০৮-২০২০) বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, রাষ্ট্রীয় ইন্ডিয়ান মিলিটারী কলেজে (আর আই এম সি) প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য পূরণ করা আবেদন পত্র জমা দেওয়ার সময়সীমা আগামী ৩০ এ সেপ্টেম্বর, ২০২০ এর পরিবর্তে ৩০ এ নভেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত বর্ধিত করা হল এবং আগামী ১-২ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে এস সি ই আর টি আগরতলা, অভয়নগর কেন্দ্রে যে প্রবেশিকা পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল তা আপাতত স্থগিত ঘোষণা করা হচ্ছে। পরীক্ষার পরবর্তী তারিখ পরে জানানো হবে।

স্বাক্ষর
(এ দত্ত) উপ অধিকর্তা
এসসিইআরটি, আগরতলা, ত্রিপুরা।

ICA/D-563/20-21

পলাতক আসামীর সন্ধান চাই

Ref. West Agartala Women PS Case No-2020 WAW062 Dated 02/09/2020 u/s-366 IPC

পাশের ছবিটি একজন পলাতক আসামীর ছবি নাম - শ্রী সুব্রত দাস, মাতা - শ্রীমতি অর্চনা দাস, সাং- দক্ষিণ জয়নগর, থানা - এডি নগর, উচ্চতা - ৫ ফুট গায়ের রঙ - শ্যামলা চুল -ছোট এবং কালো, পরনে সাদা / কালো জীন্স পেন্ট এবং লাল রঙের শার্ট, স্বাস্থ্য - মধ্যম, বয়স - ২০ বছর, গত ০২/০৯/২০২০ইং তারিখের উপরে উল্লেখিত মোকদ্দমায় অপরাধ করিয়া পলায়ন করিয়াছে, বহু জায়গায় খোঁজা খোজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ মহিলার সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও কোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১ ২৩২ ৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১ ২৩২ ৫৭৮৪/১০০
৩) আগরতলা পশ্চিম / মহিলা থানা - ০৩৮১ ২৩৮ ৫৪৫৪

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা।

ICA/D-564/20-21

উদয়পুর কলেজে ছাত্রছাত্রীদের ভীড় ঘিরে জনমনে করোনাতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৮ সেপ্টেম্বর।। উদয়পুর প্রতিনিধি : আজকে অনেকেই মনে করেছেন উদয়পুর নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়ে এযেন এক মেলা বসেছে। কিন্তু বাস্তব জগতে এমন কিছু টাই নয়।

উদয়পুর নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয় এর ষষ্ঠ সেমিস্টার এর পরীক্ষার ফর্ম ও পরীক্ষার ফী জমা করাতে শতে শতে ছাত্র-ছাত্রী জড়ো হয়ে আছে কলেজ প্রাঙ্গনে। অবশ্য ফর্ম জমা ও ফী জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক কেননা তা না হলে পরীক্ষায় বসা যাবে না। বর্তমান পরিস্থিতিতে এইরকম জমায়েত করে কলেজ পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে যদি ভাইরাসের বিস্তার হয় তাহলে এর দায়ভার কে গ্রহণ করবে? উদয়পুর নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয় এর ইনচার্জ রিতা দাস নায়ককে এই পরিস্থিতির কথা জিজ্ঞেস করা হলে উনি বলেন ওনারা যথেষ্ট চেষ্টা করছেন কয়েকজন স্টাফ কেউ নাকি রাখা হয়েছে ডিসটেন্স মেন্টেন করার জন্য। কিন্তু ওই খুঁজে না পাওয়া অদৃশ্য স্টাফদের কর্মের ফল এই বিশাল জমায়েত।তবে উক্ত পরিস্থিতিতে কলেজ ইনচার্জ কিংবা কলেজ কর্তৃপক্ষ তার দায়িত্ব কতটুকু পালন করেছেন? আর যদি পালন করেও থাকেন তার ফলাফলটা সামনেই দেখা যাচ্ছে।যেখানে সাংবাদিকদের ক্যামেরায় তাদের স্টাফদের কর্তব্যরত অবস্থায় কোন ছবি দেখতে পাওয়া যায়নি। তবে নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয় এর এই অগোছালো পরিস্থিতির জন্য কোন ঘটনা ঘটলে এর দায়ভার কলেজ কর্তৃপক্ষ কিভাবে সামাল দেবে তা কিন্তু প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড় সামাল দিতে কেন উপযুক্ত ব্যবস্থা নিল না কলেজ কর্তৃপক্ষ তার উত্তরটা সবার অজানা। এভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন নিয়ে খামখেয়ালিপনাচলতে থাকলে কলেজ ইনচার্জ রিতা দাস নায়ক এই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেটাই এখন দেখার বিষয়।

জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থা চাকমাঘাট এলাকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৮ সেপ্টেম্বর।। আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের বেহাল দশা। বারবার খবর সম্প্রচারের পর কয়েকদিন আগে সংস্কারের কাজে হাত দেয় সংশ্লিষ্ট দপ্তর। এ যেন কাজ নয় এলাকাবাসীর অভিযোগ এক পাঠাকে তিনবার নয় ১৪ বার বলি দেওয়ার সমান। তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামি বাজার থেকে চাকমা ঘাট যাওয়ার জাতীয় সড়কের রাস্তাটি খুবই বেহাল। যার কারণে যে কোন সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এমনটাই আশা ব্যক্ত করছেন গাড়ির চালকরা ও। আমরা আমাদের সংবাদমাধ্যমে বারবার জাতীয় সড়কের এই অংশটি কে নিয়ে খবর সম্প্রচার করেছিলাম ফলাও করে। যদিও খবর সম্প্রচারের পর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নিদ্রা ভঙ্গ হয়। দেওয়া হয় সংস্কারের কাজে হাত। সংস্কারের কিছু দিন পর থেকেই ফের ধীরে ধীরে বেহাল অবস্থায় পরিণত হচ্ছে এই অংশটি। গাড়ির চালকরা দফায় দফায় জানান জাতীয় সড়কের এই অবস্থা হলে আমাদের গাড়ির মেইনটেনেন্স অনেকটাই বেড়ে যায়। ক্ষতি হয় গাড়ির অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও। শুধু তাই নয় যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কারন রাস্তার মাঝখান দিয়ে বিশাল বড় বড় গর্ত। জল জমে থাকলে কোন কিছুই বোঝা যায় না। এবার দেখা যাক আমাদের সংবাদ সম্প্রচারের পর সংশ্লিষ্ট দপ্তর পুনরায় সংস্কারের কাজে হাত দেয় কিনা।না কি একই রকম কায়দায় চলে রাস্তা সংস্কারের কাজ।

সোমবার আগরতলায় মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ছবি-নিজস্ব।

শ্রমিকদের শ্রম আইনের অর্জিত অধিকার কেড়ে নেওয়া চলবে না ঃ সিপিআইএমএল

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৮ সেপ্টেম্বর।। আজ শহীদ ভগৎ সিং এর ১১৪ তম জন্ম বার্ষিকী। এই মহান দিনে দেশের কৃষকেরা দেশব্যাপী প্রতিবাদের ডাক দিয়েছে। সর্বনাশা নয়া কৃষি আইন প্রত্যাহার করো এবং দেশের কৃষি কর্পোরেট কোম্পানির হাতে তুলে না দেওয়ার দাবিতে। শ্রমিকেরা আওয়াজ তুলেছে যে, ৪ টি শ্রম কোড বিলের মাধ্যমে শ্রমিকদের শ্রম আইনের অর্জিত অধিকার কেড়ে নেওয়া চলবে না। বলে দাবী করেছে সিপিআইএমএল। দলের তরফ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দেশের যুব সমাজ আজ দেশব্যাপী রোজগার দিবস পালন করছে। আওয়াজ তুলেছে রোজগার দাও, নতুবা দশ হাজার টাকা মাসে ভাতা দাও। নইলে গদি ছেড়ে দাও। দেশের ছাত্র সমাজ সাম্প্রদায়িক ও বানিজ্যমুখী নয়া শিক্ষানীতি বাতিল করে এক সার্বজনিন, মুক্ত শিক্ষানীতি প্রনয়ণ করার দাবিতে সোচ্চার হয়েছে। ভগৎ সিং ও সমস্ত মহান স্বাধীনতা সংগ্রমীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা কে দেশী বিদেশি কোম্পানির হাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিক্রি করে দেওয়ার বিরুদ্ধে অঙ্গীকারে, শপথে আরো বেশী করে জোটবদ্ধ হওয়ার ডাক দেওয়া হয়েছে। ভগৎ সিং বলতেন - 'আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে বিপ্লব এবং এই বিপ্লবের অর্থ হচ্ছে অন্যায়ের উপর ভিত্তি করে টিকে থাকা বর্তমান মজুদা ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করা। আজ অন্যায়ভাবে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে জেলবন্দী দলিত আন্দোলনের কর্মী, নাগরিক অধিকার কর্মী, বাম ও ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনের কর্মীদের মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হয়েছি। ছাত্র নেতা উমর খালিদ, মীরান হাইদার, নাথাশা, দিব্যাঙ্গনা, সুধা ভরদ্বাজ, গৌতম নভলকা ও সমস্ত রাজ বন্দীদের কে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। ঔপনিবেশিক আদালতে বিচারের সময় তিনি ও তাঁর সাথীরা ১৯৩০ এর ৩১ শে জানুয়ারী আদালতে আওয়াজ তুলে ধরেন - সমাজতন্ত্র দীর্ঘজীবী হউক, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক দীর্ঘজীবী হউক, কমিউনিস্ট আন্দোলন দীর্ঘজীবী হউক, লেনিন নামের মৃত্যু নেই, সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক, আদালত চত্বর শ্লোগানে মুখরিত করে তুলেন। ব্রীটিশ হাকিম কে একটি টেলিগ্রাম পড়ে শুনান। এই টেলিগ্রামে রাশিয়ার বিপ্লবের সাফল্য কামনা করে, সর্বহারা জিতবে, পুঁজিবাদ পরাস্ত হবে, সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হবে - এই বার্তাটি পড়ে শুনান এবং তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে তা পাঠানোর দাবী করেন। আমরা ভারতীয় বিপ্লবে সমাজতন্ত্রের প্রথম স্বপ্নদ্রস্টা হিসাবে তাঁকে আমরা স্মরণ করি।

স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে ডেপুটেশন এসইউসিআই'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর।। ৯ দফা দাবিতে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে এসইউসিআই।সংগঠনের এক প্রতিনিধি দল সোমবার স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে গিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেন।ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এসইউসিআই নেতৃবৃন্দ বলেন, চিকিৎসক নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীর অভাবে রাজ্যে স্বাস্থ্যপরিসেবা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনা করে অবিলম্বে রাজ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসক-নার্স স্বাস্থ্য কর্মী সহ অন্যান্য কর্মী নিয়োগ করার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবি সহ অন্যান্য হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা পরিষবার মান উন্নয়নের জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য অধিকর্তা দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।জিবি আইজিএম সহ বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এসে রোগী মৃত্যুর ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ ক ে ব. ে ছ সংগঠন।হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা পরিষেবার মান উন্নয়ন করা সম্ভব হলে বিনা চিকিৎসায় কিংবা ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুর হার অনেকটাই কমবে বলে মনে করে সংগঠন। এজন্য চিকিৎসক-নার্স কিংবা স্বাস্থ্যকর্মীদের একতরফাভাবে দোষারোপ করলে চলবে না।পরিকাঠামোগত উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দিতে স্বাস্থ্য দপ্তর এবং রাজ্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে।চিকিৎসায় যাতে কোনো ধরনের গাফিলতি করা না হয় সে বিষয়ে যত্নবান হওয়ার জন্য চিকিৎসক নার্স এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে সংগঠনের পক্ষ থেকে।স্বাস্থ্য আধিকারিক এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন বলে প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

গাছ থেকে পড়ে মৃত শ্রমিকের পরিবার অর্থিক সংকটে, প্রশাসন নীরব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ২৮ সেপ্টেম্বর।। কুমারঘাট ইকোপার্কের গাছ থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছিল এক পার্ক কর্মীর। পরিবার নিয়ে সমস্যায় মৃতের স্ত্রী। সরকারি সবধরনের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত মৃতের পরিবার। ঘটনার বিবরণে জানা যায় ২০১৯ সালের পয়লা অগাস্ট কুমারঘাট ডিভিশন ফরেস্ট সেন্ট্রাল নার্সারি জেএফএমসি এর দ্বারা নিযুক্ত হন কুমারঘাট মহকুমার উত্তর কুমারঘাট এলাকার প্রসন্ন মালাকার নামের এক ব্যক্তি। কুমারঘাট ইকো পার্কে উনার ডিউটি ছিলো।

প্রায় সাত মাস ডিউটি ঠিকঠাক ভাবেই চলছিলো। চলতি বছরের ১৯ মার্চ জেএফএমসি কমিটির অন্য সদস্যরা পার্কে এসে পার্কে থাকা গাছের উপর পাখির খাচা লাগানোর জন্য নির্দেশ দেন প্রসন্ন মালাকার এবং অন্য আরেকজনকে।যথারিতি কমিটির নির্দেশে খাচা লাগানোর জন্য গাছে উঠে প্রসন্ন মালাকার নামের ঐ ব্যাক্তি। দু-একটি খাচা লাগানোর পর আচমকা প্রসন্ন মালাকার পা পিচলে গাছ থেকে নিচে পড়ে যান এবং গুরুতরভাবে আহত হন। সাথে সাথে পাশে থাকা লোকজন তাকে কুমারঘাট হাসপাতালে নিয়ে যায়,রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে কৈলাশহর জেলা হাসপাতালে রেফার করেন,কিন্তু অভিযোগ কমিটিতে থাকা লোকজন উনাকে নিজেদের মর্জিমাফিক ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে ধর্মনগর থেকে ঐ ব্যাক্তিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য শিলং এর নিগ্রিমসে নিয়ে যাবার পরামর্শ দিলে কমিটিতে থাকা লোকজন এবং বনদপ্তরের কর্মীরা তাদের গা জোয়ারীতে ঐ ব্যাক্তিকে আগরতলার জিবি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন।এতে ঐ ব্যাক্তির স্ত্রী তাদের কাছে করজোরে আপত্তি জানালেও তারা মহিলার কথায় কর্নপাত না করে উহত ব্যাক্তিকে সরকারীভাবে চিকিৎসার জন্য জিবিতে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ করেনঐ মহিলা।অবশেষে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ২২শে মার্চ জিবিতে মৃত্যু হয় প্রসন্ন মালাকারের।মৃতের স্ত্রীর অভিযোগ জিবিতে নিয়ে যাবার কারনেই মৃত্যু হয়েছে উনার স্বামীর।বর্তমানে আর্থিক সংকটে থাকা হতদরীদ্র মহিলা স্বামীকে হারিয়ে সম্পূর্নরূপে ভেঙে পড়েছেন।

উনার নবম শ্রেনীতে পাঠরতা একটি মেয়েও রয়েছে।বর্তমানে তার লেখাপড়ার খরচ জোগানো দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে উনার পক্ষে বলে জানিয়েছেন তিনি।এই অবস্থায় ঐ পরিবারকে প্রথমে জেএফএমসি কমিটির পক্ষ থেকে রোগীর চিকিৎসা বাবদ মাত্র ২৯ হাজার টাকা দেওয়া হয় যা চিকিৎসার ক্ষেত্রে ছিটেফোটাও হয়নি। কমিটির দেওয়া অর্থ নিমিশেই ফুরিয়ে যায় প্রসন্ন মালাকারের চিকিৎসায়।পরে তার পরিবারের লোকেরা সাহায্য সহযোগিতা করে আরো ৪০ থেকে ৪৫ হাজার টাকা ব্যায় করেন তার চিকিৎসা বাবদ। কিন্তু তার পরও শেষ রক্ষা হয়নি।তিনি আরো জানান বর্তমানে পরিবারের রোজগার করার মতো কেউই নেই।তবুও এখনো পর্যন্ত জেএফএমসি কমিটির কর্মকর্তারা এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর খবর পর্যন্ত নেননি বলে অভিযোগ করেন মৃত প্রসন্ন মালাকারের স্ত্রী। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় শাসক দলীয় পঞ্চায়েতের প্রধান মেম্বারদের দ্বারে দ্বারে ঘুড়েও মেলেনি সহায়তা।অসহায় পরিবারটির দিকে তাকানোর সময় নেই এলাকার বিধায়ক ভগবানেরও। সামনেই এডিসি ভোট,ভোট বৈতরনী পার হবার জন্য ভোটারদের প্রভাবিত করতে হয়তো তিনি অসহায় পরিবারের দিকে নজর দেবার চাইতে নিজের ভোট বাস্কের দিকেই নজর দেবার বেশি প্রয়োজন বলে মনে করছেন।

চার মাস পর মুসলিম ধর্ম ত্যাগ করে নিজ ধর্মে ফিরলেন গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়িইবাড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর।। তিন চার মাস পর মুসলিম ধর্ম ত্যাগ করে নিজ ধর্মে ফিরে এলেন উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন তারকপুর গ্রামের এক গৃহবধূ।আজ তারকপুরস্থিত স্বামীর নিজ বাড়িতে সনাতনি রীতি নীতিতে অনুষ্ঠিত যজ্ঞানুষ্টানের পর ব্রাহ্মণের মন্ত্রাউচ্চারনের পর সূচী হয়ে ফের হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত হন গৃহবধূ।উক্ত ঘরোয়া অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক হিন্দু সেনারা তারকপুর শাখার উদ্যোগে গৃহবধূর স্বামীর বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয় এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান। আজকের এই মহতী যজ্ঞ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন হিন্দুধর্ম মূলক আলোচনা করেন রামনগর গুরুকুল আশ্রমের পন্ডিত শ্রী মহারাজ জি।জানা গেছে গত তিন চার মাস পূর্বে তারকপুর গ্রামের এক মুসলিম যুবকের সাথে পালিয়ে বিয়ে করে স্থানীয় এক গৃহবধূ। অবশেষে দীর্ঘ তিন চার মাস পর নিজের ভুল বুঝতে পেরে বিষয়টি গ্রামের বিশিষ্ট নাগরিকদের নজরে এনে ফের নিজ ধর্মে ফেরার সম্মতি জানান গৃহবধূ। তারপর স্থানীয় জনগন সহ আন্তর্জাতিক হিন্দু হিন্দু সেনার কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় গৃহবধূ ফের নিজ ধর্মে স্বামীর কাছে ফিরে আসেন। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তাছাড়া প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক হিন্দু সেনার ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি অভিনাশ কৃষ্ণ দাস,বাগবাসা বিধানসভার লক্ষী নগর গঙ্গানগর শাখার সকল কার্যকর্তা গন ও আন্তর্জাতিক হিন্দু সোনার কদমতলা শাখার সভাপতি তাপস দাস সহ সংগঠনের সকল নেতৃত্বরা।

মাতাবাড়ি মন্ডলের কার্যকারিণী বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৮ সেপ্টেম্বর।। ভারতীয় জনতা পার্টির সাংগঠনকে আরো মজবুত করার ও আরো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রত্যেকটি মন্ডল স্তরে করা হচ্ছে সাংগঠনিক বৈঠক। সোমবার ভারতীয় জনতা পার্টি মাতারবাড়ি মন্ডলের সমস্ত কার্য কর্তাদের নিয়ে উদয়পুর এর রাজস্বী কলাক্ষেত্রে মন্ডলের কার্যকারিনী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের হেভিওয়েট বিজেপি নেতা তথা বিজেপি রাজ্যের কমিটির সাধারণ সম্পাদক টিনু রায় মাতাবাড়ি কেন্দ্রের বিধায়ক বিপ্লব ঘোষ মাতাবাড়ি মন্ডলের সভাপতি মিন্টু চক্রবর্তী গোমতী জেলা বিজেপি সভাপতি অভিষেক দেবরায় জেলা প্রভারি রতন ঘোষ সহ বিজেপির অন্যান্য কার্যকর্তারা।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের বিজেপির হেভিওয়েট নেতা তথা রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক টিংকু রায় বলেন - সংগঠনকে আরো মজবুত আরো শক্তিশালী করা এবং এ ডি সি নির্বাচনকে সামনেস রেখে সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করা এবং রাজ্য কমিটি এবং জেলার মন্ডল সর্বস্তর থেকে শুরু করে নতুন কমিটি করে দলকে সাজানো হচ্ছে।।

সুর সম্রাজ্ঞীকে কুর্নিশ অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.): সুর সম্রাজ্ঞী ও বলিউডের কিংবদন্তি গায়িকা লতা মঙ্গেশকরের জন্মদিন উপলক্ষে তাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রখ্যাত এই গায়িকাকে সর, সংস্কার এবং সরলতার সঙ্গম হিসেবে অভিহিত করেছেন অমিত শাহ।

সোমবার টুইট করে কিংবদন্তি গায়িকাকে জন্মদিনের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে অমিত শাহ লিখেছেন, সর, সংস্কার এবং সরলতার অদ্ভুত সঙ্গম হচ্ছেন লতা মঙ্গেশকর। তার জন্মদিনের শুভেচ্ছা ও শুভকামনা রইল। সংগীতের উচ্চতম পরম্পরা এবং মূল্যবোধকে স্থাপন করে নিজের মধুর বাণী দিয়ে বিশ্বকে মিষ্টি করে তুলেছেন। এর পাশাপাশি অমিত শাহ লতা মঙ্গেসকারের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করেছেন। ১৯২৯ সালের ২৮ শে সেপ্টেম্বর ইন্দরে জন্মগ্রহণ করেন লতা মঙ্গেসকার। ছয় দশকের বর্ণময় সঙ্গীতজীবনে ৩০ টি ভাষায় গান গেয়েছেন। কিশোর কুমার, মহম্মদ রফি, মুকেশ থেকে শুরু করে উদিত নারায়ন, সনু নিগম পর্যন্ত প্রত্যেকের সঙ্গেই সচ্ছন্দে গেয়েছেন। শচীন দেব, বর্মন রাহুল দেব বর্মন থেকে এ আর রহমান, যতীন-ললিত মতন সঙ্গীত পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করেছেন। অর্ধ শতাব্দীরও বেশি ছয়ের পাতায় দেখুন

চারটি দাবি নিয়ে কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালে স্মারকলিপি ই রিক্সা শ্রমিক সংঘের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ২৮ সেপ্টেম্বর।। উত্তর জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমার অন্তর্গত মহকুমা হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবা লাটে উঠেছে নজরে আনছেন না উপরিক্ত কর্তৃপক্ষরা। কাঞ্চনপুরে অসুস্থ মানুষেরা চিকিৎসা ক্ষেত্রে সঠিক ব্যবস্থা না পেয়ে হয়রানির শিকার। কাঞ্চনপুর বাসীর সুবিধার্থে মহকুমা হাসপাতাল থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা কাটেনি এখনও। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে কাঞ্চনপুর ভারতীয় মজদুর সংঘ অনুমোদিত ই রিক্সা শ্রমিক সংঘ চারটি দাবি নিয়ে কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালের দ্বারস্থ। তাদের দাবিগুলো এক্সরে মেশিন মেরামত করে পুনরায় সঠিক ভাবে চালু করা, সাপ্তাহের প্রতিদিনে সোনোগ্রাফি করা, এক্সরে মেশিন পরিচালনার জন্য দক্ষ অপারেটর নিয়োগ করা, অসুস্থ রোগীদের জন্য চিকিৎসা ক্ষেত্রে সরকারিভাবে বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

বিদ্যুতে প্রিপেইড পদ্ধতি চালু উদয়পুরের মহদেববাড়ী এলাকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৮ সেপ্টেম্বর।। সোমবার উদয়পুর মহাদেব বাড়ি স্থিত বিদ্যুত দপ্তরে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুত নিগম লিমিটেডের উদ্যোগে ভিত্তিক প্রি পেইড বিদ্যুৎ বিক্রয় ব্যবস্থার উদ্বোধন করেন বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ। সংক্ষিপ্ত এই অনুষ্ঠানে এদিন বিধায়ক ছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন সুজন সেন, বিদ্যুত দপ্তরের৭ এডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার বিনয় কৃষ্ণ দত্ত, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার আনন্দ সরকার, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার সহ অন্যান্যরা।

পুলিশের চাকরি, শারীরিক কসরৎ করতে গিয়ে মৃত্যু যুবকের

আমগুড়ি (অসম), ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : পুলিশে চাকরি পেতে নিয়মিত শারীরিক কসরৎ করতেন। সে অনুযায়ী আজও শারীরিক অনুশীলন করছিলেন। অনুশীলন করতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে জনৈক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে উজান অসমের শিবসাগর জেলার আমগুড়ির সামাগুড়ি অঞ্চলে। মৃত যুবকের নাম মনোজ ফুকন। মনোজ সামাগুড়ির বালিপথার অঞ্চলের বাসিন্দা খগেন ফুকনের একমাত্র সন্তান। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ছয়ের পাতায় দেখুন

ফের প্রতারকের ফাঁদে পা দিয়ে সর্বস্ব হারালেন কয়েকজন যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৮ সেপ্টেম্বর।। ফের প্রতারকের ফাঁদে পা দিয়ে সর্বশান্ত হলো কিছু সংখ্যক যুবক। ঘটনার বিবরণ জানা যায় শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ীর দক্ষিণ হিচাছড়ার বাসিন্দা প্রকাশ ত্রিপুরা ঐ এলাকায় কিছু সংখ্যক ড্রপ আউট যুবককে টাকা পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেয়। এর মধ্যে ১৮ জন উপজাতি অংশের যুবকে প্রলোভন দিয়ে সকলের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ব্যাঙ্কের পাস বুক ও সঙ্গে এ টি এম কার্ড নিয়ে যায় বলে অভিযোগ।

টাকা পাওয়ার প্রলোভনে সকলে প্রকাশ ত্রিপুরাকে বিশ্বাসকরে সবকিছুদিয়ে দেয়। অবশেষে কিছুদিন পূর্বে প্রকাশ ত্রিপুরা ঐ যুবকদে ব্যাঙ্কের পাসবুক ও এ টি এম কার্ড ফিরিয়েদেয়। সকলে পাসবুক পাওয়ার পর বাই আপডেট করতেগিয়ে দেখতেপায় উদের প্রত্যেকের একাউন্টে ৭০ থেকে ৮০ হাজার টাকা উঠানোহয়েছে। এই টাকা কোথায় থেকে এসেছে এটাও সঠিক ভাবে বলতে পারছেনা যুবকরা। যুবকরা জানতে পারে এই টাকা একাউন্টে আসার পর প্রকাশ ত্রিপুরা এই টাকাগুলি তুলেনিয়েছে।

তাই সকলে প্রকাশ ত্রিপুরার দ্বারা প্রতারিত হয়ে আজ শান্তির বাজার মহকুমা শাসকের নিকট দারস্ত হয়। এই নিয়ে সকলে মহকুমা শাসকের নিকট এক লিখিত অভিযোগ জানান। যুবকরা পরবর্তী সময় সংবাদমাধ্যমের সামনে সমস্ত ঘটনার বিবরন তুলেধরেন। যুবকরা জানান মহকুমা শাসক প্রতারক প্রকাশ ত্রিপুরার নামে থানায় মামলা করার পরামর্শদেন। এখন দেখার বিষয় এই অভিযোগের পর প্রসাশন কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করে।

বিলোনিয়ায় সাংবাদিক নিগ্রহের মামলায় গ্রেপ্তার এক অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৮ সেপ্টেম্বর।। বিলোনিয়া বড় পাথরী সাংবাদিক নিগ্রহের কান্ডে জড়িত নন্দলাল শীল নামে এক হামলাকারীকে পিআর বাড়ি থানার পুলিশ আটক করে। এই নন্দলাল শীল প্রানে মারার জন্য টানা হেঁচড়া করে বড় পাথরী বাজারের জঙ্গলে নিয়ে যায়। একজনকে গ্রেফতার করলেও এখনো অধরা মুল মাষ্টার মাইন্ড সুব্রত দত্ত, মানিক মজুমদার, সজল বিশ্বাস। পিআর বাড়ি থানাতে মোট বার জনের নামে মামলা হলেও বাকী হামলা বাজদের টিকির নাগাল পাচ্ছে না পুলিশ।আক্রান্ত দুই সাংবাদিক দের পক্ষ থেকে প্রথমে চারজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল পি আর বাড়ি থানাতে। পরবর্তী সময়ে ওয়ান সিক্সটি ওয়ান এ আক্রান্ত সাংবাদিকদের জবানবন্দি অনুযায়ী আরো আট জনের নাম উঠে আসে, এদের মধ্যে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আজ। সুব্রত দত্ত আবার রাজনগর বিজেপি মন্ডল সদস্য। এরজন্যই কি পুলিশ তাদের টিকির নাগাল ধরতে পারছে না। নাকি নন্দলালকে পুলিশে ধরিয়ে দিয়ে শাসক দলের নেতারা কি, বাকিদের বাঁচাতে চাইছে এনিয়ে চলছে গুঞ্জন।পিআর বাড়ি থানার পুলিশ ছয়ের পাতায় দেখুন

৬০-লক্ষ ছাড়াল করোনা-সংক্রমণ, ভারতে মৃত্যু বেড়ে ৯৫,৫৪২ : স্বাস্থ্যমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মারণ করোনাভাইরাসের দৌরাত্ম্য অব্যাহত ভারতে। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৬০-লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-সংক্রমণ। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৬০,৭৪,৭০৩-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১,০৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৮২,১৭০ জন। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৯৫,৫৪২ জন এবং মোট সংক্রমিত ৬০,৭৪,৭০৩ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৫০,১৬,৫২১ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৯ লক্ষ ৬২ হাজার ৬৪০।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ৯৫,৫৪২ জনের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৫৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশে ৫,৭০৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ১৪ জন, অসমে ৬৫৫ জন, বিহারে ৮৮৮ জনের, চন্ডীগড়ে ১৪৭ জন, ছত্তিশগড়ে ৮৪৮ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু”জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৫,২৩৫ জনের, গোয়া ৪০১ জন, গুজরাটে ৩,৪১৬ জনের, হরিয়ানায় ১,৩০৭ জনের, হিমাচল প্রদেশে ১৭৫ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ১,১৩২, জনের, ঝাড়খণ্ডে ৬৭৯ জনের, কর্ণাটকে ৮,৫৮২ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৬৭৭ জন, লাদাখে ৫৮ জন, মধ্যপ্রদেশে ২,২০৭ জন, মহারাষ্ট্রে ৩৫,৫৭১ জনের মৃত্যু হয়েছে, মণিপুরে ৬৪ জন, মেঘালয়ে ৪৩ জন, নাগাল্যান্ডে ১৬ জন, ওডিশায় ৭৯৭ জনের, পুদুচেরিতে ৫১৩ জন, পঞ্জাবে ৩,২৮৮ জন, রাজস্থানে ১,৪৪১ জনের, সিকিমে ৩৩ জন, তামিলনাড়ুতে ৯,৩১৩ জন, তেলেঙ্গানায় ১,১০৭ জন, ত্রিপুরায় ২৭৩ জন, উত্তরাখণ্ডে ৫৭৪ জন, উত্তর প্রদেশে ৫,৫৯৪ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৪,৭৮১ জন প্রাণ হারিয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ভারতে এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়েছে ১.৫৭ শতাংশ রোগীর, সুস্থ হয়েছেন ৮২.৫৮ শতাংশ রোগী এবং চিকিৎসাধীন ১৫.৮৫ শতাংশ রোগী।

ভারতে সুস্থতা ছাড়াল ৫০ লক্ষ, উর্ধমুখী করোনা-টেস্টের সংখ্যাও প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসকে পরাজিত করে ভারতে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন কোভিড রোগীরা। ভারতে বিগত ১১দিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১০ লক্ষ রোগী। সবমিলিয়ে এযাবৎ ভারতে ৫০ লক্ষ ছাড়িয়েছে সুস্থতার সংখ্যা। সোমবার সকালের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতে সুস্থতার সংখ্যা ৫০ লক্ষ ছাড়িয়েছে। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৫,০১,৬৫২১ জন। ৫০ লক্ষের মধ্যে বিগত ১১ দিনের মধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১১ লক্ষ কোভিড রোগী।

সুস্থতার পাশাপাশি দৈনিক করোনা-পরীক্ষাও স্বস্তি দিচ্ছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার সারা দিনে) ভারতে ৭,০৯,৩৯৪টি করোনা-স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এযাবৎ ভারতে ৭,১৯,৬৭,২৩০টি করোনা স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে। ৭,০৯,৩৯৪টি স্যাম্পেলের মধ্যে আক্রান্ত হয়েছেন ৮২,১৭০ জন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।